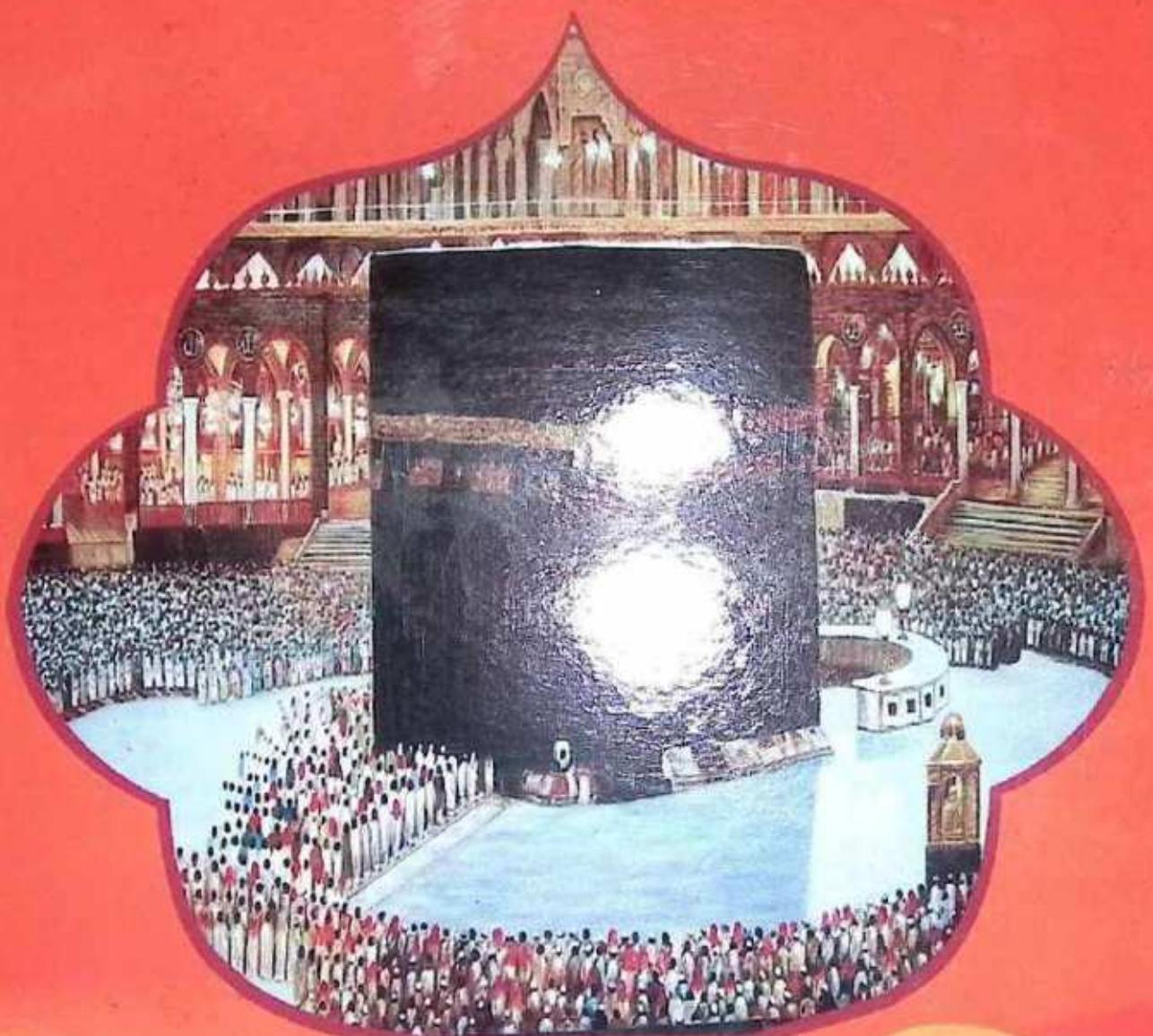


# হজ ও উমরা নির্দেশিকা

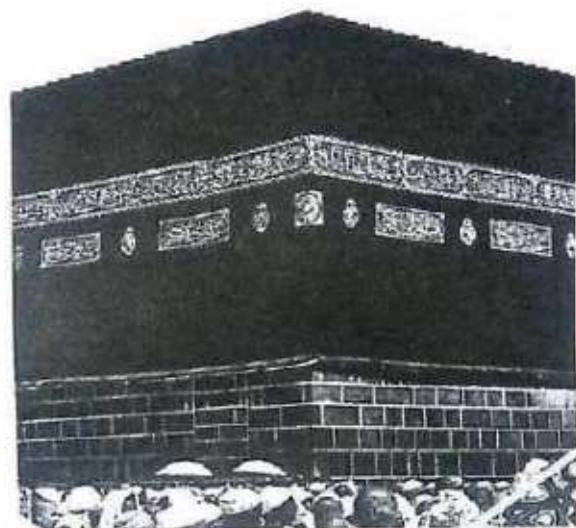
## মহিলাদের জন্য



আরফিন আরা নাজ

# হজ ও উমরা নির্দেশিকা

(মহিলাদের জন্য)



আরফিন আরা নাজ



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বদ্বীর শেখ মুজিবুর রহমান]

## হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা (মহিলাদের জন্য)

আরফিন আরা নাজ

[ইসলামী পৃষ্ঠক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৩২

ইফা প্রকাশনা : ২৭৩৯/৩

ইফা প্রকাশনা : ২৯৭.৫৫

ISBN : 978-984-06-1566-1

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৬

চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন)

মার্চ ২০২০

চৈত্য ১৪২৬

শাবান ১৪৪১

মহাপুরিচালক

আবিস মাহমুদ

অকাশক

ড. সৈয়দ শাহু এমরান

অকাল পরিচালক

ইসলামী পৃষ্ঠক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ০২-৮১৮১১১৯১

মুদ্রণ ও বাঁধাই

সৌর আবুল কাশাম

অকাল ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ০২-৮১৮১১৫৩৭

মূল্য : ১৩৬.০০ (একশত ছাত্রিশ) টাকা

HAZZ O UMRA NIRDESIKA (Instruction of Hazz And Umra): Written by Arfin Ara Naz and Published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books publication Project-2nd phase, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: ৮১৮১১৯১  
March 2020

E-mail: ifapublicationproject@gmail.com

Website: www.islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 136.00, US Dollar: 5.00

## প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসন আল্লাহ তা'আলাৰ যিনি বায়তুল্লাহকে তাওহীদ হোক্কীৰ কেন্দ্ৰৰূপে নিৰ্বাচন কৰেছেন। দুকুল ও সালাম মহানবী হয়ৱত মুহাম্মদ (সা)-এৰ উপৰ যাঁৰ মাধ্যমে আমৰা হজ্জেৰ বিধান পেয়েছি। হজ্জ ইসলামেৰ পঞ্জতত্ত্বেৰ অন্যতম। এ ইবাদত সম্পন্ন কৰতে সম্পূর্ণ ও শারীরিক সক্ষমতা দুঃটোই প্ৰয়োজন। তাই এ তুরত্তপূর্ণ ইবাদতটি আদায় কৰতে বহু মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জানা প্ৰয়োজন। আমাদেৱ দেশেৰ বহুসংখ্যক লোক হজ্জেৰ বিভাগিত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, বিশেষত মহিলাৰা এ বিষয়ে আৰো পিছিয়ে। ফলে এত বিপুল পৰিমাণ অৰ্থ ব্যয় কৰেও হজ্জ সঠিকভাৱে আদায় হলো কিনা সন্দেহ থেকে যাব। সেজন্য হজ্জযাতী প্ৰতিটি মানুষেৰই হজ্জযাতীৰ প্ৰাঞ্চলে ভালোমত পড়াশোনা কৰে হজ্জেৰ মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জেনে নেয়া একান্ত প্ৰয়োজন। 'হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা (মহিলাদেৱ জন্য)' সে উদ্দেশ্যেই প্ৰণীত একখালি উৎস অহঃ। এহু অগোতা আরফিন আৱা নাজ একজন উচ্চপদস্থ সৱকাৰি কৰ্মকৰ্তা। তিনি নিজে হজ্জ গৈৰে লোকজনেৰ বিশেষত মহিলাদেৱ অবস্থা পঢ়ক্ষে দেখে এ ব্যাপারে এহু অগ্রণে উন্মুক্ত হন।

অত্যন্ত সহজ-সৱল ও প্ৰাঞ্চল ভাৰায় তিনি হজ্জেৰ মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-নীতি তুলে ধৰেছেন। প্ৰত্যেক হজ্জযাতী বিশেষত মহিলা হজ্জযাতী এ গোৱে থেকে উপৰূপ হয়ে সঠিকভাৱে তাদেৱ হজ্জ সম্পন্ন কৰতে পাৱেন বলে আমাদেৱ বিশ্বাস। দেশেৰ সব হজ্জযাতী যাতে সঠিকভাৱে হজ্জেৰ মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জেনে তাদেৱ এ তুরত্তপূর্ণ ইবাদতটি সুস্থৰ্ভাবে আদায় কৰতে পাৱেন সে সক্ষয়ে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন এহুৰানিৰ চতুর্থ সংস্কৰণ প্ৰকাশেৰ পদক্ষেপ এহু কৰাহে।

এহুটি অকালেৰ সাথে অড়িত সকলকে আল্লাহ তা'আলা জায়ানে খায়েৰ দান কৰুন। আমীন।

ড. সৈয়দ শাহু এমরান

অকাল পরিচালক

ইসলামী পৃষ্ঠক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জাতিপ অনুযায়ী যোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কাগেই বাংলাদেশের এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাদেরকে সামনে রেখে আমি এই পৃষ্ঠাটি প্রধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। আমি নিজে হজে দিয়ে বুঝতে পেরেছি মহিলাদের জন্য হজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সাবলিঙ্গভাবে বিচু সিক-নির্দেশনা তুলে ধরা দরকার। বিশেষ করে আমাদের ধার্ম-গঞ্জের সহজ সরল মহিলারা যখন হজে যান তখন তাদের হজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। মূলত মহিলাদের জন্য এ পৃষ্ঠাটি প্রধান বরা হলেও মহিলাদের সাথে থাকা আহরণদেরও যাতে এটি সহায়তা করতে পারে সেভাবে এ পৃষ্ঠাটিতে বিধানাবলি সন্নিরবেশিত হয়েছে।

পৃষ্ঠাটি লেখার যৌক্তিকতা নিয়ে বিচু 'প্রারম্ভিক কথা' নিয়ে বইটি উর করা হয়েছে। সেখানে হজে যেতে হলে তার আর্থিক সামর্থ্যের পাশাপাশি শারীরিক বা মানসিক সামর্থ্যের বিষয়টি জড়ব্বী। এর সঙ্গেই তার হজে যাওয়ার ইচ্ছা বা নিয়ত সঠিক হতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'মাহরাম'-এর বিষয়টি সুনির্ণিত হতে হবে। এসব কিছু ঠিক হলে হজের বিষয়াদি জানতে হবে আর এ জন্য গড়াশোনা করা জরুরী—এটিই 'প্রারম্ভিক কথা'র মূল প্রতিপাদ্য।

হজে যাওয়ার সময় কিছু শব্দ বা পরিভাষা সবসময় জনসম্মতে উঠে আসে। সেসব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন কিছু শাব্দিক অর্থ বা সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের হজ এবং একজন বাংলাদেশী কোনু ধরনের হজ করতে যাবেন বা নিয়ত করবেন সেটা নিয়ে একেব্রে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তামাঙ্ক হজ করে থাকেন বলে তামাঙ্ক হজ নিয়ে একটু বেশী আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইহরামের প্রতৃতি থেকে এর নিয়ত তালিবিয়াসহ ইহরাম বাধার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় কি করা যাবে, কি করা যাবে না তা-ও এখানে খুন পেয়েছে। এর পরের অধ্যায়ে উমরা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। মা-বোনেরা নিজের ঘর হতে বের হওয়া থেকে তুর করা কাব্য ঘর অবধি পৌছে কি কি কাজ/আমল/দু'আ

করবেন তার দিকলিদেশনা একেব্রে দেখা হয়েছে। উমরা করার সময় কা'বা ঘর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া সাফি করতে হয় বলে উমরা অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হলেও প্রায় বাংলার মা-বোনদের কথা ভেবে তাদের জন্য "তাওয়াফ ও সাফি" নামে আলাদা আর একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এখানে তাওয়াফের সাতবার তৃদিনগুলির জন্য আলাদা আলাদা দু'আ এবং সাফি-এর জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার প্রদর্শিতের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলে বাধা ভাল, তাওয়াফ ও সাফি-র জন্য সুনির্ণিত কোন দু'আ নাই। কিন্তু আমাদের প্রায়-বাংলার অনেক মা-বোনকে দেখেছি তারা কা'বা ঘরে উপস্থিত হয়ে আনন্দে উৎজ্জনন অনেক সহজ দু'আ করার কথা খুঁজে পান না। অনেক ক্ষেত্রে তারা পিতা/ধার্মী/ভাই বা মাহরাম-এর উপর একটাই নির্ভরশীল হয়ে থাকেন যে, তাওয়াফ ও সাফি এর সময় সামনে থাকা মাহরাম জোড়ে জোড়ে হে দু'আ পড়তে থাকেন আমাদের মা-বোন পিছনে পিছনে সেই দু'আ বলতে থাকব চেষ্টা করেন। এতে একদিকে ভিড় আর কোলাহলে অনেক শব্দই সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে মা-বোনেরা ভুল শব্দ উচ্চারণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে শব্দ বাদ পড়ে যায়। এতে অনেক সময় দু'আর ভুর্ব পরিবর্তন হয়ে যায়। এসব কথা বিবেচনায় নিয়ে মা-বোনদের নিজেদের মত করে দু'আ করার জন্য এ অধ্যায়টি সংযোজন করা হয়েছে। এখানে দু'আগুলো আরবীতে, বাংলায় উচ্চারণ এবং অর্থসহ তুলে ধরা রচে করা হয়েছে। আমাদের ধার্ম-বাংলার অনেক মা-বোন লেখিগড়া না জানলেও আরবী পড়তে জানেন, অনেকে আবার বাংলায় উচ্চারণ করে আরবী পড়ে থাকেন, কেউ কেউ বাংলা ভাষায় অর্থটাকে নিজের অন্তরের সাথে মিলিয়ে দু'আ করতে অগ্রহী হন। এজন্য তিনভাবেই দু'আগুলি তুলে ধরা রচে করা হয়েছে। তবে আবারও বলছি এটি কেবল তাদের জন্য যারা এ থেকে সহায়তা চান। কিন্তু নিজের মত করে কেউ দু'আ করতে চাইলে সেটি-ই হবে উত্তম, যেহেতু এখানে সুনির্ণিত কোন দু'আ নেই। এছাড়া মক্কা-মদীনা থাকাকালে দু'আ করুলের বিশেষ স্থানগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরের অধ্যায়ে হজের সুনির্ণিত দিনগুলিতে বনামীয়া সম্পর্কে তুলে ধরা রচে করা হয়েছে। ৭ খিলহজকে প্রতৃতির দিন উল্লেখ করে ৮ খিলহজ হজের অন্থের দিন কি কি করতে হবে, মিনায় অবস্থান, পাঁচ ওয়াজ নামাযসহ কুরীয়ার বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ৯ খিলহজ হজের হিতীয় দিনে তাকবীরে তাশীরীকসহ আরাফাতের মাঝে অবস্থান এবং সেখানের কিছু নামায ও আমল করার বিষয়ে

তুলে দ্বা হয়েছে। আরাফাতের যাঠে আচ্ছাহুর ইচ্ছায় এ পৃষ্ঠিকাটি হাতে থাকলে মা-বোনদের অনেক সহায়তা হতে পারে বলে মনে করি। আরাফাতের মরদান থেকে মুফদালিফার যাত্রা এবং সেখানে রাতি যাপনের বিষয়ে এখানে উল্লেখ রয়েছে। হজের তৃতীয় দিন ১০ খিলহজ বড় জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করে কুরবানী করার পর যাত্রা মুওলা/চুল ছাটতে হবে। এরপর ইহরাম দৃঢ় হয়ে তাওয়াফে যিয়ারাহ করে মীনায় প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিযাপন করার বিষয়গুলি এ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হজের চতুর্থ দিন ১১ খিলহজ মীনাতে অবস্থান এবং বড়, মেজ ও ছোট জামারাতে শরতাননের প্রতীকে পাথর নিক্ষেপ করে মীনাতে রাতি যাপন করতে হবে। হজের পঞ্চম দিন ১২ খিলহজ মীনা থেকে পূর্বের দিনের মতই বড়, মেজ ও ছোট শরতাননের প্রতীকে তিন জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করে মুকায় ফিরে যেতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই মীনা ত্যাগ করতে না পারলে ১৩ খিলহজ ও মীনাতে থেকে একইভাবে তিন জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। হজের সুনিদিন দিনগুলির করণীয় বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়টিতে আমাদের মা-বোনদের সুবিধামত বিষয়াদি দিয়ে সন্ধিশেশ করা হয়েছে। আমাদের কিছু কিছু মা-বোন হজের সময়ে জানার অভাবে অথবা প্রশিক্ষণের অভাবে সচরাচর কতগুলো চুল করে থাকেন। অথবা বুকাতে না পেরে উদ্বিঘ্ন থাকেন। এ অধ্যায়ে মহিলাদের সে সকল সাধারণ চুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে করে আমাদের মা-বোনেরা সহিহভাবে হাবরুর হজ পালন করতে পারেন।

হজে যাওয়ার নিয়ত করার সময় হতে বা হজে পিয়ে কিংবা হজ থেকে ফিরে এসেও আমাদের মা-বোনদের মাঝে নানাবিধ প্রশ্ন দানা বৈধতে থাকে। এ ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর-সংবলিত একটি 'প্রশ্ন-উত্তর' অধ্যায় এখানে সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলার হজে যেতে মাহোমের হস্তুটি আগে আসে। এছাড়া ছোট বাচ্চা নিয়ে হজে যাওয়া যাবে কি-না, মহিলাদের শরীর অসুস্থ থাকাকালে হজের কি কি নিয়ম-কানুন পালন করবেন ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন নিয়েই এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপিত এ অধ্যায়টি আমাদের মা-বোনদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআচ্ছাহ! হজ করতে যেতে হলে কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে তা নিয়ে হাজী সাহেবনদের মধ্যে উল্লেখ দেখা যায়। এজন্য এ অধ্যায়ে হাজী সাহেবগণ কি কি জিনিস হজে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিবেন তার একটি ভালিকা দেয়া হয়েছে। তবে ব্যক্তি বিশেষে এ ভালিকা পরিবর্তন হতে পারে।

হজের সাথে সাথে গৃহপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রুগ্যা মোবারক যিয়ারাত। আর এ জন্য প্রত্যেক হাজীই হজের সফরে মদীনা শরীক গমন করে থাকেন। এ পৃষ্ঠাকে 'পবিত্র মদীনা শরীফ' নামে পরের অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এখানে মসজিদে নববী এবং 'রিয়ায়ুল জামাই'তে নামায আদায়, হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর রুগ্যা মুবারকে সালাম ও দরজ পাঠ, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত গুরুর ফারামক (রা)-এর মাঝারে সালাম জানানোর বিষয়গুলি তুলে দ্বা হয়েছে। মসজিদে নববীতে ফরীদতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু ক্ষণ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মদীনা শরীকে রয়েছে জামাতুল বাকী, হযরত উসমান (রা)-এর মাঝার, উজ্জ্বল পাহাড়, মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাসিন ইত্যাদি—যা এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

পবিত্র মুক্ত মুক্তিরর্মা ও মদীনা মুনাওয়ারাতে হজ ও উমরার সুনিদিন দিনগুলি ছাড়াও আরও কিছুলিন হাজীরা সেখানে অবস্থান করে থাকেন। ফরীদতপূর্ণ এ ছানগুলিতে প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর জন্য নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ-সন্দান আমলের মধ্য দিয়ে অভিবাহিত করা অভ্যন্তর জন্মন্ত্রী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি আরও ইবাদতের জন্য আমাদের মা-বোনদের সুবিধার্থে 'সালাত' বা নামায নামে একটি অধ্যায় রাখা হলো। মুক্ত-মদীনায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরেই জানায়ার নামায হয়ে থাকে। মহিলাদের জন্য এটি একেবারেই নতুন বিষয়। মুক্ত-মদীনায় মহিলারা জানায়ার নামায পড়তে পারবেন। এ অধ্যায়ে জানায়ার নামাযসহ বেশ কয়েকটি নামাহের উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটি নতুন বিষয় হলো মুক্ত-মদীনায় 'তাহাজ্জুদ নামায'-এর আবাল দেয়া হয়। তবে তাহাজ্জুদ নামাযের কোন জামায়াত হয় না। কাজেই এখানে তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মসজিদ-উল হারামের ঘড়িতে ইশ্রাকের/চাশতের নামাযের সময় জুল করে দেখানো হয়। কাজেই সে নামায সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আমরা হজে গেলে আচ্ছাহুর কাছে বিভিন্নভাবে আমাদের ভুলের জন্য, পাপের জন্য, বড় শুনাহ, ছোট শুনাহ সকল ধরনের জুনাহ থেকে আচ্ছাহুর দরবারে ক্ষমা বা মাফ চাওয়ার জন্য তৎপূর্ব করতে থাকি। এজন্য সকলের সুবিধার কথা তবে 'তৎপূর্ব নামায' এ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। হাজীগণ হজ করার পর যে আস্তত্ব যে প্রশান্তি লাভ করেন তা সিখে প্রকাশ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের মন যদি চায় আচ্ছাহুর স্তুতির লক্ষ্যে আমরা 'চকরিয়া নামায' পড়বো, আমরা এ অধ্যায়ে সে সহযোগিতা

গেতে গারি। রামপূর্ণাহ (সা) তাঁর চাচা হখরত আব্দুস (রা)-কে 'সালাহুত তাসবীহ' নামায়ের শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে, এ নামাহ দিনে-রাতে, সঙ্গাহে, মাসে, বছরে, অথবা জীবনে একবার পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমীরা, কবীরা, জাহেরী, বাতেনি ওনাহ স্বয়ই মাক বায়ে দিবেন। কাজেই 'সালাহুত তাসবীহ' নামায়ের তুরন্ত পূর্ণ বিজ্ঞ নামায দিয়ে এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে, যা আমাদের মা-বোনদের অনেক উপকারে আলবে মনে করে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শক্তিরিয়া প্রকাশ করছি।

ফর্যালতের ইচ্ছা ও অশেষ রহমতে বাংলাদেশের আপামর মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রণীতি 'হজ ও উমরা নিনেশিকা-মহিলাদের জন্য' পৃষ্ঠাকৃতি প্রকাশে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শক্তিরিয়া আদায় করছি।

সর্বশেষে এ পৃষ্ঠাকৃতি প্রস্থানে যে সমস্ত তথ্য, ছবি ও পৃষ্ঠাকের সহায়তা দ্বারা করা হয়েছে তা রেফারেন্স আকারে উচ্চের করা হয়েছে।

এ পৃষ্ঠাকৃতি যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে সেখানে আগন্মাদের পরামর্শ, সহায়তা পাওয়া গেলে পৃষ্ঠাকৃতি আবও সম্ভুজ হবে বলে আশা করা যায়। এ পৃষ্ঠাকৃতি প্রস্থানে যে ধরনের গবেষণা বা রিসার্চ বা জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাঁর সৈরাবন্ধতা রয়েছে বলে যে কোন ধরনের ভুলের জন্য মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবন। হে আল্লাহ! আমার এ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করবন। আমীন। দুর্খ আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহর ইচ্ছা ও অশেষ রহমতে বাংলাদেশের আপামর মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রণীতি 'হজ ও উমরা নিনেশিকা-মহিলাদের জন্য' পৃষ্ঠাকৃতি প্রকাশে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শক্তিরিয়া আদায় করছি।

আমি শুন্দাজরে অস্তুর করছি সেই সমষ্টি হাতী মা-বোনদের যারা মসজিদুল হৃষায়ে, মসজিদে নববীতে এবং ধীনার তৌরুতে হজ সম্পর্কে প্রশ্নীত আমার ডায়েরীকে পৃষ্ঠিকা আকারে প্রকাশের জন্য অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন এবং মহিলাদের জন্য তা উপকার বয়ে জানবে বলে আমাকে তাগিদ দিয়েছিলেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সেই সমষ্টি সহকর্মী, গুরুনুখ্যাতীদের যীরা তাদের শত ব্যক্ততার মাঝেও আমার এ পৃষ্ঠাকৃতি সমৃক্ষকরণে সহায়তা করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ, সহস্যা সমাধানে বহুমিল্ল বিষয়ের উপস্থপনা এবং অবিবরত অনুপ্রেরণা এ পৃষ্ঠাকৃতি সংশোধন, সহযোগিন ও পরিমার্জনে সহায়ক হয়েছে। আমি তাঁদের আল্লাদাভাবে নাম উপ্রেখ করে বইটির কলেক্টর বৃক্ষি করছি না। আমার সে সমস্ত সহকর্মীর জন্য মহান আল্লাহর কাছে আর্থনা করি তিনি তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিকূল দান করবন।

আমি কৃতজ্ঞতাতে সম্মান জানাচ্ছি প্ররম্পরাকে জন্মাব মোঃ আলোয়ার হেসেন, সচিব, সেতু বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে, আমি আমার শুন্দা নিবেদন বস্তুর সর্বজনীন আওতাল্লাহ নিজামী, ড. আবদুল জলীল, মোঃ আমানউল্লাহ দেওয়ান ও আমার হজ গাইড জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে যাদের মহামূল্যবান দিকনির্বেশনা, অনুস্ত পরিশুম, সহযোগিতা এবং বিষয়াভিত্তিক জ্ঞান ও পারদর্শিতার ছেরা এ পৃষ্ঠাকৃতি প্রকাশে আমাকে সাহসী করেছে এবং পৃষ্ঠাকৃতির একটি বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এ পৃষ্ঠাকৃতি প্রস্থানে যাঁরা আমাকে টেকনিক্যাল বিধয়ে ও টাইপে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে জনাব আলী আকবর

খান, বেগম হামিদা বেগম, জনাব সমীর, জনাব মোঃ আসমত আলী, এছাড়া  
যায়েছে মর্তিনা ও খুশী—তাদের সহযোগিতায় এ পুস্তকটি প্রকাশ করা আমার  
জন্য সহজতর হয়েছে।

সর্বোপরি, আমি কৃতজ্ঞ আমার দাচী, ভাইবোন ও পরিবারের সকল সন্ম্যোগের  
প্রতি যাদের সহযোগিতা ও ত্যাগের কারণে এ পুস্তকটি প্রণয়নে আমি সমর্থ  
হয়েছি।

এ পুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন মানুষের কথাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা  
পেয়েছি। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকাদি, ছবি ও তথ্যভাগদের সহযোগিতা বেসামূল  
আকারে পুস্তকটির শেষে কৃতজ্ঞতারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকের  
সার্বিক সহযোগিতায় যে পুস্তকটি প্রণীত হয়েছে, তা হচ্ছে আমরা করার ফেরে  
আমাদের মা-বোনদের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ!

মহান আল্লাহ, আমাদের সম্মিলিত এ প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমীন!

## উৎসর্গ

আমার জাতীয় আকা-আশা এবং  
শান্তি-শান্তির ক্ষেত্রে মাগফেরাত কামনায়—

দু'আ-দরজ পাঠ, ইহরাম অবস্থার নিষিক বিষয়সমূহ, ইহরাম অবস্থার  
কি করা যাবে/কি করা যাবে না

৪৫

মন্ত্র অভিশুধে যাও

৪৭

যর হতে বের হওয়ার সময় যা পড়তে হবে

৪৭

যানবাহনে আরোহণকালে যা পড়তে হবে

৪৭

বিমান হতে জেলা বিমান বন্দর নঞ্জরে পড়লে যা পড়বেন

৪৮

জেলায় অবস্থার সময় যা পড়বেন

৪৮

জেলা থেকে মকায় পৌছে যা করতে হবে

৪৯

তাকবীর, তাহলীল, তাসবিহ

৪৯

কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় যা পড়তে হবে

৪৯

মসজিদে হারামে প্রবেশের দু'আ

৪৯

উমরার জন্য ইহরামের সংক্ষিপ্তসার

৫১

উমরা

৫২-৬১

উমরা কিভাবে করব?

৫২

উমরা, উমরার কলণীয়

৫২

উমরার খ্যাতিব, উমরার সুন্নত, উমরার নিয়ত

৫২

উমরা হজ তর

৫৩

উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদ-আগ-হরাম এ প্রবেশ

৫৩

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

৫৩

কা'বা শরীফ প্রথম দর্শন

৫৪

উমরার তাওয়াক

৫৫

তাওয়াক প্রক এবং শেষ করাবেন যেতাবে

৫৫

তাওয়াক এর প্রতুতি এবং ইজতিবা

৫৫

তাওয়াক আরম্ভ করার স্থান, তাওয়াকের নিয়ত, ইতিলাম

৫৬

তাওয়াক শুরু, তাওয়াকের দু'আ

৫৭

হাতীম, বমল, রোকনে ইহারানী এবং এর দু'আ,

৫৮

সুন্নত চৰুর, তাওয়াক সমাপ্ত, ইজতিবা সমাপ্ত

৫৯

মুলতায়াম, মাকামে ইত্রাইম

৬০

যথমযথ

৬১

## সূচিপত্র

| বিষয়  | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| তালিবিয়া  |        |
| হজ ও উমরা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এর নির্দেশনাবলী  | ২৫     |
| হজ ও উমরা সম্পর্কে হাদীসসমূহ   | ২৬     |
| হজ ও উমরার জন্য প্রাথমিকভাবে জরুরী—যা জানা দরকার<br>ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত,  | ২৮     |
| মুত্তাহৰ বা নফল, মাকরাহ, বিদ'আত, দম/ফিদিয়া, হাদী, মীকাত ইহরাম<br>মুহরিম/মুহরিমা, মাহরাম, হজ, উমরা, কেক্ষ করা, কা'বা ঘর/বাইতুল্মুহ | ৩০     |
| মাতাযা, মসজিদ-উল হারাম, হাজারে আসওয়াদ   | ৩১     |
| রোকনে ইহারানী, মাকামে ইত্রাইম  | ৩২     |
| মুলতায়াম, হাতীম, মীভাবে রহমত, তাওয়াক, তাওয়াকে কুনুম<br>তাওয়াকে উমরা, তাওয়াকে যিয়ারাহ/যিয়ারত, তাওয়াকে বিদ'                  | ৩৩     |
| তাওয়াকে সাদর  | ৩৪     |
| নফল তাওয়াক, ইজতিবা, ইতিলাম,   | ৩৫     |
| বমল, তালিবিয়া দিবস, মাশ'আরবল হারাম, আইহ্যামে তাশরীক, রহী,<br>কক্ষর, কসর   | ৩৬     |
| হজ বি? হজ এর অকারণেদ, হজে ইফরাদ, হজে ক্লিনাগ, হজে তামাত  | ৩৭     |
| হজ এর নিয়ত, হজের ফরয, হজের ওয়াজিব  | ৩৯     |
| হজের সুন্নত  | ৪০     |
| ইহরাম  | ৪১-৫১  |
| ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি, ইহরাম এর প্রস্তুতি, বিশেষতা অর্জন<br>ঝাতবতী অবস্থার মহিলাদের ইহরাম বাঁধা, মুহরিম/মুহরিমা                      | ৪১     |
| ইহরামের কাপড়, ইহরামের জুতা/স্যাডেল  | ৪২     |
| মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান, সালাত আদায়   | ৪৩     |
| নিয়ত ও তালিবিয়াহ   | ৪৪     |

|  |               |
|--|---------------|
| সা'ই   | ৬২            |
| সা'ইর ঐতিহাসিক পটভূমি  | ৬৩            |
| সা'ই কিভাবে করা হবে, হজরে আসওয়াদ ইন্তিলাম করা                 | ৬৩            |
| সাফা পাহাড় হতে সা'ই আরম্ভ করা                                 | ৬৪            |
| সবুজ বাতি স্থানে দ্রুতভাবে চলা                                 | ৬৪            |
| মারণওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর                                  | ৬৪            |
| মারণওয়া পাহাড়, সা'ই সমাণ্ড, দু'আ মোনাজাত                     | ৬৫            |
| দুই রাকায়াত নামায আদায়                                       | ৬৬            |
| মাথা মুণ্ড/চূল ছেট করা, উপরা সমাণ্ড, নফল তাওয়াক               | ৬৬            |
| ঘক্কার প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ তাওয়াক                            | ৬৭            |
| <b>তাওয়াক ও সা'ই</b>  | <b>৬৯-১০৭</b> |
| তাওয়াক শুরু, প্রস্তুতি  | ৭০            |
| তাওয়াক আরম্ভ করার স্থান, হজরে আসওয়াদ                         | ৭০            |
| নিয়তসহ তাওয়াকের বিভিন্ন চর্করের নিয়মাবলী                    | ৭১            |
| তাওয়াক সমাণ্ড, মূলতায়ামের দু'আ                               | ৮৩            |
| তাওয়াক শেষে মাকামে ইন্তাহীমে নামায                            | ৮৫            |
| মাকামে ইন্তাহীমের দু'আ   | ৮৬            |
| হয়থম, যমহের পানি পান করার দু'আ                                | ৮৭            |
| হজরে আসওয়াদ ইন্তিলাম করা                                      | ৮৮            |
| সা'ই, সাফা পাহাড় হতে সা'ই আরম্ভ                               | ৮৮            |
| সা'ইর নিয়ত  | ৮৯            |
| সাফা ও মারণওয়া অবস্থান, সাফা পাহাড়ে উঠতে উঠতে যে দু'আ পড়বেন | ৯০            |
| সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে যে দু'আ পড়বেন         | ৯০            |
| সা'ইর প্রথম চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                       | ৯১            |
| সা'ইর ছিতীর চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                       | ৯৩            |
| সা'ইর তৃতীয় চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                      | ৯৫            |
| সা'ইর চতুর্থ চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                      | ৯৭            |
| সা'ইর পঞ্চম চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                       | ১০০           |
| সা'ইর ষষ্ঠ চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                        | ১০২           |
| সা'ইর সপ্তম চর্করের দু'আ, উচ্চারণ ও অর্থ                       | ১০৫           |
| দু'আ করুলের বিশেষ স্থানসমূহ                                    | ১০৭           |
| সমানিত হাজীদের জাতার্থে এক নজরে হজ ও এর কর্মপীঁয়া             | ১০৮           |

|  |         |
|--|---------|
| এক নজরে হজ   | ১০৯-১৩১ |
| হজের প্রস্তুতির দিন ৭ খিলহজ  | ১০৯     |
| হজের প্রস্তুতি, ইহরামের প্রস্তুতি, গোসল বা ওহু                           | ১০৯     |
| ইহরাম, ইহরামের নামায   | ১০৯     |
| হজের নিয়ত ও তালবিয়া, ইহরামের নিয়িন্দ বিহয়াদি, মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা | ১১০     |
| মীনার জন্য সঙ্গে যা নিতে হবে   | ১১০     |
| হজের ১ম দিন - ৮ খিলহজ  | ১১১     |
| হজের ২য় দিন - ৯ খিলহজ   | ১১২     |
| আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, জাবালে রহমত                                    | ১১২     |
| প্রকৃক করা, মসজিদে নামায়া   | ১১৩     |
| দু'আ করুলের বিশেষ সময়, আরাফাতের ময়দানের গুরুত্ব                        | ১১৪     |
| আরাফাতের ময়দানে দু'আ-সরদ  | ১১৫     |
| মুয়দালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা, মাপ্তির ও এশার নামায                      | ১১৭     |
| গাথর সংগ্রহ, রাত্রি যাপন, যিকির ও দু'আ                                   | ১১৮     |
| হজের নামায ও উহু, মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা                                | ১১৯     |
| ট্যালেট ব্যবহা, মুয়দালিফার সীমা   | ১১৯     |
| হজের তৃতীয় দিন - ১০ খিলহজ   | ১২০     |
| বড় জামারায় (জামারাহে আকাবাহ-তে) পাথর নিষেপ/রমী করা                     | ১২০     |
| তালবিয়া বক ও দু'আ   | ১২০     |
| কুরবানী করা  | ১২১     |
| মাথা মুণ্ড/চূল ছাঁটা   | ১২২     |
| তাওয়াকে যিয়ারাহ  | ১২২     |
| তাওয়াকের নিয়ত  | ১২৩     |
| হজের সা'ই, মীনাতে প্রত্যাবর্তন   | ১২৪     |
| হজের ৪র্থ দিন - ১১ খিলহজ   | ১২৪     |
| জামারাহতে রমী  | ১২৪     |
| ছেট জামারাহতে দু'আ   | ১২৫     |
| মেজ জামারাহতে দু'আ   | ১২৫     |
| বড় জামারাহতে দু'আ নাই   | ১২৫     |
| তাওয়াকে যিয়ারাহ এর জন্য ২য় সুযোগ                                      | ১২৬     |
| যিকির ও ইবাদত  | ১২৬     |

|  |         |
|--|---------|
| হজ্জের ৫ম দিন - ১২ বিলহজ্জ                                       | ১২৬     |
| জামরাহতে রমী, হোট জামরাহতে দু'আ করা সুন্নত                       | ১২৬     |
| মেজ জামরাহতে দু'আ  | ১২৬     |
| বড় জামরাহতে দু'আ নাই  | ১২৭     |
| মকাব ফেরত  | ১২৭     |
| তাওয়াকে যিয়ারতের শেষ সুযোগ                                     | ১২৭     |
| হজ্জের ৬ষ্ঠ দিন - ১৩ বিলহজ্জ ও তার পরবর্তী কার্যক্রম             | ১২৭     |
| বিদায়ী তাওয়াক  | ১২৭     |
| বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ত  | ১২৮     |
| হজ্জের সংক্ষিপ্তসার  | ১২৯     |
| যে সময় বিষয়ে মহিলাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন পুরুষদের থেকে ভিন্নতর | ১৩০     |
| পরিত্র মদীনা শরীফ  | ১৩২-১৩৩ |
| মদীনা সফর এর পদ্ধতি, মদীনা যাত্রা ও নিয়ত                        | ১৩২     |
| মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা  | ১৩৩     |
| মসজিদে নববী, মসজিদে প্রবেশ                                       | ১৩৪     |
| দরজ ও কুরআন তিলাওয়াত, পরিত্র রওয়া মোবারক                       | ১৩৫     |
| রওয়া মোবারকে সালাম জানানো                                       | ১৩৭     |
| হ্যরত আবু বকর সিন্ধিক (রা)-এর মাধ্যমে সালাম জানানো               | ১৩৯     |
| হ্যরত গুমর ফারাক (রা)-এর মাধ্যমে সালাম জানানো                    | ১৩৯     |
| নবী করীম (সা)-এর শিখের মুখ্যারকে সালাম ও দু'আ                    | ১৪১     |
| রিয়াদুল জান্নাতে নামায আদায়                                    | ১৪৪     |
| ৪০ গুরুত্ব নামায আদায়   | ১৪৫     |
| 'মসজিদে নববীর' বৈশিষ্ট্যগুর্ণ সুসমূহ                             | ১৪৬     |
| উসতুয়ানা-হানানাহ, উসতুয়ানা সারীর                               | ১৪৭     |
| উসতুয়ানা-উক্স, উসতুয়ানা-হারছ, উসতুয়ানা-আয়েশা (রা)            | ১৪৭     |
| উসতুয়ানা-আবু লুবাবা   | ১৪৮     |
| উসতুয়ানা-জিত্রাসৈল (আ)  | ১৪৯     |
| মদীনা শরীফে দর্শনীয় স্থানসমূহ, মসজিদে-কুবা, উহদের মরাবদ         | ১৫০     |
| মসজিদে কিবলাতস্তিল   | ১৫১     |
| মসজিদে জুম'আ, মসজিদে গামায়াহ, মসজিদে আবু বকর (রা)               | ১৫১     |
| মসজিদে আলী (রা)  |         |

|  |         |
|--|---------|
| মদীনা হতে বিদায়   | ১৫১     |
| মদীনা হতে বিদায়ের দু'আ  | ১৫২     |
| হজ্জ বা উমরার সময় মহিলাগণ সচরাচর যে সমস্ত তুল (Common Mistakes) করে থাকেন   | ১৫৪-১৬০ |
| তুল পড়ে যাওয়ার (Breaking their hair) অভিযন্ত তথ্য  | ১৫৪     |
| পুরুষ মানুষের তিড়   | ১৫৪     |
| ইহরাম মানেই মাথা আবৃত রাখার হিজাব নয়  | ১৫৫     |
| জামরাত ও মুখদালিফাতে না যাওয়ার প্রবণতা  | ১৫৬     |
| মুদালিফাতে আবৃত / অনাবৃত থাকা  | ১৫৭     |
| মীনা ও আরাফাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করা একেবারেই যাবে না   | ১৫৭     |
| ইবাদতে তাড়াহড়া নয়, ইবাদত গুণগত (quality) হতে হবে, পরিমাণগত (Quantity) নয়   | ১৫৮     |
| নবী করীম (সা)-এর মসজিদে আদরের সাথে আচরণ করতে হবে   | ১৫৯     |
| প্রশ্ন-উত্তর   | ১৬১-১৭৮ |
| মহিলাদের হজ্জের পোশাক পরিষ্কার কেমন হলে ভাল হয়  | ১৬১     |
| হজ্জের সময় মহিলারা জুরুলারী পড়তে পারবে কি?   | ১৬২     |
| হজ্জ কি? বিভিন্ন একারের হজ্জ অর্থাৎ ইফরাদ, বিলান ও তামাতু হজ্জের মধ্যে পার্থক্য কি?                                      | ১৬২     |
| মহিলাদের হজ্জে যেতে হলে যাহরাম এর বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন?  | ১৬৩     |
| হজ্জের সময় মহিলাদের মুখ্যঙ্গল আবৃত করা বিষয়ে জানতে চাই!  | ১৬৫     |
| যাহেম ও নেহাস কি? হজ্জের সময় মহিলারা খতুবত্তী হলে হজ্জের কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না তথ্যাদি জানতে অনুরোধ করা হলো। | ১৬৫     |
| হজ্জের পর আয়েশা (রা)-এর উমরা পালন সম্পর্কে জানতে চাই  | ১৬৮     |
| হোট বাল্ক নিয়ে হজ্জ করা যাবে কি না?   | ১৬৯     |
| মহিলারা কি অন্ত্যের পক্ষে হজ্জ বা বদলি হজ্জ করতে পারেন?  |         |
| যদি পারেন সেক্ষেত্রে বদলি হজ্জের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিন  | ১৬৯     |
| নারীদের জন্য উক্ত জিহাদ হলো মকবুল হজ্জ—এ সম্পর্কে আপনার অভিযন্ত কি?  | ১৭০     |
| রমল করা বলতে কি বুঝায়? রমল করার কথা ভুলে গেলে কি করতে হবে?  | ১৭০     |
| মহিলাদের রমল করার প্রয়োজন আছে কি?   | ১৭০     |
| কসর কি? কসর নামাযের বিধান কি?  | ১৭১     |

|   |         |
|---|---------|
| হজের কুরবানী এবং দৈনুল আয়হার কুরবানী কি একই বিষয়? না হলে    |         |
| দু'টোর মধ্যে সম্পর্ক / পার্থক্য কি?                           | ১৭৩     |
| মসজিদে প্রবেশের জন্য কোন দু'আ বা নামায আছে কি না?             | ১৭৩     |
| জানায়ার নামায কি? মহিলারা জানায়ার নামায পড়তে পারবেন কি-না? | ১৭৪     |
| মহিলাদের কি পুরুষদের সাথে দৌড়িয়ে নামায পড়া ঠিক হবে?        | ১৭৪     |
| হজের পর ৪০ দিন আমল করতে হয় বা মানতে হয় এর অর্থ কি?          | ১৭৫     |
| হজে যেতে হলো প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস সংগে নিতে হবে বা কি      |         |
| কেনা কাটা করা সরকার বলে আপনি মনে করেন?                        | ১৭৬     |
| <b>সালাত (নামায)</b>  | ১৭৯-১৯৯ |
| মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযের ফর্মালত                 | ১৭৯     |
| জামায়াতে নামায   | ১৭৯     |
| দুখ্যুলুল মসজিদ/তাহিয়াতুল মসজিদ নামায                        | ১৮০     |
| পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও আমল                                      | ১৮০     |
| কাষা নামায  | ১৮২     |
| কসর নামায   | ১৮৩     |
| বিতরের নামায  | ১৮৩     |
| হালকী নফল, ইশরাকের নামায, দোহা বা চাশতের নামায                | ১৮৫     |
| আওয়াবীন নামায, তাহাঙ্গুল নামায                               | ১৮৬     |
| জানায়ার নামায  | ১৮৭     |
| সালাতুত-তাসবীহের নামায  | ১৯১     |
| তাওবার নামায :  | ১৯৪     |
| শুকরিয়া আদায়ের নামায  | ১৯৮     |
| আরাফাতের ময়দানে পড়ার সত বিষ্ণু দু'আ                         | ২০০-২২৫ |
| আলাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ (আসমাউল ছসনা)                    | ২২৬     |
| হজের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন                               | ২২৮     |
| সহায়ক তথ্যাদি/গ্রন্থসমূহ                                     | ২৩১     |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### প্রারম্ভিক কথা

যে কোন কাজ করার পূর্বে সেটি করার ইচ্ছা করা বিশেষ প্রয়োজন। হজ করতে হলো শুধু হে বিহুটি প্রয়োজন সেটি হলো নিয়ত করা। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মা-বোনেরা হজ করার নিয়ত করতেই ভয় পান। যারা শিক্ষিত এবং শহরে বসবাস করেন তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিকূল রয়েছে। তবে প্রাম-নির্ভর বাংলাদেশের মা-বোনদের সাধারণত হজ করার সাইস সংরক্ষ করতে পারেন না। আলেকে তাবেন হজ তাদের জন্য ক্ষয় নয় অথবা তাদের পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়। প্রথমত আপনার সঠিক নিয়ত থাকলে আপনার শারীরিক ও মানসিক মনোবল বেড়ে যাবে। বিভিন্ন হজ করার সত অর্থও আমাদের অনেক মা-বোনের রয়েছে যা তারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে যারা চাকুরী করেন তাদের তো কথাই নেই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে অনেক স্বর্ণ থাকে, অথবা সম্পত্তি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা বা দামীর আশের একটি বড় অংশ মহিলাদের হাতে জামে যায়। আবার হেলে মেয়েদের ভাল চাকুরী বা বিদেশ হতে উপর্যুক্ত অর্থ মারের হাতে চলে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবার সম্পত্তির অংশ থেকে তারা কিছু অর্থ পেয়ে থাকেন। বিভিন্নভাবে মহিলাদের অর্থের সংস্থান হয়ে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনদের জন্য জরুরী—নিয়ত ঠিক রাখ।

গ্রিয় মা-বোনেরা, আপনারা যখন হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন এরকম ক্ষেত্রে নিয়ত করার সাথে সাথে আপনাকে মাহরাম ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ মহিলাদের হজে যেতে হলো অবশ্যই একজন মাহরাম সঙ্গে থাকতে হবে। বিবাহিতা মহিলাদের জন্য হামী উত্তম মাহরাম। বাবা, ভাইসহ ইসলামী শরীয়ত মতে যাদের সাথে বিয়ে আয়ে না তারা উত্তম মাহরাম হতে পারে। মাহরাম সম্পর্কে এ পৃষ্ঠকে পৰবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রিয় মা-বোন, আপনারা হজের নিয়ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! এরপর শরীয়তসম্মত মাহরাম পেরেছেন বা ঠিক করেছেন। সুবহান আল্লাহ! এবার

আপনারা হজের প্রস্তুতি নিতে থাকুন। কুরআন, ইদিসসহ হজের উপর বিভিন্ন ধরনের পুস্তক/গাইড নির্দেশিকা পাওয়া যায় সেগুলো সংগ্রহ করে পড়াশোনা করুন। একেত্রে আমার এ পুস্তকটি আপনাদের কিছুটা সহায়তা করলে আমার প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আশাকরি। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। এ পুস্তকে উল্লিখিত বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যে কোন ভূলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফর্মা গোর্ধনা করছি। আবিন! ছুয়া আমিন!

আমি ২০১৪ সালে পরিব্রহ্ম পালন করতে যাই। হজ্জে যাওয়ার নিয়মক করার সাথে একটি বিষয় নিরে চিন্তায় পড়লাম। সেটা হলো সরকারী ব্যবস্থাপনায় না-কি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জে যাওয়া ভাল হবে। উভয় ফেরেই নানা ধরনের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ কথাগুলো কানে আসতে থাকলো। কিছুটা ছিধা-ছদ্দু পড়ে গেলায়। আসলে কোনটা ভাল হবে?

আমি যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা তাই সিন্ধান্ত নিলাম, আমি সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই থাব ইনশাআল্লাহ! যথারীতি টাকা জমা দিলাম। এবার বড় বিপত্তি ঘটলো। আমার যত বক্তৃ-বক্তৃব, আঞ্চলিক-বজ্র, পাড়া-গ্রামীণ, পরিচিত জনেরা সবাই আমাকে নানা ধরনের অসুবিধার কথা বলতে থাকলেন। সবচেয়ে বড় অসুবিধা তুলে ধরা হলো গাইডের অভাব। যেহেতু ভাল গাইড পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কাজেই সহীহভাবে হজ্জ করতে পারব কি? না এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এতে আমিও একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমি অনুসন্ধান করলাম গাইডদের কাজ কি? গাইড কারা হল? এরপর সরকারী গাইড এবং বেসরকারী গাইডদের শম্পর্কে তথ্য সংযোগ করলাম। একটি বিষয় দেখতে পেলাম যে, গাইড যতবেশী জানেন বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তার হজ্জ কাফেলা তত সহজ ও সঠিকভাবে হজ্জের সকল কার্য সমাধা করতে সমর্থ হয়। সবার ওপরে আল্লাহর ইচ্ছা।

এ থেকে নিশ্চিত হলাম যে, হজ্জ সম্পর্কে সুশ্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং এটি অর্জন করতে হলে পড়তে হবে, জানতে হবে এবং পূর্বে যারা হজ্জ করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে হবে। নিজের বদি হজ্জের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সুশ্পষ্ট ধারণা থাকে সেক্ষেত্রে কোন ভাল গাইড সঙ্গে থাকলো কি থাকলো না, তা কোন মুখ্য বিষয় নয়। এছাড়া একসঙ্গে ৪০-৫০ জনের প্রশ্নে দুই/একজন গাইডের পক্ষে সবাইকে ঠিকমত দেখাশোনা করাও কঠিন। কাজেই শুধুমাত্র গাইডের উপর নির্ভর করে হজ্জে যাওয়া বুব একটা যুক্তিসংগত হবে বলে মনে হয় না। অতএব শুরু করে দিলাম পড়া, পড়া আর পড়া। এছাড়া প্রতিদিন

২/১ জন হাজীর সাথে অভিজ্ঞতা শেরার করতে থাকলাম। পরিত্যক্ত কুরআন, তাফসীর, হাদীস শরীফসহ হজ সম্পর্কিত নানাবিধ বই/পুস্তক পড়তে আরম্ভ করে নিলাম আর হজের কার্যক্রমসমূহ নিজের সুবিধামত করে একটি ডায়েরীতে লিখতে আরম্ভ করলাম। যে বই/পুস্তকে যে বিষয়টি আমার ভাল লাগলো সেওলোও ডায়েরীতে লিখতে লাগলাম। এছাড়া বিস্তৃত হাজীর অভিজ্ঞতার আলোকে ভাবের পরামর্শগ্রন্তিও ডায়েরীতে লিখে নিলাম। উদ্বেগ্য, আমার মা, তিনি বৌন, তিনি জনপ্রিয়তি ও দুই ভাই হাজী (আমার মরহুম পিতাও হাজী ছিলেন) বিধায় ভাবের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে যা আমি ডায়েরীতে লিখতে থাকলাম।

হজে শান্তির নির্দিষ্ট দিনে মনে হলো আমি মহান আত্মাহুর দরবারে পরীক্ষা  
দেয়ার জন্য সকল বই-পত্র পড়ে একজন ভাল টুডেন্টের মত পরীক্ষা দিতে  
গুরুত্ব। এশু হত কাঠিন হোক কিংবা যেভাবে খুরিয়ে পেচিয়ে হোক সকল ধরনের  
উভয় দেয়ার মত গুরুত্ব রয়েছে ইনশাআত্মাহ! এছাড়া পরীক্ষার আগে পরে কি  
পড়তে হবে তার জন্যও বিভিন্ন আমল ভাবেরীতে লেখা আছে। এভাবে শুব ভাল  
গুরুত্ব দেয়া একজন ভাল টুডেন্টের মত শক্ত মনোবল আর দৃঢ় কনফিডেন্স এর  
সাথে ইহরাম বেঁধে “লাক্ষ্মাইকা আত্মাহুর লাক্ষ্মাইকা, লাক্ষ্মাইকা লা-শারীকা  
শাকা লাক্ষ্মাইক, ইয়াল হামুন ওয়াল নিয়া ‘শাতা, শাকা ওয়াল মুলক, সা-শারীকা  
নাক’ তালবিয়াহ পড়তে পড়তে আত্মাহুর অসীম রহমতে মঙ্গার উদ্দেশ্যে রণনি  
হস্তাম।

ପ୍ରସନ୍ନ ଉତ୍ସେଖ୍ୟା, ଆମି ସେ ହଜ୍ଜ ଗାଇଡ ପୋରେଛିଲାମ ତିନି ଜନାବ ମୋଃ ମିଜାନୁର  
ରହମାନ । ଆମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଭବ ହଲୋ ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଅଭିଭବତାସମ୍ପଦ ।  
ତଥେ ଆମି ସମ୍ବିଧାନ ଭାବରେ ଆମେ ଜନତାମ, ତାହାରେ ହୁଏତୋ ଆମି ଏରକମ  
ଲେଖ୍ୟ-ପଡ଼ା ନା କରେ ଗାଇଡର ଓପର ନିର୍ଭର କରେ ଚଲେ ଯେତାମ ଯା ହୁଏ ଆମାର  
ଜନ୍ୟ ଚରମ ବୋକାମି । ଆର ସାରା ଦେଶକୁ ଆମାକେ ବଳେଛିଲେନ, “ସରକାରୀ ସାବହୁ ପନ୍ଥାର  
ଭାଲ ଗାଇଡ ପାଓଯା ଯାବେ ନା ଫଳେ ହଜ୍ଜ ସହିତାବେ କରା କାଠିନ ହବେ ।” ତାଦେଇ  
ହେତୁ ଆମି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜାଲାଇ । ତାରା ତଥିମ ସମ୍ବିଧାନ ଏକଥା ନା ବଲାଦେଶ  
ତାହାରେ ଆମି ହୁଏତୋ ଏଭାବେ ପଡ଼ିତାମହି ନା ବା ନିଜେକେ ହଜ୍ଜର ଜନ୍ୟ ଏଭାବେ  
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରତାମ ନା । କାଜେଇ ଥିଯି ହାଜି ସାହେବଗଣ ଆଗନ୍ତାରୀ ଯାରା ହଜ୍ଜ ଯାଉଥାର  
ନିୟାତ କରେହେଲ, ଦୟା କରେ ନିଜେ ପଡ଼ାଶୋନା କରେ ଜେଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଜେ ଯାବେନ  
କୋଣ ଗାଇଡ, ଯାହାରୀ ବା ଅନ୍ୟ କାରଣେ ଓପର ନିର୍ଭର କରେ ହଜ୍ଜ କରେ ଆସାର ଚିନ୍ତା  
କରବେଳ ନା । ପଡ଼ନ୍ତ ଜାନୁନ ।

মঙ্গ-মনীনা যাওয়ার পর একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, অনেক হাজী সাহেব-ই-হজ্জের জন্য যে ন্যূনতম প্রত্যুষি দরকার সেটি ছাড়াই হজ্জ করতে গিয়েছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও উক্তির। পুরুষগণ সাধারণত বাহিরে বিভিন্ন মানুষের সাথে, বাজারে বদুদের সাথে আলোচনা করেন ও তথ্য আদান প্রদান করেন। সর্বোপরি তারা মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করেন। এতে অনেক বিষয় সাধারণভাবেই তাদের জানা হয়ে যায়। কিন্তু মহিলারা এসব ক্ষেত্রে খুবই অসহায় (Vulnerable)। তাদের জ্ঞানার্জনের এ সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সীমিত। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের হল শিক্ষিত মহিলাদের জন্য অবস্থা আরও শোচনীয়। বিভিন্ন মা-বোনের সাথে আলোচনায় জোনেটি, অনেক মহিলার হজ্জ সম্পর্কে তেমন সুন্দর ধারণা নাই কিন্তু হলে বড় অফিসার বা বিদেশে চাকুরী করার কারণে শাকে হজ্জে পাঠানোর নিয়ন্ত করেছেন। মা কোন রকম প্রত্যুষি ছাড়াই অথবা অর্দিনের প্রশিক্ষণে বন্ধ জন নিয়ে সেবানে হাফির হয়েছেন। অথবা কোন ভাই তাঁদের বাবার সম্পত্তির অংশ না দিয়ে বেনকে কিনু টাকা খরিয়ে দিয়েছে হজ্জ করার জন্য। বোন মহাআনন্দে সে টাকা নিয়ে হজ্জ করতে হাফির হয়েছেন। আবার দেখা গেছে বামীর অনেক বজ্জল অবস্থা তাই স্তীকে সাথে করে হজ্জ করতে গিয়েছেন। সবচল ক্ষেত্রেই মা-বোন স্তী যোগাযোগেই হজ্জে যান না কেন হজ্জে যাওয়ার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাথে এর প্রত্যুষি থাকা জরুরী।

মঙ্গ-মনীনয়ে যাচাকালৈ অনেক মা-বোন আমার প্রস্তুতকৃত জ্ঞানের খেকে অনেক সহায়তা পেয়েছেন আল্লাহর ইচ্ছায়। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন দেশে ক্ষেত্রে আমি মেল সে ভারেরীটাকে পুস্তকদুপে প্রকাশ করি যা অনেক মা-বোনের উপকার হবে। অন্যদিকে হজ্জ করে ক্ষেত্রে আসার পর অনেক মা-বোন জানিয়েছেন তাদের হজ্জ ভাল হয়েছে। তবে আর একটু জেনে গেলে মনের সহৃদ্দি বেশি হতো। এ সমস্ত মা-বোনদের জন্যই আমি আমার ভারেরীটাকে পুস্তক আকারে জপ দেয়ার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। আমি দৃঢ়ত্বার সাথে বিশ্বাস করি, এ পুস্তকটি আমাদের মা-বোনদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি এ-ও দেখেছি অনেক মা-বোন হজ্জ করার নিয়ন্ত করে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছেন। সুবহানআল্লাহ! তাঁরা আমার এ পুস্তকটি আরো সমৃদ্ধ করার জন্য আমাকে সহায়তা করবেন ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় হাজীসাহেবগণ, হজ্জ বা উমরার সময়ে, পূর্বে বা পরে এই বইটি বা এর কোন অংশ যদি আপনার ভাল লাগে বা উপকারে আসে তাহলে সেটি আপনি অন্যজনকে আদান বা এই পুস্তকটি পড়ার প্রারম্ভ দিন। সাধারণত হজ্জ বা

উমরা বন্ধার পর মানুষের আস্ত্রণক্ষি ঘটে। এতে শাবক্তর হজ্জ পালনকারী হাজীসাহেবদের অনেক কিনু জানার যেমন আগ্রহ বৃক্ষি পায় তেমনি ভাল-আদ অনেক বিষয় তাঁরা অনুধাবন করার শক্তি অর্জন করে আল্লাহর ইচ্ছায়। এরবগম ক্ষেত্রে হজ্জ থেকে ক্ষিরে এসে আপমার যদি মনে হয়, এমন কোন বিষয় যা এই পুস্তকে সহ্যেজে বা বিশ্বেজে করালে, সংশোধন বা পরিমার্জন করালে পুস্তকটি আরও সমৃদ্ধ হবে এবং হাজীসাহেবানদের আরও উপকার হবে, সেক্ষেত্রে আপনি/আপনারা সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

**গ্রিয় পাঠক!** আপনাদের সবার কাছে আমি আবারও ক্ষমা দেয়ে নিছি এ কারণে যে, এ ধরনের একটি পুস্তক প্রকাশের জন্য যে ধরনের বৃক্ষি-জ্ঞান বা নিসার্ত দরবার আমার ক্ষেত্রে তা সীমিত। তবুও গ্রাম বাংলার আপামুর সাধারণ মানুষের কথা তেবে বিশেষ করে আমার প্রিয় মা-বোনদের সমান্যতম উপকারের কথাটা বিবেচনা করেই আমি এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহ আমার প্রচেষ্টাকে বলপ্রস্তু করুন। হে আল্লাহ! আমাদের সামান্যতম ভূগের জন্য আপনি আমাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। হে গাফুরুর রাহীম, হে গাফুরুর রাহীম, হে গাফুরুর রাহীম।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** এ পুস্তকে যে সমস্ত আববীর বাংলা উকারখ দেয়া হয়েছে তা আপনারা পরিচিত আলেমদের কাছে সহীহ ও উক্তভাবে গড়ে বা জেনে নিতে পারেন।

আরফিন আব্রা নাজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

উক্তাবণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহি ওয়াসেছলাহু ওয়াস সালামু আলা  
রাসুলিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরও করতি, যিনি সমস্ত প্রশংসনোর মালিক এবং রহমত  
ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা)-এর ওপর।

### তালবিয়াহ

হজ্জ ও উমরা করার জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা  
দেওয়াই তালবিয়াহ। হজ্জ ও উমরার নিয়তে তালবিয়াহ পড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ  
আমল। তালবিয়াহ পড়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ  
করেন এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও একত্ববাদের ঘোষণা দেন। পুরুষগণ জোরে  
শব্দ করে তালবিয়াহ পড়বেন। কিন্তু মহিলাগণ নিচুরে তালবিয়াহ পড়বেন।  
নিচে 'তালবিয়াহ' উল্লেখ করা হলো :

لَبِّيْكَ الَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ إِنَّ النَّحْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ  
لَا شَرِيكَ لَكَ .

"লাবাইকা আল্লাহমা লাবাইক, লাবাইকা লা-শারীকা লাকা লাবাইক  
ইমাল হামদা ওয়াল নি'রমাতা, লাকা ওয়াল মুসক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ : আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন  
অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নি'রামতসমূহ আপনারই  
এবং সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

## হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এর নির্দেশনাবলী

• পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “নিচয়ই মানবজাতির অন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মকাব কা'বাগুহ এবং এটি বরকতময় এবং বিশ্বসীর জন্য পথপ্রদর্শক।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬)

• হজ্জ করার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, “কা'বাগুহে ‘মাকামে ইত্রাহীমের’ মত নির্দেশন রয়েছে। আর যে কেউ এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিচয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

• “তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাগ্রান হও তবে সহজলভ্য কুরবাণী করো। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুড়ণ করবে না, যতক্ষণ না কুরবাণী যথাস্থানে পৌছে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিম্বা মাথায় ক্লেশ থাকে তাহলে তার পরিবর্তে রোখা করবে কিম্বা যরাবাত (সাদাকা) দিবে অথবা কুরবাণীর ঘার এর ফিনিয়া দিবে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ হজ্জ ও উমরা একত্রে একইসাথে পালন করতে চাও তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবাণী করা তার উপর কর্তব্য। কিন্তু যদি কেউ কুরবাণীর পত না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম/রোজা পালন করতে হবে। এ নির্দেশনাটি তাদের জন্য, বাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিচয়ই আল্লাহ শান্তি দানে কঠোর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৬)

• “যখন আমি কা'বাগুহকে মানবজাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থানরপ্তে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা মাকামে ইবাহীমকে সালাতের স্থানরপ্তে গ্রহণ কর। এবং ইত্রাহীম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রংবু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

• “নিচয়ই সাক্ষাৎ ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্তর্গত। সুতরাং যে কেউ কাঁবা গৃহের হজ্জ কিম্বা উমরা সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে প্রদক্ষিণ (সাই) করলে তার কোন পাপ নাই। আর কেউ যতক্ষণভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুকুরদাত, সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৮)

• “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানানি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে শ্রদ্ধ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রদ্ধ করতে; অথবা তার চেয়েও বেশী অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। বস্তুত: প্রকালে তাদের জন্য কোন অংশ নাই।’” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০০)

• “আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আবিরামে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোষেরে শান্তি হতে রক্ষা কর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০১) “এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের অর্জিত সম্পদের। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০২)

• “তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যাক দিনগুলো আল্লাহকে শ্রদ্ধ করবে। যদি কেউ আড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন গুনাহ নাই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নাই। এটি তার জন্য, যে তাকেও অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিশ্চিত জেনে রাখ যে, তোমাদের সবাইকে অবশ্যই তার (আল্লাহর) সামনে সমবেত করা হবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২০৩)

• “হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করার পরিপূর্ণ নিয়ম করবে, তার জন্য হজ্জের সময়ে ত্রী সঙ্গে, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ জায়েব নয়। আর তোমরা যা কিছু সহকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাখেয়ার ব্যবস্থা করো, আজ্ঞাসংযমই শ্রেষ্ঠ পাখের। হে বৌধসপন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৭)

• “তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সকল করতে তোমাদের কোন পাপ নাই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আশ-আরূপ হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে শ্রদ্ধ করবে। আর তাকে শ্রদ্ধ করবে তেমনভাবে, যেতাবে তোমাদের নির্দেশ/হেদায়েত করা হয়েছে; যদিও ইতোপূর্বে তোমরা বিভাগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৮)

- “অতঃপর অন্যন্য লোক থেকান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সন্তান।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৯)
- “যখন আমি ইত্তাহীমকে বাযতুল্লাহুর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাদের জন্য, যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, কর্তৃ করে ও সিঞ্জদা করে।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ২৬)
- “এবং মানুষের নিকট হজ্জ এর ঘোষণা করে দাও। তারা তোমাদের কাছে আসবে পারে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার দীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ২৭)
- “যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং নিনিট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তার দেয়া চতুর্পদ জরু যবেহ করার সহজ। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুর্বল, অভাবপ্রস্তুকে আহার করাও।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ২৮) “অতঃপর তারা যেন তাদের নৈহিক অপরিষ্কৃতা দূর করে দেয় এবং তাদের মানস পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীণ গৃহের।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ২৯)

### হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে হাদীসসমূহ

- হয়রত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে এবং তাতে বেমুরপ অশুল আচরণ করেনি এবং দুর্কর্মও করেনি, সে ব্যক্তি হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করবে নিষ্পাপ অবস্থায় সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মাতা তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসর করেছে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)।
- হয়রত উমের সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বাযতুল মুকাদ্দাস হতে মক্কার খানায়ে কাঁবার দিকে হজ্জ বা ওমরার ইহুম বাঁধবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা কর্বা হবে। অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মেশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

- হয়রত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি উমরা হতে পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মাঝখানের ওগাহসমূহের কাফফারা ঘৃণ্প এবং একটি মাবজুর (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্মাত ছাড়া আর কিছু নয়। (মুসলিম)
- হয়রত আবুলুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বমজান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

## হজ্জ ও উমরার জন্য প্রাথমিকভাবে জরুরি— যা জানা দরকার

**ফরয় :** সেই সমস্ত বাধ্যতামূলক কাজ বা নিয়ম যা না করলে হজ্জ বা উমরা বাতিল বলে গণ্য হবে। ফরয় দুই প্রকার। যথা : (ক) ফরয়ে আইন ও (খ) ফরয়ে কেফয়ায়া।

**ক. ফরয়ে আইন :** যেসব কাজ প্রত্যেকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-পালনীয়, তাকে ফরয়ে আইন বলে। যথা : নামায, রোয়া ইত্যাদি।

**খ. ফরয়ে কেফয়ায়া :** যা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ পালন করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরয়ে কেফয়ায়া বলে। যথা : জানায়ার নামায ও সাফ্রান-কাফিন করা।

**ওয়াজিব :** সেই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশিত (Obligatory) কাজ বা নিয়ম যা হজ্জ বা উমরাতে করতেই হবে অন্যথায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দম ফিদিয়া দিতে হবে।

**সুন্নত :** যে সমস্ত কাজ বা নিয়ম পালন করা প্রয়োজন। এ সমস্ত কাজ বা নিয়ম পালন করায় সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু যদি না করা হয় তবে তার জন্য কোন দম বা ফিদিয়া দিতে হবে না। সুন্নত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : (ক) সুন্নতে মুয়াকাদাহ। ও (খ) সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ।

**ক. সুন্নতে মুয়াকাদাহ :** যা পালন করার জন্য রাসূলে করিম (সা) বিশেখ তাগিদ করে দিয়েছেন এবং দ্বয়ই তিনি ও সাহাবাগণ যা সদ-সর্বস পালন করেছেন, তা সুন্নতে মুয়াকাদাহ। এগুলো পালন করলে বিশেষ সত্ত্বের হয় ও পালন না করলে গুণাহ্বার হতে হয়। যথা : ফজর, যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নত নামায ইত্যাদি।

**খ. সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ :** যা পালন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ করেন নাই এবং তিনি কখনো নিজে তা করেছেন আবার কখনো ত্যাগ করেছেন, তা সুন্নতে গায়রে মুয়াকাদাহ। এগুলো পালন করলে সত্ত্বের হয় এবং না করলে কোনো গুণাহ নেই। যথা : আসর ও এশার ফরয় নামাযের পূর্বে চার রাক্যাত সুন্নত নামায পড়া।

**মুস্তাহব বা নকল :** যে সমস্ত কাজ যা করার জন্য সুপারিশ করা (Recommended) হয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। এই সমস্ত কাজ পালন করলে সত্ত্বের পোশ্য যায় তবে না করলে এর জন্য কোন গুণাহ নাই।

**মাকরুহ :** শরীয়ত মতে যা করা অন্যায়, অপসন্দযীয়, অসঙ্গত ও ক্ষতিকারক তাকে মাকরুহ বলে। মাকরুহ দুই প্রকার। যথা : (ক) মাকরুহে ভাস্তীমি ও (খ) মাকরুহে তানযিহী।

**ক. মাকরুহে ভাস্তীমি :** যেসব নিষেধাজ্ঞা অস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত তা মাকরুহে ভাস্তীমি। যথা : নামাযের মধ্যে কপালের খূলা-বালি সুছে যেক্ষণ।

**খ. মাকরুহে তানযিহী :** যেসব নিষেধাজ্ঞা শরীয়ত মতে অসঙ্গত ও অন্যায় এবং যা করলে সগীরা গুণাহ হয় তা মাকরুহে তানযিহী। যথা : নামাযের মধ্যে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান।

**বিদ'আত :** যে বিষয়ে কোরআন ও হাদীস শরীকে কোনো উপর্যুক্ত নেই এবং যার নজির বা নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহয়ে বিহ্বা সাহাবাগণের ও তাবেস্তেনদের মুগে পাওয়া যায় না তাকে বিদ'আত বলে।

**দম বা ফিদিয়া :** বিভিন্ন সংগত কারণেবশতঃ ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পর্ক করতে অস্কম হলে তার পরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে তাকে ফিদিয়া বলে। হজ্জের সকলে মকাব অবস্থানকালে নিষিক কোন কাজ করার জন্য অর্থাৎ হজ্জ/উমরার কোন ওয়াজিব আমল সম্পাদন না করার/ভুল করার জন্য স্ফতিপূরণ দর্শক মকাব অবস্থানকালেই ছাগল, ভেত্তা, গরু, উট বা দুবা জবাই করতে হয়। একে দম/ফিদিয়া বলে।

**হাদী :** হারামের সীমানার ডিতারে কুরবাণী করার জন্য আনীত পওকে হাদী বলে।

**মীকাত :** হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মকা শরীকের বাইরে হয়েরত মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে নিদিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান বলে।

**ইহরাম :** ইহরাম এর আতিথানিক/শালিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিক করে দেয়া। যখন কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে নিয়ুত করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিন্তু বৈধ বা হালাল জিনিসও তারজন্য হারাম বা নিষিক হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা।

**মুহরিম/মুহরিমা :** হজ/উমরা করার জন্য ইহরাম বীধি পূর্ণতেকে 'মুহরিম' বলে। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের 'মুহরিমা' বলে।

**মাহরাম :** কোন মহিলা হজের যেতে হলে তার নিরাগন্তার জন্য শরীয়তসমূহ যে ব্যক্তিকে সঙ্গে রাখতে হয় তাকেই মাহরাম বলে। এ ব্যাপারে হাদিসে আবু হেরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ বলেছেন, কোন ঝীলোক ঘেন কোন মাহরামের সাথে ব্যক্তিত এক দিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে। (বুখারী, মুসলিম)

এ পৃষ্ঠাকের 'প্রশ্ন-উত্তর' পর্বে মাহরাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

**হজ :** হজ শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য ছির করা, ইচ্ছা করা, সংকলন করা। কোরআন-সুন্নাহুর পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্য গমন এবং সেখানে ৮ যিলহজ হতে ১৩ যিলহজ পর্যন্ত সময়ে হারাম শরীহ ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরনের কয়েক প্রকার আমল সম্পাদন করাকে হজ বলে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রতিটি মানুষের জন্য কা'বা ঘরে হজ করা ব্যবহ করা হয়েছে।

**উমরা :** উমরা শব্দের অভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইহরাম বৈধে বায়তুল্লাহ শরীফে দাখিল হয়ে তাওয়াফ, সাঁই ও মাথা-মুভন/চুল ছেঁট করা এই চারটি ব্যাজ সম্পাদন করার নামই উমরা। অন্য কথায়, হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ ৮ যিলহজ হতে ১৩ যিলহজ সময়ে ব্যক্তিত শরীয়ত নির্ধারিত পছাড় ইহরাম অবস্থায় নিয়ন্ত করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঁই করার পর মাথার চুল ছেঁটা/মাথা মুভন করে ইহরাম হুক্ম হওয়াকে উমরা বলে। সকল হলে জীবনে একবার তা আদায় করা সুন্নতে মুয়ালাদাহ।

**ওকৃষ্ণ করা :** আভিধানিক অর্থে ওকৃষ্ণ হলো থামা বা অবস্থান করা। শরীয়ত মতে হজের সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে দু'আ-দফুন পাঠ ও তৎপৰ ইসতেগফার করাকে ওকৃষ্ণ করা বুঝায়। মীনা, আরাফাত ময়দান এবং বুয়দালিয়াতে ওকৃষ্ণ করা জরুরি।

**কা'বা ঘর/বায়তুল্লাহ :** মক্কা মুকাররমায় মসজিদ-উল হারামের মাঝখানে দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদত ঘরটিই কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের অপর নাম বায়তুল্লাহ, অর্থ আল্লাহর ঘর। এ ঘরটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এ ঘরটি সর্বপ্রথম ফেরেশতা দ্বারা নির্মিত। এ ঘরটি অত্যন্ত বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬)। এ ঘরটি সঙ্গম আসমানে ফিরিশতাদের

ইবাদত ঘর 'বায়তুল মামুর' এর সোজা নিচে অবস্থিত। কালো গিরাফে ঢাকা আল্লাহর এ ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদস্থল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)। অতএব এ ঘরের তাওয়াফ করা মুসলিমানদের ঐকের প্রতীক। যার কা'বা ঘরে পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে তার জন্য কা'বা গৃহে হজ পালন করা ফরয করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭)।

**মাতাফ :** কা'বা শরীফ সংলগ্ন এর চারদিকে তাওয়াফের জন্য হাদবিহীন খোলা জায়গা বা চতুরকে মাতাফ বলে। কা'বা ঘর তাওয়াফ করার এটাই মূল স্থান। বর্তমানে এ স্থানকে তাওয়াফের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তাওয়াফ করার জন্য মাতাফ ছাড়াও দোতলা ও তিনতলাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**মসজিদ-উল হারাম :** পরিব্রক্তি কা'বা ঘরের চতুর্দিকে বিশাল ঐতিহাসিক মসজিদ। মসজিদ উল-হারাম বৃশু বিভিন্ন এবং অংশটুকু নয়, বরং বিভিন্ন এর চারদিকে বেস্থান পর্যন্ত এক জাহাজাতে নামায আদায় করা হয়, সে স্থানকে মসজিদ-উল হারাম বলে। হফরত মোহাম্মদ (সা) বলেছেন, মসজিদ-উল হারামের এক রাকায়াত নামায অন্য যে কোন মসজিদ এর এক রাকায়াত নামায হতে এক লক্ষণ বেশী সওজাব। (আহমাদ, ইবনে মাজা)

**হজরে আসওয়াদ :** কা'বা ঘরের পূর্ব দক্ষিণ কোনে স্থাপিত পাথরটি-ই হজরে আসওয়াদ। এটি জাহাজের একটি পাথর। হযরত আদম (আ) এর সময় আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা দ্বারা এ বেহেস্তি পাথরটি কা'বা ঘরের দক্ষিণ পূর্ব কোনে স্থাপন করে দেন। বর্তমানে এর চারপাশে রূপার বৃত্ত লাগানো হয়েছে। হজরে আসওয়াদ এর কোন (corner) থেকেই তাওয়াফ শুরু হয় এবং এখানে আসেই তাওয়াফ শেষ হয়। তাওয়াফের অন্ততে এ পাথরে চুলন করা, সম্বন্ধে না হলে দুইহাত বা বৃশু ডান হাত দিয়ে ইশারা করা সুন্নত।

**রোকনে ইয়ামানী :** কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পাচিমের কোনকে 'রোকনে ইয়ামানী' বলে। তাওয়াফ এর সময় কা'বা ঘরের তিন কর্ণার ঘুরে আসার পর আপনি চতুর্থ কোনে উপস্থিত হবেন সেটি রোকনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। রোকনে ইয়ামানীর কাছে এসে সম্ভব হলে দুই হাত দিয়ে, অথবা বৃশু ডান হাত দিয়ে এটি স্পর্শ করা যায়। সম্ভব না হলে টেলাটেলি করে স্পর্শ করা জরুরি নয়। রোকনে ইয়ামানীতে চুম্ব দেয়া সম্পর্কভাবে নিয়েখ।

**মাকামে ইত্রাহীম :** হে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইত্রাহীম (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেটিই মাকামে ইত্রাহীম। এ পাথরের উপর ইত্রাহীম  
— ৩ —

(আ) এর পদচিহ্ন রয়েছে। এই পাত্রটি কা'বা ঘরের অন্তিমূরে হাতীয়ের কাছে কাঁচের ও গ্রীলের ভিতর সংরক্ষিত রয়েছে। সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন **مَنْ أَبْرَأْمَ مُصْلِي رَأْنَخْلُوْ مِنْ مَنْ** “ওয়াতাখিয় সিম মাকামে ইব্রাহীম মুসাফ্রা। অর্থ : “মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের হান বানাও।” কাজেই মাকামে ইব্রাহীম বলতে শুধু এ পাথরকে বুকানো হয়নি, বরং সে স্থানকে বুকানো হয়েছে।

**মূলতায়াম :** হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থান/দেয়াল কে মূলতায়াম বলে। এখানে হাত ও বুক লাগিয়ে দু'আ করা সুন্নত। তবে ভিত্তের কারণে সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে, সে স্থান বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে দু'আ করা যায়। এটি দু'আ করুনের একটি বিশেষ স্থান।

**হাতীম :** কা'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত অংশ যা মূলতঃ কা'বা ঘরের অংশ। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সময়ে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণকালে এটি মূল কাঠামোর সাথে অস্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেটিই হাতীম। তাওয়াকের সময় হাতীম এর বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক।

**মীজাবে রহমত :** কা'বা শরীফের ছাদ থেকে পানি নিঃসরণের/নির্গত হওয়ার জন্য স্বর্ণ দিয়ে তৈরী নালাকে মীজাবে রহমত বলে। এ নালা দিয়ে ছাদের পানি হাতীমের ভিতর পড়ে। এটির নিচে দাঁড়িয়ে দু'আ করা ভাল। এটি দু'আ করুনের একটি বিশেষ স্থান।

**তাওয়াফ :** তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিন্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীরতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে ৭ (সাত) বার প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। কা'বা শরীফের যে কোনার হাজরে আসওয়াদ আছে সেই কর্ণের থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাতীমসহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসলে এক চক্র হয়। এভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

**তাওয়াকে কুদুম :** মীকাতের বাহির থেকে মুক্ত শরীফে প্রবেশের পর প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াকে কুদুম বলে। যারা ইকুরান ইহজ বা কুরান ইজ্জ করেন তাদেরকে প্রথম তাওয়াকে কুদুম করতে হয়। তামাতু ইজ্জ পালনকারী প্রথমে উমরার জন্য যে তাওয়াকে কুদুম করতে হয়ে এবং তাওয়াকের সাথে তাওয়াকে কুদুম হয়ে যায়। তাদেরকে পৃথকভাবে তাওয়াকে কুদুম করার প্রয়োজন হয় না। যারা প্রথমে উমরা করেন তাদের তাওয়াকে কুদুম নাই। শুধুমাত্র ইকুরান ও কুরান ইজ্জ পালনকারীদের জন্য মুক্ত এসেই তাওয়াকে কুদুম করা সুন্নত। হজে

ইকুরান ও হজেজ কুরান অন্দায়কারী-তাওয়াকে কুদুম ও সাই পালন করার পর মাথা মুক্তাবেল না।

**তাওয়াকে উমরা :** এটি উমরার ফরয আরকান। উমরার নিরতে ইহরাম বেঁধে মুক্তার পৌছে প্রথমেই যে তাওয়াফ করতে হয়, তাকে তাওয়াকে উমরা বলে। এ তাওয়াকে রমল ও ইজতিবা করা সুন্নত। মহিলাদের রমল ও ইজতিবা করতে হবে না।

**তাওয়াকে বিয়ারাহ/বিয়ারত :** এটি হজের ফরয তাওয়াফ, যা ওন্দুকে আরাফাত পর করা হয়। একে তাওয়াকে ইফায়া, তাওয়াকে রকবন এবং তাওয়াকে মাফরুজও বলে। এ তাওয়াফ ১০ই যিলহজ সকাল হতে ১২ই যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সুবিধামত সময়ে আদায় করতে হয়। ইহরাম মুক্ত হয়ে এ তাওয়াফ করা হয়।

**তাওয়াকে বিদা/তাওয়াকে সাদর :** মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজীদের জন্য হজের পর হক্ক মুকাররামা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি তাওয়াক করা শুরুজির। একে তাওয়াকে বিদা বা তাওয়াকে সাদর বলে। ঘৃতুবর্তী মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ হতে রেহাই দে'য়া হয়েছে (সহীহ মুসলিম ৩০৯৩)।

**নফল তাওয়াফ :** মুক্ত অবস্থানকালে সুবিধামত সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যতক্ষণী নফল তাওয়াফ করা যায়। মুক্ত অবস্থানকালীন নফল তাওয়াফ করা একটি বড় ফার্মানপূর্ণ ইবাদত। নফল তাওয়াকের জন্য ইহরাম বীধার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াকে রমল ও ইজতিবা নেই।

**ইজতিবা :** তাওয়াফ করার সময় ইহরামের যে চাদর/কাপড় পরা থাকে তা জন বগলের নীচ দিয়ে নীচে বাম কাঁধের ওপর রেখে দিতে হয়। অর্ধাং তান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। একপ বরার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নফল তাওয়াকে ইজতিবা নাই। মহিলাদের জন্য তাওয়াকের সময় কোন ইজতিবা নাই।

**ইত্তিলাম :** তাওয়াফ এর সময় হাজরে আসওয়াদ এর সময়ে এসে সম্ভব হলে তা চুম্ব দিতে হবে অথবা কোন সাতি দ্বারা তা স্পর্শ করে সেই সাতিটিতে চুম্ব দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতায় ভিত্তের কারণে এটি সম্ভব নয়। এজন্য হাজরে আসওয়াদ এর দিকে হাত উঠিয়ে বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করতে হয়। এভাবে হাজরে আসওয়াদ চুম্ব করা বা এর দিকে ইশারা করাকে ইত্তিলাম বলে।

**রমল :** কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত কিন্তু ছোট পদক্ষেপে বৌর দর্পে হেঁটে চলাকে রমল করা নুরায়। তাওয়াক এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পুরুষদের জন্য সুন্নত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে হবে। মহিলাদের রমল করতে হয় না।

**তারিখিয়া দিবস :** যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ যিলহজ্জকে তারিখিয়া দিবস বলা হয়। এটি হজ্জের প্রথম দিন। এ দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ্জ যোহরের নামাজের পূর্বেই মীনাতে পৌছা সুন্নত।

**মাশ'আরুল হারাম :** আরাফাত ও মীনার মধ্যবর্তী মুয়দালিফণ নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আরুল হারাম' বলা হয়। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে উক্ত উপত্যকায় অবস্থানকালীন উল্লেখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আস্তাহ তা'আলার অধিক ধিকির করতে বলা হয়েছে।

**আইয়ামে তাশরীক :** ৯ যিলহজ্জ থেকে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে তাশরীক বলে। আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ: ৯ যিলহজ্জ কজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াকেতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর "আস্তাহ আকবার, আস্তাহ আকবার! লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহ আকবার ওয়া সিল্লালিল হামদ" তাকবীর পাঠ করতে হয়। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক'ও বলা হয়। উল্লেখিত ২৩ ওয়াকেতে তাকবীর একবার পড়া ওয়াজিব।

**কংকর :** বড়, মেজ ও ছোট জামারাতে শয়তানকে যারার জন্য ছেলার দানার মত ছোট ছোট পাথরকেই কংকর বলা হয়েছে।

**রমী :** শয়তানের প্রতীক হিসাবে মীনার জামারায় অবস্থিত তিনটি স্থানে (বড়, মেজ ও ছোট) কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে। হাজীদের জন্য রমী করা ওয়াজিব।

**কসর :** মুসাফির ব্যক্তির জন্য আস্তাহ তা'আলা পরম দয়া করে পরিত্বকুরআন শরীফের সূরা নিসার-১০১মং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। এ পৃষ্ঠাকের 'পুরু-উকুর' পর্ব এবং নামায অংশে 'কসর' সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে।

## হজ্জ

হজ্জ কি এবং কত ধরনের হজ্জ আছে তা জেনে নেওয়া যাব।

হজ্জ কি?

'হজ্জ' এর আভিধানিক অর্থ হলো ইহু বা সংকলন। শরীয়তের পরিভাষায় 'হজ্জ' হলো বিশেষ কিন্তু কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহরামের সাথে থানায়ে কা'বার যিয়ারত এবং তার আশে পাশে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ্জ এর প্রকারভেদ : তিন পদ্ধতিতে হজ্জ পালন করা যাব—

(১) হজ্জে ইফরাদ; (২) হজ্জে ক্রিয়ান এবং (৩) হজ্জে তামাতু

(১) হজ্জে ইফরাদ- মীকাত থেকে বেবলমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ করাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

(২) হজ্জে ক্রিয়ান- মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে এই একই ইহরামে উমরাহ ও হজ্জ করাকে হজ্জে ক্রিয়ান বলা হয়।

(৩) হজ্জে তামাতু- হজ্জের সফরে মীকাত থেকে উমরাহ ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীকালে সে সফরেই হজ্জের সময়ে (৮ যিলহজ্জ) পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জ করাকে তামাতু হজ্জ বলা হয়। আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তামাতু হজ্জ করে থাকেন।

এ ব্যাপারে হাদিস হলো—

আরু নু'আইম (১)... আরু শিহুব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে হজ্জে তামাতু'র নির্যাতে তারিখিয়া দিবস (৮ যিলহজ্জ তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মকায় প্রবেশ করলাম, মকাবাসী কিন্তু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজ্জের কাজ মক্কা থেকে ওক্ত হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য 'আতা' (২া)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ' (২া) আমাকে বলেছেন, যখন নবী করিম (সা) কুরবানীর উট সংগে নিয়ে হজ্জে আসেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ্জ-এর নিয়তে শুধু

হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিন্তু নবী করিম (সা) মহার পৌছে তাদেরকে বললেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঁদি সমাধা করে তোমরা ইহরাম ভদ্র করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছেট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যদ্যম যিলহজ মাসের ০৮ (আট) তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর 'ইহরাম' বেঁধে নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছ তা 'তামাতু হজ্জের উমরা' বানিয়ে নিবে। সাহারীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরণপে 'উমরার ইহরাম' বানাব? আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করছি তাই কর। কুরবানীর পত্র সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কাটপে) নির্ধিক কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহারীগণ সেরপ করলেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম রুখারী) (রা) বলেন, আবু শিহাব (রা) থেকে মারম্ম বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়। (রুখারী শরীফ, তৃয় খত, হজ্জ অধ্যায়, হাদিস - ১৪৭৪)।

"রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে হজ্জ করছেন" অংশে জাবের (রা) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে হজ্জকে উমরায় পরিষ্ঠিত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হজ্জের সময় মারওয়ার পাহাড়ে শেষ চক্ররকালে হ্যারত মোহাম্মদ (সা) বললেন, হে লোকসকল! আমি পরে যা বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে হানী বা কুরবানীর পত্র সাথে নিয়ে আসতাম না এবং হজ্জকে উমরায় পরিষ্ঠিত করতাম। তোমাদের মধ্যে যার সাথে হানী বা পত্র নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে উমরায় পরিষ্ঠিত করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁদি করে তোমরা তোমাদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছেট করে ফেল। অতঃপর হালাল হয়ে অবস্থান কর। এমনভাবে যখন তারবিয়া দিবস (যিলহজের আট তারিখ) হবে, তখন তোমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ কর। আর তোমরা যে হজ্জের ইহরাম করে এসেছে, সেটাকে তামাতুতে পরিষ্ঠিত কর।' (রুখারী, মুসলিম)।

যখন সুরাক্ষা ইবনে মালিক ইবনে জু'তম (রা) মারওয়ার পাহাড়েশে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বল্লেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের এই উমরায় রূপান্তর করে তামাতু করা কি শুধু এ বছরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন নবী করিম (সা) দু'থাতের আঙুলগুলো পরম্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বল্লেন, 'হজ্জের তিতেরে উমরা কিয়ামত দিন পর্বত প্রবিষ্ট হয়েছে। না, বরং তা সব সময়ের জন্য, বরং তা সব সময়ের জন্য' এ কথাটি তিনি তিনবার বল্লেন।

২. হজ্জ এর নিয়ত : "হে আয়াহ! আমি পবিত্র হজ্জত পালন করার জন্য নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টা করুণ করুন, হে রাবুল আলামিন!"

### ৩. হজ্জের ক্রয়

হজ্জের ক্রয় তিনটি-

(১) ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ন্ত্রণ করা ও তালবিয়াহ পাঠ করা।

(২) হজ্জের ২য় দিন আরাফাত শরে ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ যিলহজ দিশ্বাহ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

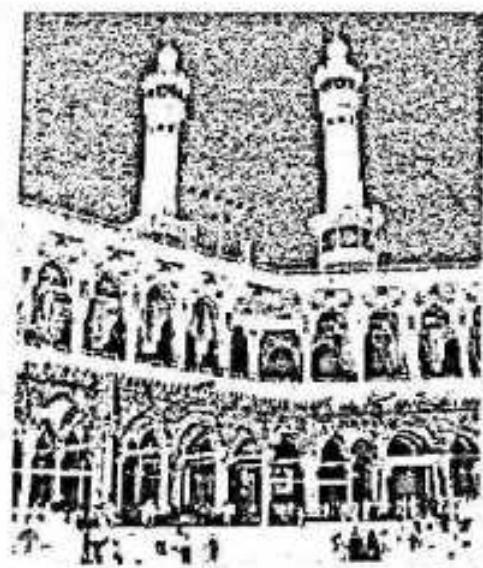
(৩) তাওয়াফে যিলহার করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজের ভোর থেকে ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (সুবিধামত সময়ে) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

### ৪. হজ্জের ওয়াজিব

(১) নিসিট জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা (২) সাঁদি অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো সাতবার (৩) সাফা (পাহাড়) থেকে সাঁদি শুধু করা (৪) ৯ যিলহজ সূর্যাস্তের পর হতে ১০ যিলহজ সূর্যে সাদিক পর্যন্ত মুহদালিফায় অবস্থান করা (৫) মুহদালিফায় ও'কৃক করা (৬) মাগরিব ও এশার নামায এবত্তে মুহদালিফায় এসে এশার সময় পড়া (৭) দশ যিলহজ তারিখ শুধু জামারাতুল আকাবায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ তারিখে তিনি জামারার প্রতি জামারায় 'রমি' বা ৭টি করে পাথর নিষ্কেপ করা (৮) জামারাতুল আকাবার 'রমি' বা পাথর নিষ্কেপ দশ যিলহজ তারিখে মাথা মুড়নের আগে করা (৯) কুরবানীর পর মাথা কামান কিংবা চুল ছাটা (১০) কিংবা মুড়ন ও তামাতু হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা (১১) তাওয়াফ হাতীমের বাহির দিয়ে করা (১২) তাওয়াফ জান দিক থেকে করা (১৩) শুধু সংগে তাওয়াফ করা (১৪) তাওয়াফের পর (যাকামে ইত্রাইয়ে) দু'রাকায়াত নামায পড়া (১৫) জামারায় পাথর নিষ্কেপ করা, কুরবানী করা, মাথা মুড়ন এবং তাওয়াফ করার মধ্যে তুমধারা বজায় রাখা (১৬) মীকাতের বাহিরে অবস্থানকারীদের বিদায়ী তাওয়াফ করা (১৭) ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

### ৫. ইজের সূচনা

(১) মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য তাওয়াকে কুন্দুম/ উমরার তাওয়াক করা (২) বায়তুল্লাহুর হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াক শুরু করা (৩) তাওয়াকে কুন্দুম/ উমরার তাওয়াক এবং তাওয়াকে বিচারতে রমল করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৪) সাফা ও মারওয়ার মধ্যে যে দুটো সুবৃজ বাতি জ্বালানো আছে তার মধ্যবর্তী স্থান সৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) ৮ খিলহজ্জ তারিখ ফজরের পর মক্কা মুকাররামা থেকে রওয়ানা হওয়া যেন মীনায় পৌঁছ ওয়াক নামায আদায় করা থার (৬) ৮ই খিলহজ্জ তারিখের রাত মীনায় কাটানো (৭) ৯ খিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মীনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া (৮) আরাফার ময়দানে পৌঁছার পর তক্কে আরাফার জন্য গোসল করা (৯) আরাফা থেকে ফেরার সময় ১১ই খিলহজ্জ মুহাম্মদিকায় রাত্রিযাপন করা। (১০) ১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুহাম্মদিকা থেকে মীনায় (জামারাতে) রওয়ানা হওয়া (১১) ১০ ও ১১ খিলহজ্জ তারিখের রাত মীনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মীনায় থাকতে হলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও সেখানে কাটানো।



### ইহরাম

ইহরাম এর আভিধানিক/শাব্দিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ করা। যখন কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা করার ইহরাম পোষণ করে নিয়ত করবেন এবং তালবিয়াহ পাঠ করবেন, তখন কিছু বৈধ বা হ্যালাল জিনিসও তার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে থাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রস্তুত কাপড় বা হাজীগণ পরিধান করেন সেটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম হলো নিয়ত ও তালবিয়াহ। যদি কোন ব্যক্তি এই দুই প্রস্তুত কাপড় পরিধান করেন এবং এজন্য তার ইহরাম বা নিয়ত না করেন এবং তালবিয়াহ পাঠ না করেন তিনি মুহরিম বা মুহরিমা হবেন না। সে কারণে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করার পূর্বে, তিনি তার মাথা আবৃত করে দুই ব্রাকায়াত নামায পড়বেন। এরপর পুরুষ হাজীগণ মাথা অনাবৃত করে এবং মহিলা হাজীগণ নিকাব ছাড়া বা মুখমণ্ডল অনাবৃত করে নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করবেন। নিচে ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

#### ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি

##### ১. ইহরাম এর প্রস্তুতি

- ইহরাম বাঁধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে হবে;
- মাথার চুল, দাঢ়ি, গোক ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিষ্কার করে নিতে হবে;

#### ২. বিতর্কতা অর্জন

- ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে অথবা তালভাবে মিসওয়াক করে ওয়া বরে নিতে হবে।
- এখানে উক্তেখ্য যে, দুটি উপায়ে বিতর্কতা অর্জন করা অবশ্যি-
  - > বহিরাসনের বিতর্কতা : গোসল বা ওয়া বরে শরীরের বিতর্কতা অর্জন;
  - > অন্তরের বিতর্কতা : নিজের পাপকর্মের জন্য আত্মিক অনুভাপ/অনুশোচনা

করে মনে মনে বলা, "হে আত্মাহ! আমি আমার সকল পাপের জন্য অনুত্তপ্ত করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুণ, হে রাসূল আলামিন!"

### ৩. ঝটুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা

ঝটুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা যাবে এবং গোসল করে পরিধার-পরিষ্কার হতে হবে। তবে এ অবস্থায় ইহরামের নামায পড়বেন না। (এ সম্পর্কে বিজ্ঞানিত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে আলোচনা করা হয়েছে)

### ৪. মুহরিম/মুহরিমা

হজ বা উমরাহ করার জন্য ইহরাম বাঁধা পূর্বদের 'মুহরিম' বলে। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের 'মুহরিমা' বলে।

### ৫. ইহরামের কাপড়

পূর্বদের জন্য সেলাইবিহীন দুই প্রস্তুত সাদা কাপড় পরতে হবে। এক প্রস্তুত কোমরে পেঁচিয়ে লুকির মত পরতে হবে। তবে কোন পিঠ দেখা যাবে না। অন্য এক প্রস্তুত এমনভাবে পরতে হবে যেন দুই কাঁধ ও পিঠ ঢেকে যায়।

প্রিয় মা-বোনেরা, ইহরামের জন্য সাধারণ পোশাক পরবেন যাতে গর্দা মেনে চলা যায়। তবে মুখ্যভাবে আবৃত করবেন না। (মহিলাদের পোশাক নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বিজ্ঞানিত আলোচনা করা হয়েছে)।

### ৬. ইহরামের ঝুতা/স্যান্ডেল

পূর্ব ও মহিলা উভয়ের জন্য হাতোয়াই চপ্পল বা এমন স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে যাতে পায়ের পাতার ওপরের অংশের মাঝের ঝুতা (middle bones) অন্বৃত অবস্থায় থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ঝুতা ও মোজা পরা যাবে।

আবদুল্লাহ ইবন ইয়াবীদ (র) 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বশলেন, হে আত্মাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম (সা) বললেন: জামা, পায়জামা, পাগড়ি ও টুপি পরিধান করবে না। তবে কারো যদি ঝুতা না থাকে তাহলে সে যেন মোজা পরিধান করে তার শিরার নিচের অংশটুকু কেটে নেয়। তোমরা জাফরান এবং খুরারস লাগানো কোন কাপড় পরিধান

করবে না। মুহরিমা মহিলাগণ মূখ্যে মেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবেন না। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খন্দ, ১৭১৯ নং হাদীস)।

### ৭. মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান

- হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মুক্ত শরীরের বাইরে হযরত মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে স্থানকে মীকাত বলে। মু'আত্তাহ ইবনে আসাদ (র).... ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) মদীনাবাসীদের জন্য মূল-হলাইকা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহুকা, নাজদবাসীদের জন্য কারেনুল মানায়িল, ইরাকবাসীদের জন্য যাতু' ইরক (অবশ্য বর্তমানে এ মীকাতটি পরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে) ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোম অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিছে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সফর শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মুক্ত থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)। (বুখারী শরীফ, তৃতীয় খন্দ, ১৪৩৯ নং হাদীস)

- মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হয়। বাংলাদেশীদের জন্য মীকাত হলো ইয়ালামলাম। হজযাত্রীগণ আপনারা যারা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে সরাসরি মুক্ত থাবেন তারা বিমানে আরোহনের পূর্বেই হজ/উমরার কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে নিতে পারেন। মুক্ত পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ ঘিলহজ তারিখে অর্ধাং মীনায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধতে হবে।

- যারা সরাসরি মদীনা থাবেন তাদের বিমানে আরোহনের পূর্বে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাদের মদীনা হতে মুক্ত যাওয়ার পথে মূল-হলাইকা নামক স্থানে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে, যা বর্তমানে মসজিদে বীরে আলী (রা) বা 'মীকাত মসজিদ' নামে মদীনায় পরিচিত। মুক্ত পৌছে প্রথমে উমরা করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। পরে ৮ ঘিলহজ তারিখে অর্ধাং মীনায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধতে হবে।

### ৮. সালাত আদায়

ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর মাক্কার ওয়াক্ত না হলে পূর্ব ও

ମହିଳା ଉଭୟର ଜନ୍ମାଇ ଶାଥ ଆବୃତ କରେ ଇହରାଦେର ନିଯାତେ ଦୁଇ ଜୀବଜ୍ୟାତ ନାମାବ୍ୟାକାରୀ ଆଦ୍ୟ କରା ଗୁଣ ।

ইহুমের নিয়ত : "হে আল্লাহ! আমি ইহুমের নিয়ত করছি এবং সেজন্য  
দুই রাকায়াত সুন্নত নামায আদায় করছি। আগনি আমার জন্যে তা সহজ করে  
দিন এবং এ নিয়ত করবুল করুন - আল্লাহ আকবর!"

୧୦. ନିୟମ ଓ ତାତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟାରୁ

ইহরামের কাপড় পড়লেই ইহরাম বাঁধা হয় না। নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করলে ইহরাম বাধা হয়। ইহরামের নামায়ের পরপরই উমরার নিয়ত করা উচ্চম। নামায়ের পর পুরুষ হাজীগণ মাথা অনাবৃত রাখবেন এবং মহিলা হাজীগণ মুখ্যতল অনাবৃত রাখবেন, এরপর নিয়ত করবেন। মনে রাখবেন নিয়ত করা এবং তালবিয়াহ পাঠ করা ইহরামের ফল। তামাতু হজকারীদের জন্য প্রথমে উমরা এবং পরে হজ ব্যরতে হয়। এজন্য প্রথমে উমরার নিয়ত করতে হয়। আরবীতে নিয়ত করা জারুরী নয়। মনে মনে আগলার সুবিধার্থে বাংলা উচ্চারণসহ আরবীতে এবং বাংলায় উমরার নিয়ন্তটি এখানে তালে ধরা হলো:

## ८.१ उत्तमाल्ल नियम

اللهم اني أريد العمرة فيسراً لي وتقبله مني .

**ਉਕਾਰਨ :** “ਆਨ੍ਤਰਾਹਸ਼ਾ ਇਹਿ ਊਨੀਦੂਜ ਉਮਰਾਤਾ ਫਾ-ਇਸਾਸਿਰਾਹ ਜੀ ਬਦਾ  
ਤਾਕਾਵਾਲ-ਤ-ਬਿਹਿ ।”

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি তুমরা কর্তার ইচ্ছা করছি। আপনি এ তুমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ তত্ত্বে তা কৃত করুন।

নিয়ত করার সাথে সাথে ১ বার তালবিয়াহ পড়া ফরয এবং ৩ বার পড়া  
সুন্নত। নিয়ত করার সাথে সাথে পুরুষ হাজীগণ উচ্চস্থানে তালবিয়াহ পাঠ  
করবেন এবং মহিলা হাজীগণ নিচেস্থানে তালবিয়াহ পড়বেন।

४.२ भाजवियाड

**لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لِكَ  
وَالسُّلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .**

উকারণ : “লাকাইকা আঙ্গুহচা লাকাইক, লাকাইকা শা - শাদীকা লাকা লাকাইক, ইংগুল হাবদা ওয়াল নিয় ‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, শা-শাদীকা লাক’।

**অৰ্থ :** আমি হায়ির, হে আচ্ছাহ! আমি হায়ির। আমি হায়ির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হায়ির। লিচৰই সমত প্ৰশংসা ও নিঃস্বামতসমূহ আপনারই এবং সমৰ্পণ সাত্ত্বাজ্ঞাও আপনারই, আপনার কোন শৰীক নেই।

୧୦. ଦୁ'ଆ ବା ଦୁର୍କଳ ପାଠ

ଭାଲବିର୍ଯ୍ୟାହ ପାଠେର ପର ପର ଆଚାହୁର ଏକତ୍ରବାଦେର ଅଳ୍ୟ ସେ କୋଣ ମୁଁଆ-ଦର୍ଶନ ଆସିବାତେ କରନ୍ତେ ପାଇଲାନ ଅଧିକ ନିଜେର ଭାଷାଯ କରନ୍ତେ ପାଇଲାନ ।

### ୧୧. ଇତ୍ତାମ ଅବଶ୍ୟକ ନିୟିକ ଯିବିଦ୍ୟାଲୟରୁ

ଇହରାମେର ନିରାତ ଏବଂ ତାଲବିଯାଇ ପାଠ ବନାର ପର ଆପନାର ଇହରାମ ବୀଧି ହସେ ଗେଲ । ଇହରାମ ବୀଧି ଅବଶ୍ୟ ଏକଜଳ ମୁହରିଦ୍ ବା ମୁହରିମା ଏଇ ଜଳ୍ୟ କଣ୍ଠକଣ୍ଠଲୋ ବିଧି ନିଷେଧ ହେଉଥେ ଯା ଏଥାନେ ଉତ୍ସ୍ରୋଧ କରା ହଲୋ :

ইত্যাম অবস্থাত কি করা যাবে/কি করা যাবে না

(১) ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের মাথা ও মুখমণ্ডল খোলা ধাকবে। কোন অবস্থাতেই অর্ধাং অতি শীত বা অতি গরমেও রক্ষাল, গামছা, টুপি, চাদর, শাল ইত্যাদি দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না। মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না এবং হাতমোজা পরা যাবে না।

(২) প্রেনের ভিতরে অথবা মুখদালিফার অথবা বাসে চলার সময় অত্যাধিক  
শীত শাগমে সেলাই বিহীন ক্ষমতা, চাদর ইত্যাদি ইহুরামের কাপড়ের ওপর  
ব্যবহার করা যাবে। তবে সাবধান, কোন অবস্থাতেই মাঝা ও মুখমণ্ডল ঢাকা  
যাবে না। ভুল করেও যদি মাঝা ও মুখমণ্ডল দীর্ঘ সময় ধরে ঢেকে রাখা হয়,  
তাহলে দম বা কাঁধখারা আন্দায় করতে হবে।

(৩) পুরুষদের পায়ের পাতার ওপরের অংশ বোলা রাখতে হবে; কাজেই জুতা বা মোজা পরা যাবে না। তবে অহিলাগণ জুতা-স্টালেল বা মোজা পরিধান করতে পারবেন।

(8) ଇହରାମ ଅବସ୍ଥା ନଥ, ତୁଳ, ଦୀପି, ପୋକ ବା ଶରୀରେ କୋଣ ଲୋମ୍ କଟା ବା ଛଟା ଯାବେ ନା । ଇହରାମ ଅବସ୍ଥା ଶରୀରେ ଯମଳା, ମାଥାର ଖୁଶକି ଇତ୍ୟାଦି ବେଳେ କରା ଯାବେ ନା । ତିର୍ମନୀ ଦିନେ ଚଳ-ଦୀପି ଆଂଜାନେ ଯାବେ ନା ।

(৫) ইহরাম অবস্থার সুগক্ষি লাগানো যাবেন। কসমেটিক জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে গৃহবিহীন, রংহাইন ক্রিম /ডেসেলিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

(৬) ইহরাম অবস্থায় যে কোন হালাল খাবার খাওয়া যাবে। তবে অত্যধিক সুগক্ষিযুক্ত খাবার না খাওয়াই উত্তম। পান-সুপারি খাওয়া যাবে। তবে পান-সুপারি ইত্যাদি না খাওয়াই উত্তম। সুগক্ষি জর্দা খাওয়া নিষেধ।

(৭) পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরা যাবে না। মহিলাগণ সেলাইযুক্ত সাধারণ পোশাক পরতে পারবেন। তবে তা মার্জিত এবং পর্দা মেনে পরতে হবে।

(৮) ইহরাম অবস্থায় ইহরাম এর কাপড় পরেই পারবানা, প্রস্তাৱ ও গোসল করা যাবে। গোসল শেষ করার সাথে সাথে জন্য একটি ইহরামের কাপড় পুনরাবৃত্ত পরিধান করতে হবে। অস্ত্র-পায়খানা করার পর সুগক্ষিন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া যাবে। কিন্তু গোসল করার সময় সাবান ব্যবহার করা নিষেধ। মহিলাগণ গোসলের সময় সাধারণ পোশাক ব্যবহার করবেন।

(৯) ইহরাম অবস্থায় পশ্চাত্তি, জীব-জানোয়ার শিকার করা নিষেধ। এমনকি পোকা-মাকড়, পিপঁড়া, ঘৰা, ছারপোকা ইত্যাদি মারা যাবে না। ইহরাম অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ করা, কটুভূতি করা, গীবত করা, মারামারি করা, অশ্রীল কথা-বার্তা বলা, অথবাইন কথা বলা, দূর্ব্যবহার করা ইত্যাদি গর্হিত কাজ করা হ্যারাম। এসব গর্হিত কাজ অবশ্য সব সময়ের জন্যই নিষেধ।

(১০) ইহরাম অবস্থায় বালিশের শুগর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া যাবে না-এটি মাকদ্দহ।

(১১) ইহরাম অবস্থায় নিজের স্তৰীর সাথেও কোন প্রকার যৌন-কার্যকলাপ, যৌন-আলাপ, আলিঙ্গন, এমনকি চুম্বন করা নিষেধ।

(১২) ইহরাম অবস্থায় হাত-ঘড়ি ও চশমা ব্যবহার করা যাবে এবং মহিলাগণ অলংকার পরতে পারবেন।

(১৩) ইহরাম অবস্থার কাপড় বদলানো, কাপড় ধোয়া, গোসল করা, মাথা ও শরীর ধোয়া বৈধ। এতে যদি কোন চুল বা লোম অসাবধানতাবশত পড়ে যায়, তাতে কোন দোষ নাই। উল্লেখ্য, ইহরাম অবস্থায় শরীর ও মাথা ধোত করা যায়। নবী করিম (সা) নিজে ইহরাম অবস্থায় শরীর ও মাথা ধোত করেছেন (ফুসলিম, বুখারী)।

## ১২. মৰ্তা অভিযুক্তে ধাৰা

### ১২.১ যদি হাতে বের ইহরাম সময় ব্যবহৈ-

**بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَحْمَدُهُ وَلَا حُلْمٌ لَّا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ .**

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি তাওয়াকুল্লাহু আলাল্লাহি ওয়া লা হ্যাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে তাঁরই উপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

## ১২.২ ধানবাহনে আরোহণকালে পড়বেন

**اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا كَانَ لَهُ مُقْرَنٌ  
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُلُونَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ صَاحِبُ السُّفْرٍ وَلَكَ لِيْقَاتُنَّ فِي الْأَهْلِ  
وَالنَّمَاءِ اللّٰهُمَّ أَنِّي أَسْتَلِكَ فِي سَفَرِنَا هَذِهِ الْبَرُّ وَالشَّقْوَى وَمَنْ عَنِ الْعَلَى مَأْتَى  
وَتَرَضَى اللّٰهُمَّ أَنِّي أَسْتَلِكَ أَنْ تَطْرِقَ لَنَا بُعْدَةً وَتَهْمَنَ عَلَيْنَا السُّفْرُ وَتَرِزَّقَنَا فِي  
سَفَرِنَا هَذِهِ السَّلَامَةَ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالبَدْنِ وَالنَّمَاءِ وَالْوَلَدِ وَتَبَلَّغَنَا حَجَّ بِيَتِكَ  
الْحَرَامَ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ الْأَصْلَحُ الصُّلُوهُ وَالسَّلَامُ .**

**উচ্চারণ :** আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, সুবহানাল্লাহী সাখখারা লানা হ্যায়া ওয়ামা কুর্রা লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাকিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহমা আনতা সাহিবী ফিস সাফারি, ওয়া খালীবতী ফিল আহলি ওয়াল মালি। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা ফী সাফারিনা হ্যাল বিরেরা গুর্বাতকাওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তুহিকু ওয়া তারদা। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা আন তাতবিয়া লানা বু'দাহ ওয়া তুহাবিনা আলাইনাস সাফারা ওয়া তারযুকানা ফী সাফারিনা হ্যাস সালামাতা ফীল আকলি ওয়ালীনি ওয়াল বাদনি ওয়াল মালি ওয়াল ওয়ালাদি, ওয়া তুকরাণ্তিগুনা হাজ্জা বাযতিকাল হ্যারাম, ওয়া ধিয়ারাতা নাবিয়িকা আলাইহি আকদালুস সালাম্যাতি ওয়াস সালাম।

**অর্থ :** আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, পবিত্র সে সন্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সকলেই তাঁরই পানে ফিরে বাব। হে আল্লাহ! সফরেও আপনি আমার সাথী, আর বাড়িতেও আমার পরিবার-পরিভূল

ও ধন সংসদের রক্ষাকর্তা। হে আল্লাহ! আমার এ সফরে আমি নেকী, তাক্ষণ্য এবং আপনার পছন্দসই আমল করার তাওকীক আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ। সফরের দুরত্বকে আমাদের জন্য সংকৃতিত করে দিন; সফরের কষ্টকে আমাদের জন্য লাঘব করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জন্য জ্ঞানের, দীনের, দেহের, মালের, সন্তানের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে আপনার সম্মানিত ঘরের হজ এবং আপনার নবী করিম (সা)-এর দিঘারত নসীব করুন।

#### ১২.৩ বিমান হতে জেন্দা বিমান বন্দর নজরে পড়লে পড়বেন

اللَّهُمَّ اسْتَلِكْ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعْزِدْ بِكَ شَرُّهَا وَشَرَّ مَا  
فِيهَا .

**উচ্চারণ :** আল্লাহয় ইন্নী আসআলুকা খায়রা হায়িহিল কারইয়াতি ওয়া খায়রা মা ফী-হা, ওয়া আউয়ুবিকা শারুরাহা ওয়া শারুরা মা ফী-হা।

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই শহরের ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল জিনিসের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল অকল্যাণ হতে আপনার অশ্রয় কামনা করছি।'

#### ১২.৪ জেন্দার অবতরণের সময় পড়বেন

رَبَّ ادْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخِرِ جَنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ  
سُلْطَانَ تُصِيرْ .

**উচ্চারণ :** রাবিক আদবিলনী মুদখালা সিদকিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিও ওয়া আজাজালজী মিললাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

**অর্থ :** 'হে আমার প্রতিপালক! যেখানে যাওয়া (প্রবেশ করা) আমার জন্য শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যে হাল হতে বের হয়ে আসা শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখান থেকে বের করে আনুন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।'

#### ১২.৫ এরপর জেন্দা থেকে মক্কা

অত্যন্ত বিনয় ও ন্যূনতার সাথে তওবা-ইস্তেগফার, তাসবীহ ও তালবিয়াহ পাঠের মধ্য দিয়ে পবিত্র মক্কানগরীর দিকে এগিয়ে যাবেন।

#### ১২.৬ জেন্দা থেকে মক্কার পৌছে যা করতে হবে-

ইহুম বেধে আমরা জেন্দায় এবং সেখান থেকে মক্কাশরীকে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে পৌছে গেছি - আলহাম্মালগ্যাহ।

**মক্কার পৌছে** আপনার হোটেলে জিনিসপত্র/ব্যাগ রেখে একটু বিশ্রাম করুন, যাতে ত্রাণি দূর হৱ এবং শক্তি অর্জিত হয়। তাওয়াফের পূর্বে পরিকার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া জরুরী (বুখারী)। বাথরুমের কাজ সেরে ওয়ু করে নিবেন। এরেজন মনে করলে ইহুমের কাপড় বদলিয়ে নিন। কিন্তু খাবার খেয়ে নিবেন। কা'বা শরীফে যেতে যেতে তাকবীর, তাহলীল, তাসবিহ, আসতাগফিলহ্যাহ, তালবিয়াহ ইত্যাদি পড়তে পড়তে যাবেন।

**তাকবীর -** আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়া আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়ালিয়াহিল হামদ।

**তাহলীল- লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ।**

**তাসবিহ-** সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আরীম।

#### ১২.৭ কা'বা শরীফ দৃষ্টিশোচর হওয়ামাত্র এ দু'আ পাঠ করবেন

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَبِيكَ لَبِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحُنْدَ وَالثُّعْنَةَ لَكَ وَالْعَلَى  
لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْ لَنِ فِيهَا قَرَارًا وَرَزْقًا حَلَالًا .

**উচ্চারণ :** 'লাকবাইকা আল্লাহমা লাকবাইক, লাকবাইকা লা-শারীকা লাকবাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্ন নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক। আল্লাহমার হৃক লান ফী-হা কারারান ওয়া রিথকান হালালান।'

**অর্থ :** 'আমি হাবির, হে আল্লাহ! আমি হায়ির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হায়ির। নিচয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ আপনারই এবং সমস্ত স্তুতিজ্ঞাও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ! এ শহরে আপনি আমাকে হিতিশীলতা ও হালাল রিযিক দান করুন।'

১২.৮ এরপর মসজিদুল হারাম বা কা'বা শরীকে প্রবেশ করুন- সুন্দর মোতাবেক প্রথমে ডান পা রাখবেন।

#### ১২.৯ মসজিদ-উল হারামে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَنْتَ  
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

**উচ্চারণ :** বিসমিষ্টাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিষ্টাহি।  
আল্লাহমাগু ফিরলী জুন্দী ওয়াক্তাহুলী আবুওয়াবা রাহুমাতিকা।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরজ ও  
সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় পাপ মাফ করে দিন এবং আমার  
জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

উল্লেখ্য, এই দু'আ যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ করবেন।

১২.১০ ইহরাম বাধার পর হতে অর্ধাং উমরার নিয়ত করার পর হতে  
মসজিদে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে হবে।

### উমরার জন্য ইহরামের সংক্ষিপ্তস্বার

ইহরামের জন্য পরিষ্কার-পরিষ্কার হয়ে ইহরামের প্রস্তুতি শুধু করতে হবে;  
যীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম করতে হবে।

ইহরামের কাপড় পরিধান করে ইহরামের নিয়তে দুই রাকায়াত ইহরামের  
সুন্নত নামায আদায় করতে হবে।

**নিয়ত :** হে আল্লাহ! আমি ইহরামের দুই রাকায়াত সুন্নত নামাযের নিয়ত  
করছি। আপনি আমার এ নিয়ত করুন-আল্লাহ আকবার।

নামাযের পরপরই উমরার নিয়ত করা উচ্চম। উমরার নিয়ত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْذُرُكُ الْعُمْرَةَ فِيَّرَةَ لِيٍ وَتَبَلَّهَ مِنِّيٍّ

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা  
আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করুন।

নিয়ত করার সাথে সাথে ১ বার তালবিয়াহ পড়া করয এবং ৩ বার পড়া  
সুন্নত। নিয়ত করার সাথে সাথে পুরুষ হাজীগণ উচ্চবরে তালবিয়াহ পাঠ  
করবেন এবং মহিলা হাজীগণ নিচুবরে তালবিয়াহ পড়বেন।

তালবিয়াহ :

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَلَكَ  
لَا شَرِيكَ لَكَ .

“লাকাইকা আল্লাহমা লাকাইক, লাকাইকা সা - শারীকা সাকা লাকাইক,  
ইমাল হামদা ওয়ান নিয়া’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, সা-শারীকা সাক”।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলি মেনে চলতে হবে।

ইহরাম করার পর হতে অর্ধাং উমরার নিয়ত করার পর হতে কা’বা ঘর  
তাওয়াফ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে হবে।

## উমরা

### উমরা কিভাবে করব?

এবার আমরা যারা তামাতু হজ করার নিয়তে প্রথমে উমরা ও পরে হজের নিয়ত করেছি, আমরা উমরাটা করে নিব। ইনশাআল্লাহ!

উমরা আরম্ভ করার আগে উমরা সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়া যাক-

১. উমরা : হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ ৮ খিলহজ হতে ১৩ খিলহজ সময় ব্যাপ্তি শরীয়ত নির্ধারিত পছ্যায় ইহরাম অবস্থায় নিয়ত করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঁই করার পর মাথার চুল ছাটা/মাথা মুন্ডন করে ইহরাম মুক্ত হওয়াকে উমরা বলে। সক্ষম হলে জীবনে একবার তা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্তা।

### ২. উমরার ক্রমীয় : উমরার করণ দু'টি

- ১) উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা
- ২) ইহরাম অবস্থায় বাহতুল্লাহ তাওয়াফ করা (৭ চক্র দেয়া)

### ৩. উমরার ওয়াজিব দু'টি—

- ১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়খনের মাঝে সাঁই করা (৭ বার প্রদক্ষিণ করা)।
- ২) মাথা মুন্ডন বা চুল ছাটা।

### ৪. উমরার সূচনা

১. হজরে আসওয়াদ চুয়ু দেয়া /ইন্তিলাম করা
২. তাওয়াফ শেষে ২ রাকায়াত নামায আদায় করা
৩. ঘমথের পানি পান করা।

### ৫. উমরার নিরুত

اللَّهُمَّ أَنِّي أَرْبَدَتُ الْعُمْرَةَ فَيْسِرْهُ لِي وَتَبْلِئْهُ مِنِّي .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্নি উর্রাদুল উমরাতা ফা-ইয়াসসিরহুলী ওয়া তাকাবাল-হিন্নী।

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন।”

### ৬. উমরা হজ শুরু

উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদ-আল-হারাম এ প্রবেশ

এবার আমরা উমরা পালন করার জন্য প্রস্তুত।

ইহরাম- আমরা ইতোমধ্যে ইহরাম অধ্যায়ে উমরার ইহরাম সম্পর্কে জেনেছি এবং মক্কা প্রবেশের পূর্বেই আমরা ইহরাম বেঁধেছি এবং উমরার নিয়ত করেছি।

হোটেল থেকে মক্কার হারাম শরীফে যেতে যেতে আমরা তালবিয়াহ পড়তে থাকব। তাকবীর-তাহলিল-তাসবিহ- দরজ ও তালবিয়াহ পড়তে পড়তে আমরা হারাম শরীফের দিকে এগিয়ে যাব।

মসজিদুল হারাম বা কা'বা শরীফে প্রবেশের পূর্বে প্রিয় মা-বোনেরা একটু দাঁড়ান। হারাম শরীফের দরজা, মসজিদ সবকিছু একবার মনের ভালবাসা দিয়ে দেবে নিন এবং আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টির দু'আ করুন-বহু প্রতিক্রিত জীবনের সেই ক্ষণটি এখন আপনি সমাধা করতে যাচ্ছেন। আলহামদুল্লাহ!

শুরু হীরাত্রিভাবে প্রথমে তান পা রেখে মসজিদ-আল-হারামে প্রবেশ করুন। মসজিদুল হারামে প্রবেশের দু'আটি পাঠ করুন।

### ৭. মসজিদে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْفَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِهِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ وَمُنْكَرٌ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহি আল্লাহমাগু ফিরলী ঝুন্দী ওয়াকতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরজ ও সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমৃদ্ধ পাপ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

উল্লেখ্য, এই দু'আ যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ করবেন।

এরপর মক্কার হারাম শরীফে প্রবেশ করে যে দু'আটি পড়বেন :

اللَّهُمَّ هَذَا أَمْنِكَ وَحْرَمْكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا فَحَرَمْ لَهُ خَيْرٍ وَدَمَنِ عَظِيمٍ .

رَشِّيَ عَلَى النَّارِ .

উচ্চারণ : আল্লাহমা হাযা আমনুকা ওয়া হারামুকী ওয়ামান দাখলাহ কাল  
আলিনান। ফ-হারারিম লাহরী তো দামী ওয়া আমামী-ওয়া বাশারী আলানুর।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ স্থান আপনার সুরক্ষিত পরিত্র স্থান। এখানে ধেই  
প্রবেশ করে, সেই সিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার রক্ত, গোত্র, অঙ্গ ও চর্মকে  
দোষথের আগ্নের জন্য হারাম করে দিন।

#### ৮. মসজিদ-আল-হারামে প্রবেশের দু'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجُونِ  
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْرَمِ أَغْفِرْنِي جَمِيعَ ذَنْبِي وَافْتَحْ  
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَحْيِنَّا بِالسَّلَامِ  
وَادْخُلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكَتْ رِبَّنَا وَتَعَالَيْتْ يَادُ الْجَلَالِ وَالْأَنْزَامِ .

উচ্চারণ : আভ্যন্তর বিজ্ঞাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিল কারীম, ওয়া  
সুলতানহিল কদীম, যিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াস  
সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। আল্লাহমাগফিরলী আযীম'আ যুনুবী ওয়াফতাহলী  
আবওয়াবা রাহমাতিক। আল্লাহমা আনন্দাস সালাম, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস  
সালাম, ফাহাইয়িনা রাবণা বিসসালাম। ওয়া আদবিলনা বিরাহমাতিকা দারাস  
সালাম, তাৰারাকতা রাবণা ওয়া তা'আলাইত্তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকবাম।

অর্থ : বিস্তারিত শব্দতানের ক্রম হতে অহিমাতিত, গৌরবাদিত, শক্তিমান  
আল্লাহর অশুর প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আল্লাহর  
রাস্লের (সা) প্রতি অজস্তু ধারায় অপরিমিত রহমত ও শান্তি বর্ধিত হচ্ছে। হে  
আল্লাহ! আমার সমৃদ্ধ পাপ মাফ করে দিন। আপনার রহমতের দরজাসমূহ  
আমার জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়; শান্তি আপনার নিকট  
হতেই আসে এবং আপনার নিকটেই ফিরে যায়। অতএব হে আমাদের প্রভু!  
আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন। শান্তির পূর্বে আপনার দয়ায়  
আমাদেরকে প্রবেশ করান। হে আমাদের প্রভু! আপনি বরকতময় এবং মহান।  
হে মহীয়ান ও গুরীয়ান।

#### ৯. কা'বা শরীফ প্রথম দর্শন

কা'বা শরীফ বা আল্লাহর ঘর প্রথম দেখা মাত্র আল্লাহ আকবার, না ইলাহা  
ইল্লাহ (আল্লাহ মহান তিনি এক এবং অধিত্তীয়) পাঠ করুন। কা'বা শরীফের

দিকে আপনার দৃষ্টি নিবন্ধ করুন এবং নন্দ, ভদ্র ও বিনয়ের সাথে একপাশে  
দাঁড়িয়ে ও বার বলুন—



اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

১. আল্লাহ আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ৩ বার,

২. দক্ষল পড়ুন এবং দিনতি সহকারে আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব জানিবে  
গোথের পানি হেলে আল্লাহর কাছে আপনার মনের বক্ত দু'আ করুন। মনে  
রাখবেন, দু'আ করুলের এটি একটি বিশেষ সময়। কা'বা শরীফে প্রবেশ করার  
পর তালিয়া পাঠ বক্ত করে দিতে হবে।

১০. উমরার তাওয়াফ : তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চারদিকে  
প্রদক্ষিণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় নিমিট্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ  
করার নাম তাওয়াফ। কা'বা শরীফের বে কোণায় হাজরে আসওয়াদ আছে, সেই  
কর্ম থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাতীয়সহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে  
আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এলে এক চক্র হয়। এভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের  
চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

১১. তাওয়াফ শুরু এবং শেষ করবেন যেভাবে-

১১.১ তাওয়াফ এর প্রতিতি এবং ইজতিবা : তাওয়াফ করার সময় ইহরামের  
বে চাদর পরা থাকে তা ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে  
দিতে হয়। অর্থাৎ জান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের

উচ্চারণ : আল্লাহমা হ্যায়া আমনুকা ওয়া হ্যামুকা ওয়ামান দাখালাহ কানা আমিনান। ফা-হ্যারিম লাহী ওয়া নামী ওয়া আমারী-ওয়া বাশুরী আলাম্বার।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ স্থান আপনার সুরক্ষিত পরিত্বে স্থান। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সে-ই নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার রঙ, গোত্র, অঙ্গ ও চর্মকে দোষথের আজন্মের জন্য হ্যাম করে দিন।

#### ৮. মসজিদ-আল-হারামে প্রবেশের দু'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْلَّهُمَّ أَغْفِرْنِي جَمِيعَ ذَنْبِي وَافْتَحْ  
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجُعُ السَّلَامُ تَحْبِبُنَا بِالسَّلَامِ  
وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارِكْنَا وَتَعَالَيْتَ يَادِ الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ ।

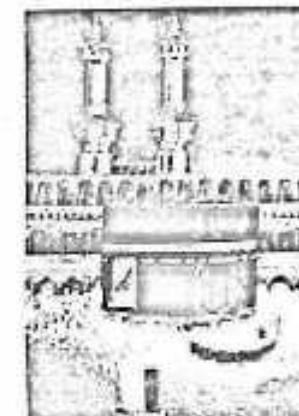
উচ্চারণ : আ'উয়ু বিদ্রাহিল আয়ীম, ওয়া বিগ্যাজহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাসীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাহু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। আল্লাহখাগফিরলী জায়ি'আ মুন্বী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আল্লাহমা আনতাস সালাম, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম, ফাহতিয়না রাকবানা বিসসালাম। ওয়া আদবিলনা বিরাহমাতিকা দারাস সালাম, তাবারাকতা রাকবানা ওয়া তা'আলাইত্তা ইয়া মালজালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ : বিতাড়িত শরতানের কবল হতে মহিমাহিত, গৌরবাহিত, শক্তিমান আল্লাহর অশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাস্লের (সা) প্রতি অজন্তু ধারায় অপরিমিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার সমৃদ্ধ পাপ মাফ করে দিন। আপনার রহমতের দয়জাসূহ আমার জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়, শান্তি আপনার নিকট হতেই আসে এবং আপনার নিকটেই ফিরে যাব। অতএব হে আমাদের হাতু! আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন। শান্তির গৃহে আপনার দয়ার আমাদেরকে প্রবেশ করান। হে আমাদের বুব! আপনি বরকতময় এবং মহান। হে মহীয়ান ও গরীয়ান!

#### ৯. কা'বা শরীফ প্রথম দর্শন

কা'বা শরীফ বা আল্লাহর দ্বর প্রথম দেখা মাঝ আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাহ (আল্লাহ মহান তিনি এক এবং অভিত্তীয়) পাঠ করুন। কা'বা শরীফের

দিকে আপনার দৃষ্টি নিবন্ধ করুন এবং নম্র, ভদ্র ও বিনয়ের সাথে একপাশে দাঁড়িয়ে ও বাব বগুল—



اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

১. আল্লাহ আকবার লা-ইলাহা ইল্লাহ- ও বাব,

২. দরবান পড়ুন এবং মিনতি সহকারে আল্লাহর একত্ব ও মহত্ত্ব জানিয়ে চেবের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে আপনার মনের যত দু'আ করুন। মনে রাখবেন, দু'আ করুলের এটি একটি বিশেষ সময়। কা'বা শরীফে প্রবেশ করার পর তালবিয়া পাঠ বক করে দিতে হবে।

৩. উমরার তাওয়াফ : তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিন্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীরতের পরিভাসার নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। কা'বা শরীফের যে কোণায় হাজারে আসওয়াদ আছে, সেই কোণার থেকে তাওয়াফ শুরু করে হাতীহসহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত এলে এক চক্র হয়। এভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

৪. তাওয়াফ শুরু এবং শেষ করবেন যেভাবে-

৪.১ তাওয়াফ এবং ইজতিবা : তাওয়াফ করার সময় ইহরামের যে চাদর পরা থাকে তা ডান বগুলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে দিতে হয়। অর্ধাং ডান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের

কাপড়ে ঢাকা থাকবে। এঙ্গপ করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নকল তাওয়াফে ইজতিবা নাই।

প্রিয় মা-বোনেরো, মনে রাখবেন মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নাই।

১১.২. তাওয়াফের জন্য শয় থাকতেই হবে।

১১.৩. তাওয়াফ আরম্ভ করার স্থান : কা'বা থারের সামনে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) এর বরাবর এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার বাম দিকে থাকে। এ স্থানটি প্রদর্শনে আপনাকে সাহায্য করবে ওপরে সবুজ বাতি অথবা নিচে মেরেতে করা কাল দাগ। এই সবুজ বাতিটি আপনার ডান দিকে থাকবে।

১১.৪. তাওয়াফের নিয়ত : হাজরে আসওয়াদ বরাবর উপস্থিত হয়ে (সবুজ লাইট ছালানো থাকবে) সেখানে দাঁড়িয়ে হাত উচু করা ছাড়াই আপনি উমরার তাওয়াফ বা আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণের জন্য নিয়ত করুন। নিয়ত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدُ طَرَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامَ سَبْعَةَ أَشْرَاطٍ فِيَّ لِي وَتَبَلَّهُ  
سِيَّ

উচ্চারণ : তাল্লাহ্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফ বায়তিকাল হ্যারামে সাবআতা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসসিরহ-জী ওয়াতাকাব্বাল-হ মিন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার এই পরিব্রহ্ম গৃহে তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। আপনি এ তাওয়াফ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করুন।

ইতিলাম : এখন এগিয়ে যেতে হবে। হাজরে আসওয়াদ এর সম্মুখে এসে সম্মত হলে তা চুম্ব দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতায় ভিত্তের কারণে বেশিরভাগ সময়ে এটি সম্ভব হয় না। এজন্য আপনার হাত হাজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে “বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিক্কাহিল হ্যামদ” তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করুন। এভাবে হাজরে আসওয়াদ চুম্ব করা বা এর দিকে ইশারা করাকে ইতিলাম বলে।

প্রিয় মা-বোনেরো মনে রাখবেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্ব দেয়া সুন্নত। আর মহিলাদের স্তুর্ম রক্ষা করা ফরয়। কাজেই সুন্নত আদায় করতে যেয়ে ফরয় নষ্ট করা যাবে না। আর ভিত্তের সময় হাজরে আসওয়াদ এর দিকে ওপরের নিয়মে হাত দিয়ে ইশারা করাই যথেষ্ট।

১১.৬. তাওয়াফ শরু : হাজরে আসওয়াদে ইতিলাম করে ডান দিকে চুরে কা'বা ছরকে হ্যাতের বামে রেখে তাওয়াফ শরু করতে হবে।

স্তরক পাকুন : সৌনি কর্তৃপক্ষ কোন কোন সময় হাজরে আসওয়াদ, ব্রোকলে ইয়ামানী, সুলতায়াম ও কা'বা শরীহের দরজায় পারফিউম বা সুগন্ধি দিয়ে থাকেন। সেরকম হয়ে থাকলে ইহুম অবস্থায় তা স্পর্শ করা ঠিক হবে না, অন্যথায় এ ভূলের জন্য দম দিতে হবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্ব অথবা স্পর্শ অথবা ইতিলাম করার সময় ব্যতিত তাওয়াফ করাকালীন কা'বা শরীক এর দিকে চুর করে বা পিছন ফিরে দাঁড়ানো যাবে না। অর্থাৎ কা'বা শরীকের দিকে তাকিয়ে তাওয়াফ করা নিষেধ।

১১.৭. তাওয়াফের দু'আ : তাওয়াফের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই। তবে হজ্জ ও উমরা সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের দু'আর উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত দু'আর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

এই দু'আটি সুব্রহ্ম না থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই দু'আটিকে নিম্নরূপভাবে বার বার বলা যায় -

سُبْحَانَ اللَّهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ

হয়রত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন যে, এমন একটি কালেমা যা জিহ্বাতে উচ্চারণে অনেক হালকা হলেও (শেখ বিচারের দিনে) তা ওজনে অনেক ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট তা খুবই পছন্দনীয়, তা হলো -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

“সুব্রহ্ম আল্লাহই ওয়া বিহামদিহি সুব্রহ্ম আল্লাহ হিল আজীয়।” (বুখারী,  
মুসলিম, তিরমিয়ী)

এছাড়াও আপনি প্রতিদিনের নামায বা সালাতে যে সমস্ত সূরা বা দু'আ পড়ে থাকেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেসব বলতে পারেন অথবা আপনি

আপনার নিজের ভাষার আপনার ইংরাজিক মনের মত করে আল্লাহর সম্মতির শক্ত যে কোন দু'আ করতে পারেন।

**দ্রষ্টব্য :** বাংলাদেশের মা-বোনেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রামাণ্যে হতে হজ বা উমরা করতে শিয়ে থাকেন। তাদের জন্য তাওয়াকের সময় বিভিন্ন দু'আ করা বা দু'আ মনে করা কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য তাদের সামনে কিছু দু'আ যা আল্লাহর সম্মতির জন্য এবং আল্লাহর কাছে একগ একাধিকভাবে প্রার্থনা করা যাব সেরপ বাংলাভাষায় কিছু দু'আ হাতের কাছে থাকলে সুবিধা হয় বিবেচনার বিভিন্ন বই থেকে সংজ্ঞহ করে এ পৃষ্ঠকে কিছু দু'আ নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রিয় মা-বোন, এ দু'আগুলিই যে সুনির্দিষ্ট তা নয়, তবে যাদের উপকার হবে বলে মনে করেন তাদের জন্য তাওয়াকের ৭ চক্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আরবী ও বাংলা ভাষায় কিছু দু'আ এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াক ও সা'ই' অধ্যায়ে আলাদাভাবে তুলে ধরা হলো। আশা করি এটি আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ! এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন। আমিন!

**১১.৮. হাতীম :** কা'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত অংশ যা মূলতঃ কা'বা ঘরের অংশ। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় এটি মূল কাঠামোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেটিই হাতীম। তাওয়াকের সময় হাতীম এর বাইরে দিয়ে তাওয়াক করা বাধ্যতামূলক।

**১১.৯ রমল :** কাথ বাঁকিয়ে স্মৃত কিছু ছোট পদক্ষেপে বীর দর্শে হেঠে চলাকে রমল করা বলে। প্রথমবার তাওয়াক এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পুরুষদের জন্য সুন্নত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে হবে।

প্রিয় মা-বোনেরা মনে রাখবেন, মহিলাদের রমল করতে হয় না।

**১১.১০. রোকনে ইয়ামানী এবং তার দু'আ :** কা'বা ঘরের তিন কোন ঘূরে আসার পর আপনি চতুর্থ কোনে উপগ্রহিত হবেন সেটি রোকনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। অন্য কথায় কা'বা শরীফের নক্ষণ-পঢ়িমের কোনাকে 'রোকনে ইয়ামানী' বলে। রোকনে ইয়ামানীর কাছে এসে সম্ভব হলে দুই হাত দিয়ে, অথবা গুপ্ত ডান হাত দিয়ে এটি স্পর্শ করা যায়। সম্ভব না হলে ঠেলা-ঠেলি করে স্পর্শ করা জরুরী নয়। রোকনে ইয়ামানীতে চুম্ব দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রোকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থানে হাঁটার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি করুন। উত্তোল্য, এ স্থানে এ দু'আটি হ্যরত মোহাম্মদ (সা) নিজে বলেছিলেন।

رَبُّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقُنْدَنَ عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِنَ  
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** রাববানা আতিনা ফিল দুলয়া হাজনাতৌও ওয়াফিল আবিরাতি হাজনাতৌও ওয়াকিলা আবা-বামনার। ওয়া আল-বিলমাল হাজনাতৌ মাইল আববার। ইয়া আবিয়ু, ইয়া গাফফারু, ইয়া রাববাল 'আলায়ীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবালদের সাথে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাত্মশালী! হে ফমাশীল! হে বিষ্পুত্পালক!

এ দু'আ পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদ এর কোনা বরাবর পৌঁছালে এক চক্র শেষ হয়।

**১১.১১. সাত চক্র :** হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এসে বিভীষ চক্র শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে দাঁড়িরে হাজরে আসওয়াদকে চুম্ব দিয়ে অথবা হাত উঁচু করে এর দিকে ইশারা করে বলতে হবে -

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

এরপর হাত নামিয়ে নিয়ে কা'বা ঘরকে হাতের বাসে রেখে ১ম চক্রের ন্যায় কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করতে হবে। একই নিয়মে ৭ চক্র সম্পন্ন করলে এক তাওয়াক হবে।

**১১.১২. তাওয়াক সমাপ্ত :** ৭ চক্র সমাপ্ত করার পর হাজরে আসওয়াদে এসে ৮ম বারের মত ইত্তিলাম করে অথবা হাত উঁচু করে ইশারা করতে হবে। যা সুন্নতে মুয়াকাদা এবং বলতে হবে -

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

**১১.১৩. ইজতিবা সমাপ্ত :** তাওয়াক শেষ করার সাথে সাথে ইজতিবা সমাপ্ত হবে অর্থাৎ ইহরাম এর কাপড় এর উপরের অংশ ঘার দুই কৌথ দেকে নিতে হবে।

প্রিয় মা-বোন, এটি মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

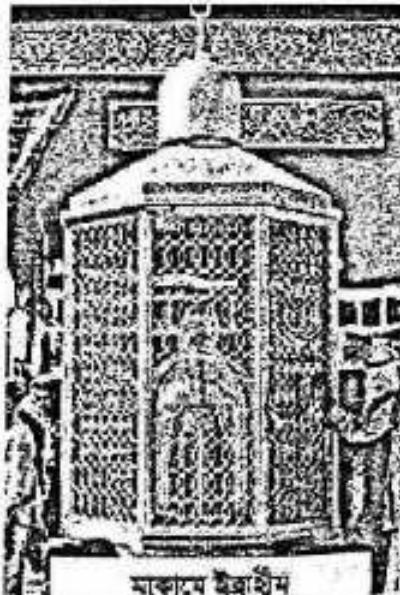
## ১২. মূলতায়াম

হজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী ৫ বা ৬ ফুট হাইকে মূলতায়াম বলে। এটি দু'আ করুলের একটি বিশেষ স্থান। এতে বুক বা খুতনী খণ্ডিয়ে মনের মত দু'আ করবেন। জনগণের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি মূলতায়াম এ পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে মূলতায়ামের দিকে মুখ করে এর বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে অস্ত্যন্ত আন্তরিকভার সাথে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে শুর্মা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপনার ইচ্ছামত দোয়া করতে পারেন।

**প্রটো** : প্রিয় শা-বোনেরা, মূলতায়ামে সব সময় প্রচণ্ড ভিড় থাকে। পুরুষদের ভিড়ে সেখানে গিয়ে দু'আ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় মূলতায়াম বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে আন্তরিকভার সাথে আপনার মনের মত দু'আ করুন। মনে রাখবেন, এটি দু'আ করুলের বিশেষ স্থান। একেবেশে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। অনেক ক্ষেত্রে কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ/উদ্দেশ্যনায় দু'আর বিষয়বস্তু ও মনে আসে না। এরকম ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে মূলতায়ামের জন্য দু'আ সংগ্রহ করে এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াফ ও সাঁদি' অধ্যাত্মে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এটি আপনাদের উপরাকে আসবে ইনশাঅল্লাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। আমীন!

## ১৩. মাকামে ইব্রাহীম

হযরত ইব্রাহীম (আ) যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীক নির্মাণ সমাপ্ত করেছিলেন সেটিই মাকামে ইব্রাহীম। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-এর পাহের দাগ ঐ পাথরের ওপর খেদিত করে রাখেন যাতে তা পরবর্তীকালে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাওয়াফ শেষ করার সাথেই মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা সন্নিকটে দুই রাকায়াত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামায আদায় করতে হবে। হজের সময় ভিড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা সন্নিকটে স্থান পাওয়া কঠিন। সেক্ষেত্রে এ নামাযটি



মাকামে ইব্রাহীম

মাতাক বা হারাম শরীকের যে কোন স্থানে পড়া যাব। এ নামাযের সময় মিন্দুর্বর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখবেন :

এ নামাযের নির্দেশনাটি হয়ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীকে দিয়েছেন-

وَأَنْجِلُوكَ مِنْ مَقْعَدِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى .

"ওয়াক্তাধিয় মিম মাকাম ইব্রাহীম মুসাফ্রা (সুরা বাকারা : ১২৫)।"

**অর্থ :** তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।

\* এ দু'রাকায়াত সালাতের ১ম রাকায়াতে সূরা কাফিল ও ২য় রাকায়াতে সূরা ইখলাস পড়া সন্নত।

\* পুরুষদের জন্য মাথা অনাবৃত অবস্থার, তবে কাঁধ দেকে এ নামায পড়তে হবে।

\* যে সময়ে নামায পড়া মাকাম সে সময়ে তাওয়াফ শেষ হলে সে সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এরপর নামায আদায় করতে হবে।

\* এ দু'রাকায়াত নামায শেষ করে সেখানে বসেই বা দাঁড়িয়ে বা সুবিধামত জায়গায় গিরে মাকামে ইব্রাহীমের দু'আ করা যেতে পারে। আপনার মনের মত যে কোন দু'আ করতে পারেন। এর জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই।

তবে, আপনাদের সুবিধার্থে একটি দু'আ এ পৃষ্ঠকের 'তাওয়াফ ও সাঁদি' অধ্যাত্মে তুলে ধরা হয়েছে।

## ১৪. যমযম

মাকামে ইব্রাহীমে ২ রাকায়াত নামায পড়ার পর যমযমের পানি পান করতে হবে। কা'বা ঘরের দরজা বরাবর প্রায় ২০০ ফুট এগিয়ে হারাম শরীকের বেসমেন্ট এ যমযম কুপের অবস্থান। বর্তমানে এ কুপের জায়গাটি সুনির্দিষ্ট করা নাই। তবে হারাম শরীকের সর্বত্র যমযমের পানি সরবরাহ করা হয়েছে। যমযমের পানি বিশেষ মধ্যে সর্বোচ্চ বিতর্ক এবং সব নময় পাওয়া যাবে ইনশাঅল্লাহ!

কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে এবং দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা মুস্তাহব।

এ পানি পান করার সময় নিম্নের দু'আটি করা যায় :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلَىٰ نَافِعًا وَرِزْقًا رَأِسَمَا وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ شَرٍّ

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিওৰ ওয়া রিষকান ওয়াসিওৰ ওয়া শিকাঅান মিল কৃত্তি দাইন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, হজল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

এরপর প্রতি ছয়ুক পানি পানে বলা যেতে পারে - বিসমিল্লাহি ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এরপর বকুল, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, হজল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

এরপর প্রতি ছয়ুক পানি পানে বলা যেতে পারে - বিসমিল্লাহি ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এরপর বকুল :

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহ হামদু লিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি।

হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণনায় “হযরত মোহাম্মদ (সা) যেভাবে হজ্জ করেছেন” সে আলোচনায় বলা হয়েছে, “এরপর তিনি যথব্যমের কাছে গিয়ে যথব্যমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় চাললেন” (আহমদ)। কাজেই আপনারা এ পানি পান করবেন এবং মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

### ১৫. সাঁই

সাঁই শব্দের অর্থ হলো দৌড়ানো বা চেষ্টা করা। হজ্জ ও উমরা’র পরিভাষায় সাঁই হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার যাওয়া-আসা করাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টির কেবলমাত্র চিহ্ন/নির্দশন রাখা হয়েছে এবং সাঁই করার অংশটুকু টাইলস ও এসি করে গ্যালাক্ষী করে দেয়া হয়েছে। তবে দ্রুত দৌড়ানোর জন্য কিছু অংশ সবুজ বাতি হারা চিহ্নিত করা আছে। পুরুষদের জন্য ঐ হানাইকু দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নত। সাঁই করা ওয়াজিব এবং তাওয়াফ শেষ করার সাথেই সাঁই করা সুন্নত।

### সাঁইর ঐতিহাসিক পটভূমি

হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর জী বিবি হাজেরা ও দুঃখপোষ্য শিশু ইসমাইল (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে মধ্যার মুক্ত প্রান্তরে রেখে চলে গেলেন। তাঁদের সাথে কিছু খেজুর ও পানি ছিল। কিছু দিন পর ধারারের পানি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে শিশু সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মা হাজেরা উদয়ীর হয়ে পড়লেন। তিনি বিচলিত হয়ে সাফা পাহাড়ে উঠে পড়লেন। পাহাড়ের শীর্ষ থেকে কোন জনবাসৰ না দেখে বা পানির সঞ্চান না পেয়ে তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। সমতল ভূমির একটি স্থান থেকে তার সন্তানকে দেখতে না পেয়ে তিনি উক্ত স্থান দৌড়িয়ে পার হয়ে মারওয়া পাহাড়ে নিয়ে উঠলেন। পাহাড়ের উপর থেকে সন্তান দেখতে পেলেও কোন পানির সঞ্চান না পেয়ে আবার নেমে এলেন। এভাবে সমতল পেলেও কোন পানির সঞ্চান না পেয়ে আবার নেমে এলেন। এভাবে সমতল এলাকার একটি স্থান থেকে সন্তানকে দেখতে না পাওয়ার কারণে তিনি দৌড়ে ঐ স্থান পার হতে থাকলেন। উক্ত স্থানটিই সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এজন্য উক্ত স্থান পুরুষদের জন্য দৌড়ে অতিক্রম করা সুন্নত। সন্তানের একটু পানির জন্য তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়বরের মাঝে ৭ বার দৌড়ানোড়ি করলেন। সন্তুষ্যবারে মারওয়া পাহাড় থেকে নেমে সন্তানের কাছে এলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তার সন্তান হযরত ইসমাইল (আ)-এর পায়ের কাছে একটি পানির উৎস। তিনি বাস্তুকু দিয়ে বাঁধ তৈরী করে সে পানিকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেন। আল্লাহর অসীম কুণ্ডরতে সে উৎস গভীরে পরিষ্কত হয়ে এক অতল কৃপের সৃষ্টি হলো যা আজও যথমযথ কৃপ নামে পরিচিত। মা হাজেরার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে আঙ্গণ প্রচেষ্টা এবং অবেষ্টণের উদ্দেশ্যে সাঁই প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা ওয়াজিব আরকানে পরিষ্কত করা হয়েছে (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮)।

### ১৫.২. সাঁই কিভাবে করা হবে

(১) হাজরে আসওয়াদ ইতিলাম করা : যথব্যমের পানি পান করার পর এবং সাঁই করার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ এ নৃম বাবের মত ইতিলাম করে বা হাত উপরে ভুলে ইশারা করে বলতে হবে -

বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ

সাঁই করার সময় এটি বস্তা সুন্নত। এরপর সাঁই করার জন্য অগ্নসর হতে হবে।

(২) সাফা পাহাড় হতে সা'ই আরঙ্গ : সাফা পাহাড়ের নিকটে শিয়ে কা'বা  
শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং হাত তুলে দু'আ করুন। এটি দু'আ  
করুনের হাল। অতঃপর সা'ইর জন্য নিয়ত করুন।

নিয়ত : হে আল্লাহ! আমি সা'ই করার জন্য সাফা ও মারওয়া এর মাঝে ৭  
বার প্রদক্ষিণ করার নিয়ত করছি। আপনি এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন  
এবং করুণ করুন।

(৩) সবুজ বাতি স্থানে দ্রুতভাবে চলা : এভাবে দু'আ, দরুদ এবং সংক্ষিপ্ত  
মুনাজাত করে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে। কিছুব্যব  
হেতেই সবুজ রঙের বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থান দেখা যাবে। এ অংশের হানটকু  
তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে হবে। এ স্থানে নিম্নের দু'আটি  
গড়তে হবে-

رَبِّ اغْنِنِي وَارْحُمْ وَأَنْتَ أَلْأَكْرَمُ

উচ্চারণ : বাকিগুলির খ্যারহ্যম ওয়া আনতাল আ'আয়হুল আকরাম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপাদক। আমাকে কৃত্তি করুন, দয়া করুন। আপনি  
মহাপ্রাতিমশালী, মহাসম্ভানী।

প্রিয় মা-বোন মনে রাখবেন, মহিলাদের এখানে দৌড়াতে হবে না। আপনারা  
স্বাভাবিকভাবে চলবেন।

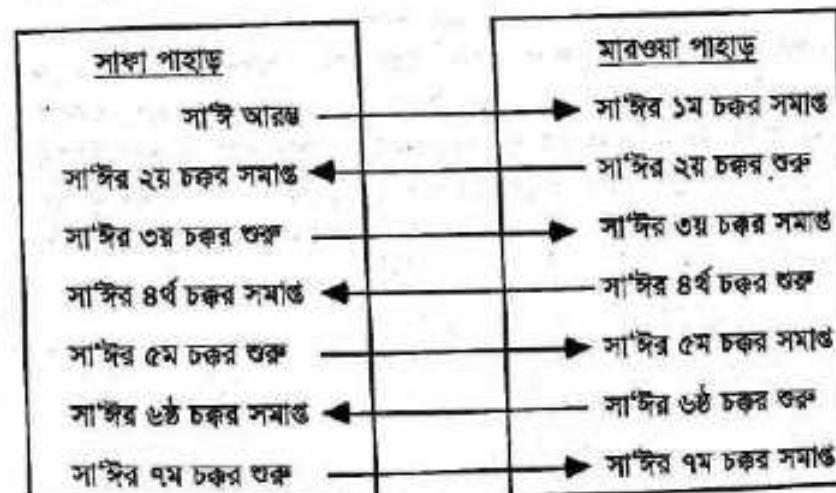
(৪) মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর : এরপর স্বাভাবিক গতিতে নতুভাবে  
মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে থাকুন। মুখে বিভিন্ন দু'আ, দরুদ, তাসবীহ,  
তাহলীল এবং গভীর আন্তরিকভাবে সাথে আল্লাহর একত্ববাদ ও আল্লাহর প্রশংসন  
করে মনের মত করে দু'আ করতে করতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছতে হবে।  
এমনকি বাংলা ভাষায় দু'আ করতে থাকুন। মনে রাখবেন সাফা ও মারওয়া  
পাহাড়ে দু'আ করুল হয়। এভাবে সাফা পাহাড় হতে মারওয়া পর্যন্ত পৌছালে  
সা'ইর ১ম চক্রের সমাপ্ত হবে।

প্রিয় মা-বোন, সা'ইর মাঝে আপনার ইচ্ছামত দু'আ করবেন। অনেকেই এ  
সময়ে উত্তেজনার বশে দু'আ করার মত কথাগুলো ঝুঁঝে পান না। তাদের  
সুবিধার জন্য এ পুস্তকের 'তাওয়াক ও সা'ই' নামে আলাদা একটি অধ্যায়ে  
সা'ইর ৭ বার প্রদক্ষিণ করার জন্য আলাদা আলাদা দু'আ তুলে ধরা হয়েছে।  
তবে এ দু'আই যে করতে হবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট কথা নেই।

(৫) মারওয়া পাহাড় : মারওয়া পাহাড়ের শেষের উঠে কা'বা ঘরের দিকে  
মুখ করে দাঁড়িয়ে ৩ বার আল্লাহ আকবার বলে সাফা পাহাড়ে যেতাবে দু'আ  
মোনাজাত করা হয়েছে (গুরু নিয়ত ছাড়া) সেভাবেই হাত তুলে দু'আ মোনাজাত  
করুন। এরপর সা'ইর ২য় চক্রের দেয়ার উদ্দেশ্যে মারওয়া হতে সাফা করে  
যত্নসর হতে হবে। দু'আ-দরুদ পড়তে পড়তে এগিয়ে শিয়ে একইভাবে সবুজ  
বাতি চিহ্নিত স্থানে পূর্বের মত দৌড়িয়ে (মহিলাদের দৌড়াতে হবে না) এবং  
বাতি চিহ্নিত স্থানে পূর্বের মত দৌড়িয়ে (মহিলাদের দৌড়াতে হবে না) এবং  
যত্নসর হতে হবে।

(৬) সা'ই সমাপ্ত : পুনরায় সাফা পাহাড়ে পূর্বের নিয়মে দু'আ মোনাজাত  
ইত্যাদি করে সা'ই শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে পৌছালে সা'ইর ৩য় চক্রে সমাপ্ত  
হবে একই নিয়মে সা'ইতে ৭ বার চক্র দিতে হবে। সা'ইর সপ্তম চক্রে মারওয়া  
পাহাড়ে শিয়ে শেষ হবে। অর্থাৎ সাফা পাহাড়ে সা'ই আরঙ্গ করতে হবে এবং  
মারওয়া পাহাড়ে শিয়ে সা'ইর ৭ম চক্রে শেষ হবে।

(৭) সাফা পাহাড়ে-সা'ই আরঙ্গ এবং মারওয়া পাহাড়ে-সা'ই সমাপ্ত নিম্নে  
দেখানো হলো :



১৬. দু'আ মোনাজাত : সা'ইর সপ্তম চক্রে শেষ করে মারওয়া পাহাড়ে  
বসে অথবা দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া  
আদায় করে মনের মত দু'আ মোনাজাত করে সা'ই সমাপ্ত করতে হবে।

১৭. দুই রাকায়াত নামায আদায় : মাক্কার সমস্ত না হলে সাই সমাখ্য করে আল-হারামে ওকরিয়া আদায় করে দুই রাকায়াত নামায পড়া মুতাহাব ।

১৮. মাথা মুওন/চূল ছেট করা : সাই শেষ করে পূর্ণবগৎ তাদের মাথা মুওন করবেন অথবা তাদের চূল একেবারে ছেট করে কেটে/ছেটে ফেলবেন। মাথা মুওন ও চূল একেবারে ছেট করে হাঁটা দুটিই পূর্ণবগৎ তাদের জন্য জারুয়ে। তবে মাথা মুওন করাই উচ্চতম। মহিলাদের জন্য তাদের চূলের আগা থেকে সামান্য পরিমাণ আঙুলের এককভাবে চূল কেটে ফেলতে হবে। মাথা মুওন করা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ (Forbidden) ।

১৯. উমরা সমাঞ্জ : মাথা মুওন বা চূল কাটা বা হাঁটার পর উমরা সমাঞ্জ হবে। এ সময় ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যেতে হবে। এর অর্থ হলো ইহরাম অবহ্যায যে কাঞ্চনপো করা নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল তা আর প্রযোজ্য নয়। স্বাভাবিক পোশাক-পরিধন পরে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা যাবে। আল্লাহ রাবুল আলামিন-এর দরবারে ওকরিয়া আদায়ে হবে যে, তিনি আপনাকে উমরা করার সুযোগ দান করেছেন এবং আপনার সৃষ্টিকর্তার নিদেশিত গথে বাকী জীবন পরিচালনার জন্য তাঁর কাছে মিনতি জানাতে হবে।

২০. নকল তাওয়াফ : ওগৱে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আপনি যতবার সভ্য উমরা করতে পারেন এবং আপনি যদি নকল তাওয়াফ করতে চান তাহলে ওগৱের একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। তবে যদে রাখবেন, নকল তাওয়াফে ইহরাম বাঁধতে হবে না। এ তাওয়াফে রমল নাই, ইজতিবা নাই এবং এমনকি নকল তাওয়াফে সাই করতে হয় না। শুধুমাত্র নিয়ত করে ওগৱের নিয়মে কা'বার ন বার প্রদক্ষিণ করে দুই রাকায়াত ওয়াজিবুত-তাওয়াফ নামায আদায় করলেই নকল তাওয়াফ সমাঞ্জ হয়। যকান্ন অবস্থানকালে বেশী বেশী নকল তাওয়াফ করবেন।

### মুকায় প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ

“হ্যব্রত মোহাম্মদ (সা) যেতাবে হজ করেছে” জাবের (রা)-এর বর্ণনার অঙ্গ হতে উচ্চত—

আমরা হ্যব্রত মোহাম্মদ (সা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ এসে পৌছলাম। সময়টা ছিল বিলহজের চার তারিখ তোরবেলা।

নবী করিম (সা) মসজিদের দরজার সামনে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উট বসালেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন।

তিনি হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।

এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে চললেন। অতঃপর তিনি তিনি চক্রে রমল করতে করতে হাজারে আসওয়াদের কাছে আসলেন। আর চতুর্ব চক্রে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন।

এরপর মাকামে ইবরাহীম (আ)-এ পৌছে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

وَأَتْخُذُوا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلٍ .

উক্তারণ : উয়াত্তারিয় মিম মাকাম ইবরাহীম মুসাফ্যা।

অর্থ : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও। তিনি উচ্চবরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন যাতে লোকেরা ঘনত্বে পার।

এরপর মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বৃহত্তুল্লাহ এর স্বাক্ষানে রেখে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করলেন।

তিনি এ দু'রাকায়াত সালাতে সূরা কাফিলুল ও সূরা ইখলাস পড়েছিলেন।

এরপর হ্যব্রত মোহাম্মদ (সা) যমযমের কাছে গিয়ে যমযমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় ঢাললেন।

এরপর তিনি হাজারে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা স্পর্শ করলেন।

নবী করিম (সা) তারপর সাফা দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন :

إِنَّ الصُّنْتَا وَالرَّوْءَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدًا بِسْمَ اللَّهِ يَرْبِّ الْعَالَمِينَ .

অর্থ : নিচিয়াই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমিও তা দিয়ে শুরু করছি।

অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্রিত, বড়ত ও প্রশংসনোৱা ঘোষণা দিয়ে বললেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ السُّلْطُنُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُبَخِّرُ وَيُبَشِّرُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْجَزْرُ وَعَذَّةُ وَتَصْرِّفُ عَبْدَهُ وَهُمُ الْأَخْرَابُ  
وَحْدَهُ .

অতঃপর এর মাঝে তিনি দু'আ করলেন এবং একপ তিনবার পাঠ করলেন।

অতঃপর সাফা পাহাড়ে যা করেছিলেন মারওয়া পাহাড়েও তাই করলেন।

এরপর নবী করিম (সা)-এর নির্দেশে নবী করিম (সা) ও যাদের সাথে হাদী ছিল তারা হাড়া সবাই হালাল হয়ে গেল এবং চূল ছেট করল।

অতঃপর বখন তারবিয়া দিবস (যিশহজের আট তারিখ) হলো, তখন তারা তাদের আবাসস্থল বাত্তা থেকে হজের ইহরাম বেঁধে মিনা অভিযুক্ত রওয়ানা হলেন।

## তাওয়াফ ও সাঁই

প্রিয় পাঠক! উমরা অধ্যায়ে তাওয়াফ ও সাঁই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ অধ্যায়ে তাওয়াফ ও সাঁই সম্পর্কে বিস্তারিত লিখা হয়েছে। এমনকি তাওয়াফ এর প্রতিটি চকরের সময়ে করণীয়সহ বিভিন্ন দু'আ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তাওয়াফের প্রতিটি চকরের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দেখেছি, পরিক কাঁবা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মা-বোন আবেগ-আপৃত হয়ে পড়েন। তারা সেখানে তাওয়াফের সময় সঠিকভাবে দু'আ-স্মরণ মনে করতে পারেন না। এছাড়া কিন্তু কিন্তু মা-বোনকে দেখেছি তারা তাদের খামী, পিতা, তাই বা মাহরাম এর উপর এমনভাবে নির্ভরশীল থাকেন যে, মাহরাম সামনে থেকে যে দু'আ করতে থাকেন পিছনে থাকা মা-বোনেরাও সেই দু'আ শব্দে সেটা বলার চেষ্টা করেন। এতে প্রচণ্ড ভিড় আর বেশী মানুষের কোলাহলে মাহরাম এর উচ্চারিত দু'আ মা-বোনের ঠিকমত শব্দতে না পেয়ে ভুলভাবে উচ্চারণ করেন, অনেক সময় অনেক শব্দও (Word) ছুটে যায়। এতে করে দু'আ'র অর্থও পরিবর্তন হয়ে দু'আ সহীহ বা সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রত্যেক মা-বোন যেন নিজেরা নিজেদের মত করে তাওয়াফ ও সাঁইর প্রতিটি চকরে দু'আ করতে পারেন বা তাদের সহায়ক হতে পারে বিবেচনায় এই অধ্যায়ে তাওয়াফ এর সাত চকর এবং সাঁইর সাতবার প্রদর্শনের অন্ত আলাদা আলাদাভাবে আরবীতে, বাংলায় উচ্চারণ এবং অর্থসহ দু'আ সংগ্রহ করে তুলে ধরা হলো।

আমাদের গ্রাম-গ্রামের অনেক মা-বোন বাহ্লা পড়তে না জানলেও আরবী পড়তে জানেন, তারা আরবীতে দু'আ করতে পারবেন। অনেকে আরবী জানেন না, তারা 'বাংলায় উচ্চারণ' ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে শুধু বাহ্লা ভাষায় তাঁর মনের আকৃতি তুলে ধরতে বেশী বাঙ্গল্য বোধ করেন, তাঁরা শুধু অর্থ পড়ে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাতে পারেন। আমি বার আবার মা-বোনকে শব্দণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাওয়াফ এবং সাঁইর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ

নেই। কাজেই এখানে যে দু'আগলি উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল আপনাদের সহায়তা করার জন্য। কাজেই আপনারা সেগুলো পড়তে পারেন-এর পাশাপাশি নিজের মত করে আপনাদের মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা এবং দু'আ করুন। দু'আ করুলের জন্য বিশেষ স্থান ও সময় হলো তাওয়াফ, মাকামে ইত্তাহীম, মূলতায়াম ও সাঁই করার সময়গুলো।

কাজেই প্রিয় মা-বোনেরা, ফর্মালতের এই সময়গুলো কাজে লাগানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজে পড়ুন, জানুন এবং নিচে উল্লিখিত পদ্ধতি কাজে লাগান। তাওয়াফ ও সাঁইর জন্য সুনিদিষ্ট কোন দু'আ না থাকলেও আপনাদের সহায়তা করার জন্য আমার এ প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ তা'আলা ফলপ্রসূ করুন। আমিন!

### তাওয়াফ শুরু

**১.১ প্রস্তুতি :** তাওয়াফ করার সময় ইহরামের যে চাদর পরা থাকে তা ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে নিতে হয়। অর্ধেৎ ডান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। একুপ করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নফল তাওয়াফে ইজতিবা নেই।

প্রিয় মা-বোনেরা, মনে রাখবেন মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নেই।

### ১.২ তাওয়াফের জন্য শুধু থাকতেই হবে।

**১.৩ তাওয়াফ আরম্ভ করার স্থান-কা'বা ঘরের যে কোণায় হাজরে আসওয়াদ আছে (সবুজ লাইট ছালানো থাকবে) সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে।**

**১.৪ হাজরে আসওয়াদ-কা'বা ঘরের সামনে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর)** এর বরাবর এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার বাম দিকে থাকে। এ স্থানটি প্রদর্শনে আপনাকে সহায় করবে উপরে সবুজ বাতি অথবা থাকে। এখানে নিচে মেঝেতে কালো দাগ করা। এই টিপ্পিটি আপনার স্থুরে থাকবে। এখানে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করা ছাড়াই আপনি উমরার তাওয়াফ বা আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণের জন্য নিয়ত করুন।

### ১.৫ নিয়ত

اللَّهُمَّ أَرِنِي طَرَفَ بَيْنَكَ الْعَرَامَ سَبْعَةَ أَشْرَاطٍ فَسِرْهُ لِي وَتَبَلْهُ مِنِّي .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইলী উরীদু তাওয়াফ বায়তিকাল হরামে সার'আতা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসসিরহ নী ওয়াতাকাকবাল-হ মিন্নি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার এই পরিব্রাগ গৃহ এবং বার প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা কবুল করে দিন।

**১.৬ নিয়তের পর অত্যন্ত আসব-কায়দা ও স্থ্রতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিচের দু'আ পড়বেন।**

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ

اللهِ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ بِكَتَابِكَ وَقَوْمَكَ بِعَهْدِكَ وَإِيمَانِكَ لِسْتَ بِتَمِيقَ وَحِبِّيْكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

উচ্চারণ : বিচারিত্বাই আল্লাহ আকবার, লা-ইলাহা ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়াহহাল্লাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহমা ইয়া-নান বিকা ওয়া তাসদিকান বি-কিতাবিকা ওয়া ওয়াফা-আল বিআহদিকা ওয়াতিবাআন লিস্তুরাতি নাবিয়িকা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মদিন সান্ধান্নাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম।

অর্থ : আল্লাহর নামে তাওয়াফ আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ ব্যক্তিত আর কোন মাঝুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে দর্কন পড়ছি। হে আল্লাহ! আপনার উপর ঈমান এনে, আপনার কিতাবের ওপর বিশ্বাস নেবে, আপনার সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা পালনার্থে আপনার প্রিয় নবী ও হাবীব হ্যাত মুহাম্মদ (সা)-এর ভক্তিকা অনুসরণ করে আমি এ কাজ করছি।

**১.৭ নিয়তসহ তাওয়াফের বিভিন্ন চক্রের নিয়মাবলী**

দ্রষ্টব্য : প্রিয় মা-বোনেরা, তাওয়াফগ্রহণ অবস্থার হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া বা ইশারা করা ব্যক্তিত তাওয়াফ করাকালীন কা'বা শরীফ এর দিকে স্থুর করে বা পিছন ফিরে দাঁড়ানো থাবে না। অর্ধেৎ কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাওয়াফ করা ঠিক নয়।

### ১.৭ নিয়তসহ তাওয়াফের বিভিন্ন চক্রের নিয়মাবলী

নবী করিম (সা)-এর অনুসরণে কা'বা ঘর সাত চক্র করা প্রদক্ষিণ এর

মাধ্যমে তাওয়াফ করবেন। তিনবার স্রূত গতিতে অর্থাৎ রূমল করে এবং চার বার বাতাবিক গতিতে চলবেন (বুখারী)।

প্রিয় মা-বোনেরা, মহিলাদের জন্য তাওয়াফের ৭ চকরেই বাতাবিক গতিতে চলতে হবে।

১.৮ তাওয়াফের স্থানে কাঁবা ঘরের এক কোণে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর নামক এক খঙ্গ বেহেতু পাথর রয়েছে। এই পাথরের কোনাকুনি ডানদিক বরাবর ঢেকে পড়ার মত স্বীজবাতি আছে - সেই বাতি বা স্থান হতে আরুত করে আপনার হাত হাজরে আসওয়াদ এর দিকে উঠিয়ে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ” তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাওয়াফ শুরু করুন। তাঙ্কণিকভাবে বা একই সঙ্গে তাওয়াফের প্রতি চকরের উপরে নিচের দু'আ বলে তাওয়াফ শুরু করুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا  
بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْقَيُومُ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ .

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্মদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্মদু লিল্লাহি ওয়া লা শারী-কা শাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহু হামদু ওয়া ছ্যা আলা কুওয়াতা ইলা বিরাহিল আলিয়িল আধীম। সুবহান আল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্ম আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসালাম। আল্লাহমা ইমানান বিকা ওয়া তাসদীকান বি কিতাবিকা ওয়া-ওয়াফাআন বিআহদিকা ওয়া ইতিবাাআন লিসুন্নাতি নাবিয়িকা ও হারীবিকা সার্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালাম। আল্লাহমা ইল্লী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল সুয়াফাতাদ দা-ইমাতা ফীদ দীনি ওয়াদসুমইয়া ওয়াল আবিরাতি ওয়ালফাওয়া বিলজ্ঞান্নাতি ওয়াল নাজাতা মিনান নার।

অর্থ : আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন স্ফুরতা নাই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত শাস্তি ও দয়ার ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ ঈকার করছি এবং আপনাকেই সত্য জেনেছি এবং আপনার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও প্রিয় হৃষীব আমাদের নেতা হয়রত মুহাম্মদ সালাহু আলাইহি ওয়া সালামাহের সুন্তরে তাবেদোরী করে আপনার এবং

প্রশংসা দেই সত্ত্বারই। পবিত্রতা দেই আল্লাহর যিনি মহান। কোন প্রার্থনা করছি সেই মহান আল্লাহর নিকট, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরজীব এবং আমরা তাঁরই নিকটে তওবা করছি।

## ২. তাওয়াফের ১ম চকর

\* তাওয়াফের সময় জন মোড়ে চলতে চলতে পড়বেন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا  
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ وَوَقَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ  
وَخَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ  
الْعَفْوَ وَالْغَافِيَةَ وَالْمَعْفَافَةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالْفَغْرَبَ بِالْجَنَّةِ  
وَالْجَنَّةَ مِنَ النَّارِ .

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্মদু আকবার। ওয়ালা হাত্তা, ওয়ালা কুওয়াতা ইলা বিরাহিল আলিয়িল আধীম। ওয়াসালাতু ওয়াসালামু আলা রাসূলিল্লাহি সালাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসালাম। আল্লাহমা ইমানান বিকা ওয়া তাসদীকান বি কিতাবিকা ওয়া-ওয়াফাআন বিআহদিকা ওয়া ইতিবাবাআন লিসুন্নাতি নাবিয়িকা ও হারীবিকা সার্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালাম। আল্লাহমা ইল্লী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল সুয়াফাতাদ দা-ইমাতা ফীদ দীনি ওয়াদসুমইয়া ওয়াল আবিরাতি ওয়ালফাওয়া বিলজ্ঞান্নাতি ওয়াল নাজাতা মিনান নার।

অর্থ : আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন স্ফুরতা নাই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত শাস্তি ও দয়ার ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ ঈকার করছি এবং আপনাকেই সত্য জেনেছি এবং আপনার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও প্রিয় হৃষীব আমাদের নেতা হয়রত মুহাম্মদ সালাহু আলাইহি ওয়া সালামাহের সুন্তরে তাবেদোরী করে আপনার এবং

নিকট দেওয়া ওয়াদা পালন করেছি। হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমার দরজা আমার জন্য সর্বাদা খোলা রাখুন এবং মুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে কল্পণ দান করুন। বেহেশত দান করে আমাকে সাক্ষ্য প্রদান করুন এবং জাহানামের আগন হতে আমাকে রক্ষা করুন।

২.১ এরপর নিজের মনের মত করে দু'আ করুন।

২.২ করক্তে ইয়ামানী-কা'বা ঘৰের ক্ষেত্রে কোনা ঘূরে আসার পর আপনি চতুর্থ কোণায় উপস্থিত হবেন সেটি রোকনে ইয়ামানী নামে পরিচিত। অন্যকথায় কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনাকে 'রোকনে ইয়ামানী' বলে। রোকনে ইয়ামানীর কাছে এসে সম্মুখ হলে দুই হাত দিয়ে অথবা গুড় জান হাত দিয়ে এটি স্পর্শ করা যায়। সম্ভব না হলে টেলা-টেলি করে স্পর্শ করা জরুরী নয়। রোকনে ইয়ামানীতে চুম্ব দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রোকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থানে ঝুটার সময় যেতে যেতে নিয়োজ দু'আটি করুন। উল্লেখ্য, এ স্থানে এ দু'আটি হয়েজ রাসূল কানীয় (সা) নিজে পঢ়েছিলেন:

رَبُّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّفِينَا عَذَابُ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা কিন মুনইয়া হাজানাতৌও ওয়াকিল আখিরাতি হাজানাতৌও ওয়াকিলা অর্থা-বাননার। ওয়া আদ-খিলাফ জাজ্জাতা মা'আল আবরার। ইয়া আবিশ্ব, ইয়া গাফকার, ইয়া রাব্বাল 'আলাহীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! মুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে কল্পণ দান করুন, জাহানামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান। আর পুণ্যবানদের সঙ্গী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাতিমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

২.৩ এ দু'আ পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদ এর কোন ব্রাহ্মণ পৌষ্টি এক চক্র শেষ হু।

৩. তাওয়াফের দ্বিতীয় চক্র

হাজরে আসওয়াদের নিকট এলে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ২য় চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتُ بِيَسْكُنَةِ النَّحْرِمَةِ وَالْأَمْنِ أَمْنَكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَإِنَّ

عَبْدَكَ وَابْنَ عَبْدَكَ - وَهُذَا مَقْصُمُ الْعَائِذِ يَكُونُ مِنَ النَّارِ - نَحْرَمُ لِحُوْمَتَنَا وَشَرَّتَنَا

عَلَى النَّارِ - اللَّهُمَّ حَبْبُ الْمَنَّا الْأَيْمَانَ وَرَبِّتَنَّا فِي قُلُوبِنَا وَكَنَّ الْبَنَّ الْكَثَرَ

وَالْمَسْوَقَ وَالْعَصِيَّانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ قَنِّيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

উচ্চারণ : আল্লাহমা ইন্না হাযাত বাইতা বাগ্তুকা ওয়াল হারাম হারামুকা ওয়াল আমনা আমনুকা ওয়াল আবনা আবনুকা ওয়া আনা আবনুকা ওয়াবনু আবদিকা ওয়া হায়া মাকামুল আ-য়িথিবিকা মিনান নার। ফা-হাররিম লুহমানা ওয়া বাশারাতানা আলান নার। আল্লাহমা হাকিম ইলাইলাল ইমানা ওয়া যাইয়িনছ ফী কুল্বিনা ওয়া কাররিহ ইলাইলাল কুফুরা ওয়াল ফুস্কা ওয়াল ইসইয়ানা ওয়াজালনা মিনার জাপিদীন। আল্লাহমা কিনী আবাবাকা ইয়াওয়া ভাবআশু ইবাদাকা। আল্লাহমা মুকনিল জামাতা বিগাহিরি হিসাব।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ ঘর আপনারই ঘর। এ হারাম আপনারই হারাম। এর নিরাপত্তা আপনারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। বাস্তুগণ আপনারই বাস্তা। অমিও আপনারই বাস্তা এবং আপনার বাস্তার স্থান। দোষবের আগ্নেয় হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাওয়ার এটাই যে প্রকৃত স্থান। অতএব আপনি আমাদের দেহের গোশ্ত ও চর্মকে দোষবের আগ্নেয়ের প্রতি হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! ইমানকে আমাদের নিকট প্রিয়তর করে দিন এবং আমাদের অঙ্গরসমূহে একে আকর্ষণীয় করে ফুলুন। কুফুরী, অবাধ্যতা ও অপ্রাপ্য প্রবণতার প্রতি আমাদের অঙ্গরসমূহে ঘৃণার সকার করুন এবং আমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানান। হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বাস্তুগণকে বিচারের জন্য সমবেত করবেন, সেদিনের শান্তি হতে আমাকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাকে বিনা বিচারে বেহেশত নসীব করুন।

৩.১ এরপর নিজের মনে যে দু'আ করতে ইচ্ছে করে তাই করুন।

৩.২ করক্তে ইয়ামানীতে সভ হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে স্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন

رَبُّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّفِينَا عَذَابُ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** রাকবানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাছনাত্তি ও ওয়াফিল আবিরাতি হাছনাত্তি ও ওয়াকিনা আধা-বান্দার। ওয়া আদ-বিলনাল জান্নাতা মা 'আল আবরার। ইয়া আবিসু, ইয়া গাফকারু, ইয়া রাকবাল 'আলামীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবানগণের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৩.৩ এভাবে ঘূরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে ২য় চক্র শেষ হলো।

#### ৪. তাওয়াকের তৃতীয় চক্র

পূর্বের মত ঘূরে হাজরে আসওয়াদের সাথনে এলে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

**بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

"বিসমিল্লাহী আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৩য় চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَالشَّرِكِ وَالشَّعَّاقِ وَالنَّفَّاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ  
وَسُوءِ النَّظَرِ وَالسَّتْنَقِ فِي السَّالِ وَالآهَلِ وَالوَلَدِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ رِصَانِكَ  
وَالجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহমা ইন্নী আউযুবিকা মিলাশ শাকুকি ওয়াশ শিরকি ওয়াশ শিকাকি ওয়াল নিফাকি ওয়া সু-ইল আখ্লাকি ওয়া সুইল মানবারি ওয়াল মুনকালিবি ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়াল ওয়ালাদি। আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়ালু আলাতি ওয়া আউযুবিকা মিল সাখাতিকা ওয়ান্দার। আল্লাহমা ইন্নী আউযুবিকা মিল ফিত্নাতিল কাবরি ওয়া আউযুবিকা মিল ফিত্নাতিল মাহুইয়া ওয়াল মামাতি।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আমার ঈমানের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ, শিরকী, বিভেদ-বিজ্ঞিনীতা, নিষাকি, চরিত্রাত্তা, বদচরিতা, কুদুষ্ট ও মন্দ দৃশ্য দর্শন এবং বাড়ি কিরে আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন, সন্তানদির বিনাশ দর্শন হতে আপনার দরবারে অশ্রয় চাহি। হে আল্লাহ! আপনার সম্মুষ্টি এবং বেহেশতই

আপনার কাছে কাম্য। আপনার অসম্মুষ্টি এবং জাহান্নামের আশঙ্ক হতে আপনার দরবারে আশি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! কবরের মহাপর্তীক্ষা এবং জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় বিপর্যয় হতে আপনার দরবারে আশ্রয় চাহি।

৪.১ এরপর নিজের মন যা চায় সে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৪.২ কৃকনে ইয়ামানীতে সম্ভব হলে ইতিলাম অর্থাৎ হাতে স্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত ঘেটে ঘেটে পড়বেন।

**رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّفِينَا عَذَابًا ثُلَّا وَأَدْخَلَنَا  
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَنَّامُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .**

**উচ্চারণ :** রাকবানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাছনাত্তি ও ওয়াফিল আবিরাতি হাছনাত্তি ও ওয়াকিনা আধা-বান্দার। ওয়া আদ-বিলনাল জান্নাতা মা 'আল আবরার। ইয়া আবিসু, ইয়া গাফকারু, ইয়া রাকবাল 'আলামীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবানগণের সংগী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৪.৩ এভাবে ঘূরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে ৩য় চক্র শেষ হলো।

#### ৫. তাওয়াকের চতুর্থ চক্র

পূর্বের মত ঘূরে হাজরে আসওয়াদের সাথনে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

**بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

"বিসমিল্লাহী আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৪য় চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي حَاجًا مَبْرُورًا وَسَعِيًّا مُشْكُورًا وَذَنِي مُغْفِرًا وَعَمِلًا صَالِحًا  
وَتَجْهَارًا لَنْ تَبُوئَنِي عَالَمًا فِي الصُّدُورِ وَأَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى  
النُّورِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ مُؤْجَبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَّائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسُّلَامَةَ مِنْ كُلِّ  
إِثْرٍ وَالغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ بُرُّ وَالفَرَّاءَ بِالْجَنَّةِ وَالنُّجَاهَةِ مِنَ النَّارِ رَبِّ فَتَعْنَى بِسَا  
رَزْقَنِي وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي وَخَلَفَ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لَنِي مِنْكَ بِخَيْرِ .

**উকারণ :** আল্লাহয় তালিহ হজানু মাবরুরান ওয়া সা-ইয়ানু মাশকুরান  
ওয়া বাহ্যানু মাগফুরান ওয়া আমালানু সালিহান ওয়া তিজারাতাল জান্তারুরা।  
ইয়া আলিমা মা ফিস্সুদুর, ওয়া আশ্রিজনী ইয়া আল্লাহ মিন্দ হুলুমাতি ইলানু  
নূর। আল্লাহয় ইন্নী আস্মালুকা মুজিবাতি রাহুমাতিক। ওয়া আয়া-ইয়া  
মাগফিরাতিকা ওয়াসু সালামাতা মিন কুণ্ডি ইসমিনু ওয়াল গানীমাতা মিন কুণ্ডি  
বিরুরি ওয়াল ফাতো বিলজান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনানু নার। বাকির কান্নী  
বিমা রাখাক্তানী ওয়া বারিক লী কী মা আ'তাইতানী ওয়াখ্লুক আলা কুণ্ডি  
গা-ইবাতিলু লী মিন্কা বিখায়র।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার এ হজকে মক্বুল হজ বানিয়ে দিন। আমার এ  
প্রচেষ্টাকে প্রথমযোগ্য করে নিন। আমার তনাহুরাশি মাফ করে দিন। সৎকর্মসমূহ  
ক্বুল করে নিন এবং আমার ব্যবসাকে জড়ত্বালী ব্যবসাতে পরিষ্কত করুন। হে  
অর্জ্যারি! হে আল্লাহ! আমাকে (গুমরাহীর) অক্ষকার হতে বের করে (হিদায়তের)  
আলোকে আলোকোজ্জ্বল করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে রহমত ও  
মাগফিরাতের উপকরণ চাই। সকল প্রকার তনাহু হতে বাঁচার এবং সর্বপ্রকার  
দেবী হতে উপকৃত হওয়ার তাঙ্গুলীক আমি আপনার দরবারে চাই। জান্নাত  
লাভের সাফল্য এবং দোষখ হতে মুক্তির দরখাত পেশ করছি। হে পরওয়ারদিগার!  
আপনি যে রিয়িক আমাকে দান করেছেন, তাতেই আমাকে তৃণ ও সহৃষ্ট রাখুন  
এবং আপনার প্রদত্ত নিয়ামতৱাজিতে আমাকে বরকত দিন। আমার সব অপূর্ণতাকে  
কল্পণারা পূর্ণ করে দিন।

৫.১ এরপর মন থা চায় সে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৫.২ কুকনে ইয়ামানীতে সম্বৰ হলে ইত্তিলাম অর্থাৎ হতে শ্পর্শ করে হজরে  
আসওয়াদ পর্যন্ত ঘেটে ঘেটে পড়বেন।

رَبَّنَا لِيَ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلَنَا  
الْجَنَّةَ سَعَ الْأَيْرَكَ يَا عَزِيزَ يَا غَفَّارَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

**উকারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাজানাত্তি ও ওয়াফিল আবিরাতি  
হাজানাত্তি ও ওয়াবিলা আয়া-বানলার। ওয়া আদ-বিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরাব।  
ইয়া আবিয়ু, ইয়া গাফুরাব, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্পণ  
দান করুন, জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান, আর পুণ্যবানদের সঙ্গী

করে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করুন। হে মহা পরাত্মশালী! হে কর্মশীল! হে  
বিশ্ব প্রতিপালক!

৫.৩ এভাবে ঘূরে হজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে চার চকর শেষ  
হলো।

৬. তাওরাকের পঞ্চম চকর

গুরৰে ঘূরে হজরে আসওয়াদের সামনে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাযদ" বলে যথানিয়মে  
৫ম চকর ঘূর করুন।

اللَّهُمَّ اظْلِنِي تَحْتَ طَلْلَ عَرِشَكَ يَوْمَ لاَ طَلْلَ وَلَا بَاقِي إِلَّا وَجْهُكَ  
وَاسْتَغْفِرُ مِنْ حَوْضِ تَبِيكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَبَةٌ مِنْ نَعْيَ  
لَا أَطْمَأْ بَعْدَهَا إِلَّا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنِّي أَسْتَلِكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلْتَكَ مِنْ تَبِيكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا سَعَادَيْكَ مِنْ تَبِيكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ اسْتَلِكَ الْجَنَّةَ وَتَعْيِمَهَا وَمَا يَقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ  
قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَصْلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا يُقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ  
عَصْلٍ .

**উকারণ :** আল্লাহরা আবিন্নানী তাহতা হিলি আবিন্নিকা ইয়াওমা লা যিল্লা  
ইল্লা যিল্লুকা, ওয়া লা বাকিয়া ইল্লা ওয়াজ্জুকা, ওয়াসুকিনী মিনু হাওয়ি সাবিয়িকা  
সায়িদিনা মুহাম্মাদিন সাহাজ্বাহ তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসান্নামা  
শারবাতানু হানীআতাম্ মারীআতান লা আয়মাতি বা'দাহা আবাদান। আল্লাহয়  
ইন্নী আস্মালুকা মিনু ধারিয়া মা সাআলাকা মিনু নাবিয়ুকা সায়িদুনা মুহাম্মাদুন  
সাহাজ্বাহ তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসান্নাম। ওয়া আজ্জুবিকা মিনু  
শারুরি মাস্তা'আবিরিকা মিনু নাবিয়ুকা সায়িদুনা মুহাম্মাদুন সাহাজ্বাহ তা'আলা  
আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসান্নাম। আল্লাহয় ইন্নী আস্মালুকাল জান্নাতা ওয়া  
নাইমাহ ওয়ামা ইউকারিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিনু আও ফিলিন আও আমালিন  
ওয়া আউয়ুবিকা মিনানলার, ওয়ামা ইউকারিবুনী ইলাইহা মিনু কাওলিন আও  
ফিলিন, আও আমালিন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাকে এই দিন আপনার আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যে দিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং আপনি ছাড়া কেউ ঢিকে থাকতে পারবে না। আমাকে আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা)-এর হাত্তি হতে সেই পানীয় পান করান, যে পানীয় পান করার পর আর কখনও আমি খিগসার্ত হব না। হে আল্লাহ! আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) আপনার কাছে যেসব কল্যাণ ও মৎস্য চেয়েছিলেন, আমিও সেগুলো আপনার নিকট চাই; এবং যে অকল্যাণ হতে আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও আপনার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বেহেশত ও তার নিয়মতন্ত্র এবং বেহেশতের নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমলের তৌঙ্কিক চাই; এবং দোষখ হতে এবং দোষখের নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমল হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

৬.১ এরপর শিজের মত করে ইস্লামত দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৬.২ কুকমে ইয়ামানীতে সভব হলে ইতিলাম অর্দাং হাতে স্পর্শ করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে পড়বেন।

رَبِّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِينَا عَذَابٌ النَّارِ وَأَدْخِنَا  
الجَنَّةَ مَعَ الْأَهْلَكِرِ يَا عَزِيزُنَا يَا غَنَّارُنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** রাবরানা আতিলা ফিদ দুনিয়া হাতুনাত্তি ও শয়াহিল আবিদাতি হাতুনাত্তি ও শয়াকিনা আবা-বাননার। শয়া আদ-বিলনাল জান্নাতা মাইল আবরার। ইয়া আবিযু, ইয়া গাফফার, ইয়া রাবরাল 'আলামীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিদাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহানাদের শান্তি হতে আমাদের বাঁচান, আর পৃষ্ঠবানদের সঙ্গী করে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাক্তমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

৬.৩ এভাবে ঘূরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে ৫ম চৰ শেষ হলো।

#### ৭. তাওয়াকের ষষ্ঠ চৰ

পূর্বের মত ঘূরে হাজরে আসওয়াদের সাথনে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, শয়া শিয়াহিল হামদ" বলে যথানিয়মে ৬ষ্ঠ চৰ শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىٰ حُقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا يَبْيَنُ وَيَبْيَنُكَ وَحْقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا  
يَبْيَنُ وَيَبْيَنُ خَلْقَكَ . اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا شَاغِرٌ لِّيٌ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ  
شَاغِلٌ عَنِّيٌّ وَأَغْنَيْتَ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مُعْصِيَكَ وَبِقُضَائِكَ  
عَنْ مِنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَجْهُكَ كَرِيمٌ وَإِنَّ يَا  
اللَّهَ حَلِيمٌ كَرِيمٌ عَظِيمٌ تَحْبُّ الْفَتوْعَافَعُ عَنِّيٌّ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহরা ইন্না লাকা আলাইয়া হকুকান কাসীরাতান্ ফীমা বাইনী শয়া বাইনা  
শয়া বাইনাকা ওয়া হকুকান কাসীরাতান ফীমা বাইনী শয়া বাইনা বালুকিক।  
আল্লাহরা মা কানা লাকা মিন্হ ফাগফিরহ লী ওয়ামা কানা লি খালুকিকা  
ফাতাহামাল্ল আল্লী, শয়া আগনিনী বিহালাসিকা আন হারামিকা শয়া বিতা'আতিকা  
আম মাসিয়াতিকা শয়া বিকাদলিকা আমমান সিওয়াক ইয়া শয়া সিওয়াল  
মাগফিরাত। আল্লাহরা ইন্না বাইতাকা আধীম, শয়া উহুজহাকা বারীম। শয়া  
আস্তা ইয়া আল্লাহ হাশিমুন কারীমুন আধীম, তুহিবুল আফওয়া ফাঅফুআল্লী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার অর্পিত অনেক হক বা দায়-দায়িত্ব  
আছে, যা কেবল আপনার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক হক বা  
দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যা আপনার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ!  
আমার ওপর আপনার যে হক আছে, তা ক্ষমা করে দিন এবং আপনার সৃষ্টির  
হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব আপনি বহন করুন। আপনার হালাল দ্বারা আপনার  
হারাম হতে আমাকে মুক্ত রাখুন। আপনার আন্দুগোর মাধ্যমে আমাকে আপনার  
নাফরমানী হতে বাঁচান। হে মহাক্ষমাশীল! আপনার অন্তর্হ দ্বারা অন্তরে মুখাপেক্ষী  
হওয়া হতে আমাকে বাঁচান। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার ঘর অতিশয় মর্যাদাবান  
এবং আপনি মহান ও দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি অতিশয় দয়ালু, সহনশীল ও  
মহান। আপনি তো ক্ষমা পছন্দ করোন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৭.১ এরপর আপন অনে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৭.২ কুকমে ইয়ামানীতে সভব হলে ইতিলাম অর্দাং হাতে স্পর্শ করে হাজরে  
আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে পড়বেন :

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَتَنِّا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا  
الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ بَارِغَنَارِ بَارِبَ الْعَالَمِينَ .

**উক্তাবণ :** রাববানা আতিনা ফিদনুনইয়া হাছনাত্তি ও শুয়াফিল-আবিরাতি হাছনাত্তি ও শুয়াফিল আধা-বাননার। তরু আদ-বিলনাল জান্নাত মাঝাল আবরার। ইয়া আয়িষু, ইয়া গাফকারু, ইয়া রাববাল 'আলায়িন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহানামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান আর পুণ্যবানদের সঙ্গে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাজয়শালী! হে ক্ষমাশীল!

৭.৩ এভাবে ঘুরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এসে ৬ষ্ঠ চক্র শেষ হলো।

#### ৮. তাওয়াকের সপ্তম চক্র

পূর্বের মত ঘুরে হাজরে আসওয়াদের সাথে এসে পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"বিসমিল্লাহী আল্লাহু আকবার, ওয়া শিল্লাহিল হামদ" বলে যথানিয়মে সপ্তম চক্র উভয় করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ أَنْتَكَ إِنْتَ كَامِلًا وَتَقْبِينَا صَادِقًا وَقُلْبًا خَائِسًا وَكَسَانًا ذَاكِرًا  
رِزْقًا وَاسِعًا وَكَسْبًا حَلَالًا طَيْبًا وَتَوْبَةً نُصُورَةً وَتَرْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ  
الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْفَقْوَ عنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ  
مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ بَارِغَنَارِ وَتَنِّي زَنْسِي عَلِيًّا وَالْحَسْنَى بِالصَّالِحِينَ .

**উক্তাবণ :** আল্লাহ ইন্নী আসওয়াদুক সৈমানালু কামিলালু ওয়া ইয়াকীনালু সানিকালু ওয়া কুলবান খালিজান ওয়া লিসানাল শাকিবান ওয়া রিয়কান ওয়া-সিআন ওয়া কাসবান হালালালু তারিয়বান ওয়া তাওবাতান নাসুহাতান ওয়া তাওবাতান কাববাল মাওতি ওয়া রাহাতান ইনদাল মাওতি ওয়া মাগফিলাতান ওয়া রাহমাতান শাল মাউত, ওয়াল আকওয়া ইনদাল হিসাবি ওয়ালফাওয়া বিলজান্নাতি ওয়াননাজাতা মিনান্নার। বিরাহমাতিক ইয়া আয়িষু, ইয়া গাফকারু, রাখি বিসলী ইলমাল ওয়ালহিকনী বিসসলিহীন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ দৈবান, সভিকারের বিশ্বাস, ভীত হৃদয়, যিকিরে লিঙ্গ জিহবা, স্বচ্ছ জীবিকা, পবিত্র ও হালাল রোজগার, বাটি তৎপৰা, মৃত্যুর পূর্বে তৎপৰা, মৃত্যুর পরে কথা ও দর্শা, বিচারের সময়ে মার্জনা, বেহেশত কান্দের মাধ্যমে সাক্ষা ও দোষব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। হে মহাপরাজয়শালী ও ক্ষমাশীল! আগন্তুর দয়ায় আমার দু'আ করুন করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার জান-গরিমা বাড়িয়ে দিন এবং সক্রমশীলগ্রেণের দলে আমাকে শামিল করুন।

৮.১ এখানে নিজের মত করে দু'আ করতে হবে। অতঃপর

৮.২ কুকনে ইয়ামানীতে সভ হলে ইতিলাম অর্ধাং হাতে স্পর্শ করে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَتَنِّا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ بَارِغَنَارِ بَارِبَ الْعَالَمِينَ .

**উক্তাবণ :** রাববানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাছনাত্তি ও শুয়াফিল আবিরাতি হাছনাত্তি ও শুয়াফিল আধা-বাননার। ওয়া আদ-বিলনাল জান্নাত মাঝাল আবরার। ইয়া আয়িষু, ইয়া গাফকারু, ইয়া রাববাল 'আলায়িন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আবিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহানামের শান্তি হতে আমাদেরকে বাচান। আর পুণ্যবানদের সঙ্গে আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপরাজয়শালী! হে ক্ষমাশীল!

৮.৩ এভাবে ঘুরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এসে সাত চক্র শেষ হলো।

৯. এই সাত চক্র বা শাওতে এক তাওয়াক হল।

১০. তাওয়াক সমাপ্ত : ৭ চক্র সমাপ্ত করার পর হাজরে আসওয়াদ এসে ৮ম বারের মত ইতিলাম করে অথবা দুই হাত উঁচু করে ইশারা করতে হবে। যা সুন্নাতে মুয়াকাদা এবং বলতে হবে—

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"বিসমিল্লাহী আল্লাহু আকবার ওয়া শিল্লাহিল হামদ।"

১১. মূলতায়ামের দু'আ

এরপর সভ হলে মূলতায়াম অর্ধাং হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা শরীকের দরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন। ভিত্তের কারণে যদি মূলতায়ামের

কাছে যেতে না পারেন, তবে মূলতায়ামের দিকে শুধু করে এর বরাবর দূরে  
দাঁড়িয়ে মনের মত দু'আ করবেন।

**দ্রষ্টব্য :** প্রিয় মা-বোনেরা, মূলতায়ামে সব সময় প্রচণ্ড ভিড় থাকে। পুরুষদের  
ভিত্তে সেখানে গিয়ে দু'আ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনার মূলতায়াম বরাবর  
দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে আস্তরিকাতার সাথে আপনার মনের মত দু'আ করুন। যদে  
বাখবেন, এটি দু'আ করুনের বিশেষ স্থান। একেবেশে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই।  
অনেক ক্ষেত্রে কা"বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ উত্তেজনার দু'আর বিষয়বস্তুও  
মনে আসেন। এরকম ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে মূলতায়ামের জন্য দু'আ  
সংগ্রহ করে রাখা হলো। এটি আপনাদের উপকারে আসবে ইমশাআর্যাহ। এ  
ব্যাপারে আস্তাহই ভাল জানেন। আশীর্ণ।

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ اغْفِقْ رَقْبَتَنَا وَرِقَابَ أَبْنَائَنَا وَأَهْلَاتَنَا وَآخْرَكَنَا  
وَأَلْأَدَنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُنُونِ وَالْكَرْمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنْ وَالْعَطَا، وَالْأَخْسَانِ،  
اللَّهُمَّ أَخْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا وَاجْرِنَا مِنْ خَزْنِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.  
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَقْفُ تَحْتَ يَابِكَ مُلْقِزْ بِاعْتَابِكَ مُسْتَدْلِلٌ بَيْنَ يَدِيكَ أَرْجُو  
رَحْمَتَكَ وَآخْشَى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيمَ الْأَحْسَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ أَنْ تَرْفَعَ  
ذَكْرِي وَتَضَعَ وَزْرِي وَتَصْلِحَ أَمْرِي وَتَطْهِيرَ قَلْبِي وَشَوَّرْ لِي فِي قَبْرِي وَتَغْفِرْ لِي  
ذَنْبِي وَأَسْتَلِكَ الدُّرُجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينٌ.

**উচ্চারণ :** আস্তাহ ইয়া রাকালু বায়তিল আতীক, আতিক রিকাবানা ওয়া  
রিকাবা আবা-ইনা ওয়া উখাহতিল ওয়া ইখওয়ানিলা ওয়া আওলাদিল যিনাল  
নার, ইয়া যাল ঝুদি ওয়ালু কারামী ওয়াল ফানলি ওয়াল যান্না ওয়াল আতফি  
ওয়াল ইহসান। আস্তাহ আহসিন আকিবাতান ফিল উমুরি কুঢ়িহ ওয়া অজিলুন  
মিল বিয়হিদ দুন্যিয়া ওয়া আখবিল আখিনাহ। আস্তাহ ইন্নী আবদুকা ওয়াকিফুন  
তাহতা বাবিকা মূলতায়ামুন বিআ'তাবিকা মূতায়ামিলুন বাইনা ইয়াদাইকা আরজু  
রাহমাতাকা ওয়া আখুশা আখাবাকা যিনানু নারি ইয়া কাদীবাল ইহসান। আস্তাহ  
ইন্নী আসখালুকা আন তাৱলু'আ বিক্ৰী ওয়া তাদা'আ বিষ্বৰী ওয়া তুসলিহ  
আহুরী ওয়া তুতাহহিৱা কালুবী ওয়া তুনাকিবা জী ফী কাবুৰী ওয়া তাগফিৱালী  
যামবী ওয়া আসআলুকালু দারাজাজাতিল উলা যিনাল আলাত-আশীর্ণ।

**অর্থ :** হে আস্তাহ! হে প্রাচীনত্ব ঘরের মালিক! আমাদেরকে, আমাদের  
দাদা-দাদী, নানা-নানী, মাতাপিতা ভাই-বোনদের ও সন্তান-সন্তানিকে জাহান্নামের  
আগন হতে মুক্তি দিন। হে দয়ালু দাতা, করণামর! মৎপ্রস্তুত! হে আস্তাহ!  
আমাদের সকল কর্মের শেষ কলকে সুস্থ করে দিন। ইহকালের অপমান ও  
পুরুকালের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। হে আস্তাহ! আমি আপনার বাপ্তা,  
আপনার আখাবের ভয়ে, আপনার করণার আশায় আপনার দরবারে হ্যাবির  
হয়েছি। হে চির মদলময়! হে আস্তাহ! আপনার কাছে আমি চাঞ্চ দেন আপনি  
আমার যশ বৃক্ষ করে দিন, আমার পাপের বোৰা লাঘব করে দিন, আমার কর্ম  
সঠিক করে দিন, আমার অতুর পরিত্র করে দিন, আমার কবর আলোকিত করে  
দিন, আমার গুলু কষা করে দিন এবং বেহেশ্তে উচ্চ মর্যাদার আসন আপনার  
কাছে আমি চাঞ্চ। আমার দরবারে হ্যাবির করুন।"

#### ১২. তাওয়াক শেষে মাকামে ইব্রাহীমে নামায

তাওয়াক শেষ করার পরে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে গিয়ে ২ রাকায়াত  
'ওয়াজিবুত তাওয়াক' নামায আদায় করতে হবে। সতৰ হলে মাকামে ইব্রাহীমের  
পেছনে এবং সেখানে সতৰ না হলে মসজিদে হারাদের বে কোল থানে দুই  
রাকায়াত নামায পড়ুন এবং দু'আ করুন।

১২.১ নবী করিম (সা) যেতাবে হজ করেছেন এর বর্ণনায় জাবের (রা)  
বলেছেন, মাকামে ইব্রাহীম-এ পৌঁছে নবী করিম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত  
করলেন:

وَأَنْجِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِي .

**উচ্চারণ :** ওয়াত্তাখিয় মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা।

**অর্থ :** "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।" হস্তরত মোহাম্মদ  
(সা) উচ্চবরে এই আয়াতটি পড়লেন।

১২.২ মনে মনে এ নামাযের নিরাত : হে আস্তাহ! আমি দুই রাকায়াত  
ওয়াজিবুত তাওয়াক নামাযের নিরাত করলাম। আস্তাহ আকবার!

১২.৩ নবী করিম (সা) মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে  
গেরে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি এ দুই রাকায়াত সালাতে  
সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়েছিলেন। কাজেই এই দুই রাকায়াত নামাযের  
প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন)

এবং হিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সূরা ই-ক্লাম (কুলহ ভয়াচ্ছ আহাদ) পড়ে নামায শেষ করা যেতে পারে। (মুসলিম)

১২.৪ এ দুই রাকায়াত নামায শেষ করে দেখালে বসেই অথবা দাঁড়িয়ে দু'আ-মোনাজাত করুন।

#### ১২.৫ শাকামে ইত্তাহীমের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيْتِيْ فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِيْ وَتَعْلَمْ حَاجَتِيْ قَاعِطِنِيْ  
سُزْلَىٰ وَتَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ دَنْوِنِيْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا بِيَاشِرِ  
قَلْبِيْ وَيَقِنَّا صَادِقًا حَتَّىْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصْبِنِيْ أَلَا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرَضَاءً مِنْكَ بِمَا  
ئَسْتَ لِيْ أَنْتَ وَلِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفِيقِ مُسْلِمًا وَالْحَسْنَىٰ بِالصَّالِحِينَ  
اللَّهُمَّ لَا تَدْعُنَّنَا فِي مَقَامِنَا هَذِهِ ذَبِيْلًا لَا غُرْفَتَهُ وَلَا هُمْ أَلَا فَرْجَتَهُ وَلَا حَاجَةُ الْأَ  
قْصِيْتَهَا وَيَسِّرْ تَهَا فَبِسْرَ أَمْرُنَا وَأَشْرَقْ صَدْرُنَا وَتَوْرَ قُلُوبُنَا وَاحْتَمِ بِالصَّالِحَاتِ  
أَعْسَاكَ اللَّهُمَّ تَوْفِقْنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَسْنَىٰ بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَرَابِ وَلَا مَغْتَرَّينَ  
أَمِينِيْ بِإِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىْ حَبِيبِيْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْعِنْ .

**উক্তাবণ :** আল্লাহছ্যা ইত্তাহীকা তা'লামু সিরী ওয়া আলানিয়াতী কাআক্বিল মা'ধিরাতী, ওয়া তা'লামু হাজাতী ফাতিমী সুজালী ওয়া তা'লামু মা ফী নাফ্সী কাগফিরলী বুলবী। আল্লাহছ্যা ইন্নী আসুআলুকা ইলমান ইউবাশিলু কালবী ওয়া ইয়াকীনান সাদিকান হাত্তা আ'লামা আল্লাহ লা-ইউসীরুনী ইয়া মা কাতাবতা শী ওয়া রিদাজাম মিনকা বিমা কাসসামৃতা শী, আনতা ওয়ালিয়ী ফিদদুলইয়া ওয়াল আহিরাত, তাওয়াফ্ফানী মুসলিমান ওয়াল হিক্নী বিসসালিহীন। আল্লাহছ্যা লা তাদ'লান ফী মাকমিনা হাথা ঘান্বান ইয়া গাফারতাহ খুয়ালা হাশান ইয়া ফাত্রাজতাহ খুয়ালা হাজাতান ইয়া কাদাইতাহ ওয়া ইয়াসুসারতাহ ফা-ইয়াসুসির উম্রানা ওয়াশরাহ সুদ্রানা ওয়া নাওয়ার কুপ্রবানা ওয়াখ্তিম্ বিসসালিহতি আ'মালান। আল্লাহছ্যা তাওয়াফ্ফান মুসলিমীনা ওয়ালুহিক্লা বিসসালিহীন পায়রা খায়ায়া ওয়ালা মাফতুনীন, আমীন! ইয়া রাকবাল আলামীন! ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা হার্বিহী সায়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। সুতরাং আমার ওয়র কবুল করুন। আপনি আমার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমার আবেদন কবুল করুন, আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমার গুলাহসমূহ মোচন করুন। হে আল্লাহ! আরি আপনার কাছে চাহিএ এখন ঈমান-যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন সাক্ষা ইয়াকীন-যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আমার অন্তর্য যা আপনি নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা-ই আমার জীবনে ঘটবে এবং আপনি যা আমার ভাব্যে রেখেছেন, তাতে দেন আমি রাজী ধাকতে পারি। ইহকাল ও পরকালে আপনিই আমার সহায়। আমাকে মুসলিমান হিসাবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের সাথী করুন। হে আল্লাহ! এ স্থানে আমার কোন গুলাহই সাফ না করে, কোন মুচিষ্টাই দূর না করে, কোন অভাবই না হিটিয়ে ছাড়বেন না। হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজ সহজ করে দিন। দেনক আমলের উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমানরূপে আমাদের মৃত্যু দিন। পুণ্যবানদের দলে শামিল করুন। বিনা লাঙ্ঘনায়, বিনা বিসর্বাদে দেন আমরা পার হতে পারি। হে বিশ্ব প্রতিপালক! আমাদের দু'আ কবুল করুন। আর আল্লাহ তাঁর হাবীব ও আমাদের নেতৃত্ব ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথী সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

#### ১৩. ব্যবহার

হব্রুত রসূলে করীম (সা) যেভাবে হজ্জ করেছেন তাঁর আলোচনায় বলা হয়েছে, "এরপর নবী করীম (সা) ব্যবহারের কাছে গিয়ে ব্যবহারের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় চাললেন (আহমদ)।" কাজেই আপনারা এ পানি পান করবেন এবং মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

১৩.১ কা'বা ঘরের দিকে সুখ করে এবং দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা যুক্তাবণ।

#### ১৩.২ ব্যবহারের পানি পান করার দু'আ

اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ عَلَىْ تَأْفِعًا وَرِزْقًا وَسُلْطَانًا مِنْ كُلِّ دَارِ .

**উক্তাবণ :** আল্লাহছ্যা ইন্নী আসুআলুকা ইলমান নাফিজাও ওয়া রিয়কান ওয়াসিয়ান ওয়া শিকায়ান মিন কুণ্ডি দায়িন।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, বচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় প্রার্থনা করছি ।

১৫.৩ প্রতি চৃষ্ণুক যমহয়ের পানি পানে বলা যেতে পারে—বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহিল হামদ । এরপর

بِسْمِ اللَّهِ وَاَنْحَدَ لَهُ وَالصُّلُوْرَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহিল হামদ সালাতু ওয়াল্লু সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ।

অর্থ : আল্লাহর নামে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম রাসুলিল্লাহ (সা)-এর প্রতি ।

১৫. হাজরে আসওয়াদ ইত্তিলাম করা

যমহয়ের পানি পান করার পর এবং সাঁই করার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ এ ৯ম বারের মত ইত্তিলাম করে বা হাত উপরে তুলে ইশারা করে বলতে হবে—

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ” ।

সাঁই করার সময় এটি করা সুন্নত । হ্যবরত মোহাম্মদ (সা) নিজে তা করেছেন । এরপর সাঁই করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে ।

১৫. সাঁই

১৫.১ সাফা পাহাড় হতে সাঁই আরম্ভ : মসজিদুল হারামের শেষ প্রান্তে সাফা পাহাড়ের নিকট পৌছে পড়বেন-

بِسْمِ اللَّهِ وَالصُّلُوْرَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ اغْفِرْيَ مِذْنَبِيْ وَافْتَحْ لِيْ  
ابْرَأْ بِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ اغْصِنْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহিল সালাতু ওয়াল্লু সালামু ‘আলা রাসুলিল্লাহ । রাখিগ ফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহ লী আব ওয়াবা ফাদলিকা । আল্লাহশ্শা আসিমনী মিনাশ শায়তান ।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন । আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দিন । হে আল্লাহ ! শয়তানের কবল হতে আমাকে রক্ষা করুন ।

১৫.২ সাফা পাহাড়ে অবস্থান : সাফা পাহাড়ের নিকটে গিয়ে কাঁবা শরীকের দিকে যুব করে দাঁড়ান এবং নিয়ত করুন :

নিরত : হে আল্লাহ ! আমি সাফা ও মারওয়ার মাঝে ৭ বার সাঁই করার নিয়ত করলাম । আপনি আমার একজ সহজ করে দিন এবং করুন ।

১৫.৩ সাফা ও মারওয়ার অবস্থান : নবী করিম (সা) তারপর সাফার দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন । সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন ।

إِنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ أَنَّهَا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ يَعْلَمُ .

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাঁআ-ইরিল্লাহ আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহ বিহী ।

অর্থ : নিচ্য সাফা ও মারওয়ার নিদর্শনসমূহের অন্যতম । আল্লাহ যা দিয়ে তুরু করেছেন, তুমিও তা দিয়ে তুরু কর ।

১৫.৪ অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসাৰ ঘোষণা দিয়ে নবী করিম (সা) বলেছিলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ يَخْبِئُ وَيَسِّئُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْجَزْرُ وَعَنْهُ دَفَّعَهُ وَهُوَ  
الْأَحْرَابُ وَحْدَهُ .

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক । তাঁর কোন শরীক নেই । রাজত্ব তাঁরই । প্রশংসাও তাঁর । তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন । আর তিনি সকল বিবরণের ওপর ক্ষত্বভাবান । আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক । তিনি তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাদাকে সাহায্য করেছেন এবং একই শক্তি-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন ।

অতঃপর এর মাঝে তিনি দু’আ করলেন এবং এরপ তিনবার পাঠ করলেন । কাজেই আপনিও সেভাবে বলুন

১৫.৫ সাফা পাহাড়ে উঠতে উঠতে পড়বেন

إِنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَقَّ الْبَيْتُ أَوْعَثَمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  
أَنْ يُطْرُفَ يَهِمَا وَمَنْ تَطْرُفَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ .

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাঁআ-ইরিল্লাহ ফামাল হাজরা বায়তা আবি’ তামারা ফালা জুনাহ আলাইহি আই-ইয়াত তাও-ওয়াকা বিহী, ওয়া মান তা-তাও-ওয়াআ খারারান ফা ইন্নাল্লাহ শাকিমন আলীম ।

**অর্থ :** নিচয়ই সাফল ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাকি বায়তুল্লাহর হজ কিংবা উমরা করবে এই দুটির তাগওফ-এ (সাইতে) তার জন্য দোষ নাই, কেউ বেছয় ভাল কাজ করলে নিচত্ব আল্লাহ পুরকারদাতা, সর্বজ্ঞ।

#### ১৫.৬ সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে কিরে-

৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে—

\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

\* সুবহান্লাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়াল্লাহ হামদা, ওয়াল্লাহ কুর্যাতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ল আজিম।

\* অতঙ্গপর আল্লাহর একম্বৰাদ, মহুর ও প্রশংসনীয় ঘোষণা দিয়ে নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَكْمُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِبُّنَا وَيُبَتِّئنَا  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَفَدَهُ وَتَصَرَّفَ عَبْدَهُ وَهُنَّ الْأَخْرَابُ  
وَحْدَهُ .

**উচ্চারণ :** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ লা-শারীকাল্লাহ লাল্ল মূলকু ওয়াল্লাহল  
হামদু ইউমীতু ওয়া ইউমীতু ওয়া হুমা আলা কুর্য শাইয়িল কানীর, লা-ইলাহা  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আনজায়া ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হায়ামাল  
আহযাবা ওয়াহদাহ।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।  
রাজতু তাঁরই। প্রশংসনীও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল  
বিষয়ের শপথ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি  
তাঁর অংশীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই  
শক্ত-দস্তুলোকে পরাজিত করেছেন।

১৫.৭ সাফা-মারওয়ায় সা'ই করার সময় সবুজ বাতিল্যের মাঝে দ্রুত চলার  
সময়ে বলতে হবে—

رَبُّ اغْفِرْ وَرَحْمَ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ .

**উচ্চারণ :** রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া আল্লাতাল আ'আয়ুল আকবারাম।

**অর্থ :** হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন। আপনি  
মহাপরাক্রমশীল, মহাস্থানী।

১৫.৮ এরপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে হেঠে অগ্রসর হতে হবে।

#### ১৫.৯ সা'ইর প্রথম চকরের দু'আ

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَاللَّهُ كَبِيرًا وَسَبَّحَنَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَحْتَهُ الْكَرِيمُ  
بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجَدْ لَهُ وَسَبَّحَ لَهُ طَرِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ  
وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُنَّ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ يَحْسِنُ وَيَسِّعُ وَهُوَ  
حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ بِيدهِ الْخَيْرُ وَإِلَيْهِ التَّصْبِيرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ  
اَغْفِرْ وَرَحْمَ وَاعْفَ وَتَكْرَمْ وَتَجَازُ عَمَّ تَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ تَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ  
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ رَبُّ تَعْجَلَنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِينَ غَانِمِينَ مُسْتَبْشِرِينَ مَعَ عِبَادِكَ  
الصَّالِحِينَ مَعَ الدِّينِ إِنَّمَّا اللَّهُ عَلِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِيدِينَ  
وَالصَّالِحِينَ وَحْسَنَ أَنْتَ رَبِّنَا ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيهِمْ كَافِيًّا  
اللَّهُ أَلَا اللَّهُ خَلَقَ هَذَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُدُمَا وَرِبُّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا تَعْبُدُ أَنَا  
مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ وَلَا كُرْبَةَ الْكُفَّارِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহ আকবার কাবীরাল ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরা। আর  
সুবহান্লাল্লাহি আধিমী ওয়া বিহামদিলি কাবীরী রূকরাতাল ওয়া আসীরা। ওয়া  
মিনাল লাইলি ফাশজুল লাহু ওয়া সাববিহু লাইলান তা'বীলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ  
ওয়াল্লাহ আনজায়া ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হায়ামাল আহযাবা  
ওয়াহদাহু লা শাইয়া কাবুলাহ ওয়া বাদাহ ইউমীতু ওয়া হুমা  
হাইযুন দায়িমুন লা ইয়ামৃতু বিলাদিলি খায়ুর ওয়া ইলাইহিল হাসীর, ওয়া হুমা  
আলা কুর্য শাইয়িল কানীর। রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া'কু ওয়া তাকারুরাম ওয়া  
তাজাওয়াজ 'আশা তা'লামু ইল্লাকাল্লাহ তা'লামু মালা না'লাম ইল্লাকা আজাল  
আ'আয়ুল আকবারাম। রাবিব নাজাজিলা মিনাল্লারি সালিমীনা, গা-নিশীনা, ফারিহীনা,  
মুসতাবশিরীনা মাজা ইবাদিকাসু সালিমীনা মা'আল্লাহীনা আলখামাল্লাহ আলাইহিম  
মিনাল্লাবিল্লানা ওকাস সিদ্দিকীনা ওয়াল্লু তহাদু-ই ওয়াসু সালিহীন। ওয়া হাসুনা  
উলারিকা রাখীকা। মালিকাল ফাদ্দুল মিনাল্লাহি ওয়াকাফ বিল্লাহি আলীম। লা  
ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাককাল হাক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তা আববুদাহ ওয়া রিক্কা,  
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ না'বুদু ইল্লা ইয়াহু মুখলিসীনা লাল্লীনা ওয়া লাও  
কাবুল কাফিলুন।

**অর্থ :** আঞ্চাহ অতি মহান! আর অগণিত প্রশংসন তাঁরই প্রাপ্য। মহান আঞ্চাহুর পৰিব্রতা বয়ান করছি, দয়াল আঞ্চাহুর প্রশংসন বর্ণনা করি সকাল ও সন্ধিয়ায়। (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজ্দা কর। আর সীর্ষ রাত ধরে পৰিব্রতা বয়ান কর। আঞ্চাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি অধিতীয় (অতীতে) তাঁর বাচ্চা (মুহম্মদ সা)-কে সাহায্য করেছেন আর একাই তিনি পৰাজিত করেছেন কাফিরদের দলপ্রভিকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীৰ, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে। আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অস্তিত্ব। প্রভু! ক্ষমা করুন, দয়া করুন, শুনানু মাঝ করুন, অনুগ্রহ করুন, আর আপনি যা জানেন, তা যার্জন করুন। হে আঞ্চাহ! আপনি সবই জানেন, যা আমরা জানি না তাও জানেন, আপনিই মহান ও সমানিত। হে আঞ্চাহ! দোষের হতে আমাদেরকে বাঁচান। আমাদেরকে নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখুন, আপনার নেক বাচ্চাদের সাথে এবং আপনার নিয়ামিত প্রাণগত অর্থাৎ মৰীচণ, সিদ্ধীকণগ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বাচ্চার সংগে, তাঁরই হাস্তে উত্তম বর্ষা; এ বেবল আঞ্চাহুর অনুগ্রহ। আঞ্চাহ ধূৰ ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বসছি, উপাস্য একমাত্র আঞ্চাহ ছাড়া আর কেউ নেই, নেই কোন উপাস্য, আঞ্চাহ ব্যক্তিত বল্দেশীর যোগ্য। (যীকার করছি) উপাস্য আঞ্চাহ ব্যক্তিত কেউ নেই। ইবাদত করি তথু তাঁরই, সত্যিকার আনন্দগত্য তথু তাঁরই জন্য যদিও কাফিররা তা গচ্ছ করে না।

সাক্ষা হতে মারওয়া পৌছলে সাঁইর এক চক্র বা শাওত হয়।

#### ১৬. সাঁইর বিভীতি চক্র

মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহুর দিকে ফিরে সাক্ষা অনুরূপ দু'আ করুন এবং বিভীতি সাঁই তড়ক করুন।

##### ১৬.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহুর দিকে ফিরে

ত বার আঞ্চাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে—

\* আঞ্চাহ আকবার, আঞ্চাহ আকবার, ওয়া সিল্লাহিল হামদ।

\* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লিল্লাহি ওয়া দা-ইলাহা ইংলাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হামলা, ওয়ালা কুওরাতা, ইংলা বিল্লাহিল আলিল্লিল আজিম।

\* অতঃপর নিচের দু'আ ও (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন

لَا إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْسِي فَعَيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عِبْدَهُ وَفَرَمَ الْأَذْرَابَ وَهُوَ .

**উচ্চারণ :** লা-ইলাহ ইংলাহু ওয়াহসাহু শা-শারীকালাহু পাহল মুলকু ওয়ালালু হামদু ইউহুরী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহ্যা আশা কুষ্টি শাইখিয়ান কাদীর, লা-ইলাহু ইংলাহু ওয়াহসাহু আনজোবা ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হায়ামাল আহ্যাবা ওয়াহসাহু।

**অর্থ :** আঞ্চাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসন ও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিবরের ওপর ক্ষমতাবান। আঞ্চাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর অধীনিকার পূর্ব করেছেন; তাঁর বাচ্চাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্তি-মূলতালোকে পৰাজিত করেছেন।

#### ১৬.২ সাঁইর বিভীতি চক্রের দু'আ

لَا إِنَّ اللَّهَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرَدُ الصَّدَّدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي النَّعْلَكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَكِيرٌ تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ ائْلَهُ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ التَّنْزِيلِ أَدْعُوكَ إِسْتَجِبْ لِكَمْ دَعْوَاتِنَا رَبِّنَا تَاغِيْرَنَا كَمَا وَعَدْنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمُبِيعَادَ رَبِّنَا سِعْنَا مَنْدَابِيَا يُنَادِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ أَمْتَرْ بِرِّكُمْ قَائِمًا رَبِّنَا تَاغِيْرَنَا دَوْنَتَا وَكَفَرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبِّنَا وَأَنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسْلَكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمُبِيعَادَ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوْكِيدَنَا وَالْيَكَ تَصْبِيرَنَا رَبِّنَا اغْفِرْنَا وَلَا خَوْانَتَا الدِّينِ سَبْقُونَا بِالْأَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي تَلَوِنِنَا غَلَّا لِلْدِينِ أَمْتَرْ بِرِّكُمْ رَبِّنَا رَبِّوْفْ رَبِّيْمْ .

**উচ্চারণ :** লা ইলাহ ইংলাহুল ওয়াহসুল আহদুল ফারদুসু সামাদুল্লাহী লাম ইয়াত্তাখিয়ু সাহিবাতান ওয়ালা ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুল ফিলু মুলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিয়ু মিলায়ুল্লিল ওয়া কাবিবাহ আকবীরা। আঞ্চাহুর ইংলাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায়ায়ালি উদ তিনি আজ্ঞাজিব লাকুম। দা'আওনাকা রাব্বানা, ফাগফির লানা কামা ওয়াআদতানা, ইন্দ্রাকা লা তুখলিফুল মীআদ।

রাবণা ইন্দ্রনা সামি'না মুনসিয়াইয়েনাদী শিল ইয়ামি আন আমিনু বিয়াবিকূম  
সা-আ-মাত্রা। রাবণা ফাগুফির লালা মুনুবানা শয়াকাফফির 'আল্লা সামিয়াতিনা  
ওয়া তাওয়াকফানা মা'আল আব-রাব। রাবণা শয়া আ-ভিনা মা শয়া আদ্বানা  
আলা কুলিকা শয়ালা তুখবিনা ইয়াওয়াল কিয়ামাতি। ইন্দ্রাকা লা তুখলিয়ুল  
হী'আদ। রাবণা আলাইকা তাওয়াক্বালনা ওয়া ইলাইকা আলাবনা ওয়া ইলাইকাল  
যাসীর। রাবণাগাযিন সানা ওয়ালি ইখওয়ানিন ক্ষায়ীনা সাবাকুনা বিল ইয়ামি  
ওয়ালা ভাজআল ফী কুলুবিনা গিলাল লিল্লায়ীনা আমানু রাবণা ইন্দ্রাকা রাউফুর  
রাহীম।

**অর্থ :** উপস্য একমাত্র আল্লাহর বিনি এক ও অধিত্তীয়, একক ও স্বয়ংস্পূর্ণ,  
যিনি (কাউকে) পঞ্জীও বানান নেই, পৃথ্বীও বানান নেই, বিশ্ব পরিচালনার তাঁর  
কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নেই যে, তাঁর জন্য সাহায্যকারীর  
প্রয়োজন হতে পারে। (হে মুনুব!) তুমিও তাঁর মহসুস ভাল করে বর্ণনা কর। হে  
আল্লাহ! আপনার প্রেরিত কিভাবে আপনি বলেছেন, আমাকে ডাক, আমি সাড়া  
দিব। আমরা আপনাকে ভাকছি, সুতরাং আমাদের তনাহু মাফ করুন, আর  
আপনি তো ওয়াদা খিলাফ করেন না। হে পরওয়ানদিগার! আমরা একজন  
বৈষ্ণবাকারীকে ইয়ানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রভুর ওপর  
ইয়ান আন। তাই আমরা ইয়ান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক!  
আমাদের শুনাহু মাফ করুন, আমাদের সব অন্যায় অনচার মোচন করে দিন,  
আর আমাদের মৃত্যু দিন সৎ লোকদের সৎগে, আর তা-ই আমাদেরকে দান  
করুন-বার ওয়াদা আপনি আপনার নবী-রাসূলগণের নিকট করেছেন। আর  
শুভ্রিত করবেন না আমাদেরকে কিমামতের দিমে; নিষ্ঠয়ই আপনি ওয়াদা তঙ্গ  
করেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! তরসা করছি তখন আপনারই ওপর, আর  
এসেছি আপনারই নিকট হতে এবং আপনার নিকটই ফিরে যেতে হবে; সুতরাং  
হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমাদেরকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা  
ইয়ানের বাপাজে আমাদের অগ্রবর্তী; বিষেষ দিবেন না আমাদের অন্তরে তাদের  
প্রতি, যারা ইয়ান এনেছে। হে আল্লাহ! আপনি সত্যই বড় দয়ালু মেহেরবান।

**১৬.৩ মারওয়া হতে সাক্ষা পৌছালে সা'সীর দুই চক্র বা শান্ত শেব  
হয়।**

### ১৭. সা'সীর তৃতীয় চক্র

সাক্ষা পাহাড়ে উঠে বায়ুত্ত্বাহুর দিকে ফিরে মারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ  
করুন এবং তৃতীয় সা'সীর চক্র করুন।

**১৭.১ সাক্ষা পাহাড়ে উঠে বায়ুত্ত্বাহুর দিকে ফিরে-**

৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে—

\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, তো লিল্লাহিল হামদ।

\* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু  
আকবার। ওয়ালা হাত্তা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীব।

\* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ  
করবেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٌ لِكَمْ لَهُ السُّلْطَنُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِحُسْنٍ وَبِعَيْمٍ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْجَزْءُ وَعِنْدَهُ الْعِصْمَةُ وَهُوَ الْأَخْرَابُ  
وَحْدَهُ .

**উচ্চাবল :** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু লা-শারীকালাহ লাল্ল মুল্লু ওয়াল্লাহু  
হামদু, ইউহুরী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহয়া আলা কুত্তি শাইয়িন কানীর, লা-ইলাহা  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আনজায়া ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হায়ামাল  
আহবাবা ওয়াহদাহু।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।  
যাজ্ঞ ভাবেই। প্রশংসা ও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল  
বিদ্যের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি  
তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাচ্চাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই  
শক্ত-সংস্করণকে পরাজিত করেছেন।

### ১৭.২ সা'সীর তৃতীয় চক্রের দু'আ

إِنَّ اسْمِنِي لَنْ يُرَبِّنَا وَأَغْفِرْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكَ  
الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلًا وَاجِلَهُ وَأَشُودُكَ مِنَ الشَّرِّ كُلَّهُ وَعَاجِلَهُ وَاجِلَهُ أَسْتَغْفِرُكَ  
لِذَنْبِي وَاسْتَلِكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ رَبُّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُرِغِّبْنِي بِعَذَابٍ إِذَا هَدَيْتَنِي  
وَقَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الرَّهَبُ اللَّهُمَّ عَانِي فِي سَمَعِي وَتَصْرِي لَأَ  
الَّهُ أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّقْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَيِّدُنَاكَ إِنِّي كُنْتُ  
مِنَ الطَّالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالنَّفَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَحْمَاتِكَ مِنْ

سَخْطِكَ وَسُعْدَاتِكَ مِنْ عَقْرِبِكَ وَأَعْوَذُكَ مِنْكَ لَا أَحْصَى لَنَا: عَلَيْكَ أَنْتَ كَمْ  
أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَسْنٌ تَرْضِي.

**উকারণ :** রাকবানা আত্মিয় শানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্দ্রাকা আলা কুণ্ডি শাইয়িন কানীর। আল্লাহর ইন্দ্রী আসুআলুকাল খার্যা কুল্লাহ আ-জিলাহ ওয়া আজিলাহ, ওয়া আউয়ুবিকা মিনাশ-শাৰুরি কুণ্ডিহি আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী, আস্তাগফিরকা সিসামৰী ওয়া আসুআলুকা রাহমাতকা। আল্লাহর রাখিব খিদনী ইলমান ওয়া-লা তুথিগ কালবি বা'দা ইয় হাদাইতানী ওয়া হাবঙ্গী মিল সাদুনকা রাহমাতান ইন্দ্রাকা আনতাল ওয়াহব। আল্লাহর অফিনী ফী সামু'ই ওয়া বাসানী লা-ইলাহা ইন্দ্রা আন্তা। আল্লাহর ইন্দ্রী আউয়ুবিকা মিন আখাবিল কাবৰী লা-ইলাহা ইন্দ্রা আন্তা সুবহানকা ইন্দ্রী কুন্তু মিনায যা-লিমান। আল্লাহর ইন্দ্রী আউয়ুবিকা মিনাল কুরুরি ওয়াল ফাকরি। আল্লাহর ইন্দ্রী আউর বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআখাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউয়ুবিকা মিনকা লা উহসা সানাজান আলাইকা আন্তা, কান্দা আসুনইতা আলা নাম্সিকা ফালাকাল হামনু হাজা তারদা।

**অর্থ :** হে রাকুল 'আলামীন। আমাদের (ইমানের) নূরকে পরিপূর্ণ করুন আর কমা করুন আমাদেরকে, নিষ্ঠাই আপনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সব বৃক্ষ কল্যাণ, যা তাড়াতাঢ়ি আসে তাও, যা দেরিতে আসে তাও। আশ্রয় চাহিছি আপনারই সব বৃক্ষ অকল্যাণ হতে যা তাড়াতাঢ়ি আসে তা হতেও আর যা দেরিতে আসে তা হতেও; মার্জন চাহিছি আমার গুহাহের, আর ভিক্ষ চাহিছি আপনার রহস্যতের। হে আল্লাহ! হে প্রভু! আমার জন্ম বাড়িরে দিন, বিদ্রোহ করবেন না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখাবার পর, মান করুন আমাকে আপনার খাস রহস্য, নিষ্ঠাই আপনি বেশি বেশি দানকারী। হে আল্লাহ! নির্দোষ করুন আমার কান আর চক্ষুকে, আপনি ব্যক্তি আর কেউ উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাহিছি আপনার নিকট করবের আয়ার হতে, আপনি ব্যক্তি আর কেউ উপাস্য নেই। পবিত্র আপনার সজ্ঞা, আমি পাপী-তাপী। হে আল্লাহ! কুন্তু আর দারিদ্র হতে আপনার নিকট আমি পানাহ চাহি। হে আল্লাহ! আশ্রয় চাহিছি আপনার তুষ্টির দ্বারা আপনার রোষানল হতে, আপনার বখ্শিশের দ্বারা আপনার শাস্তি হতে, আর আপনার নিকট থেকে আপনারই আশ্রয় চাহিছি। কুলিয়ে উঠতে পারি না আপনার প্রশংসা করে। আপনি

ঠিক তেমনি, যেমনটি আপনি নিজে বর্ণনা করেছেন। সব প্রশংসাই আপনার যতক্ষণ না আপনি শুনী হন।

১৭.৩ দু'আ করতে করতে সাফা হতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছালে সা'ঈর ও চকর বা শাওত হয়।

#### ১৮. সা'ঈর চতুর্থ চকর

মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সাফা অনুরূপ দু'আ করুন এবং ৪ৰ্থ সাঈ শুরু করুন।

১৮.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

ও বার আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হায়দ।

\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহ ইন্দ্রাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হামলা, ওয়ালা কুণ্ডাতা, ইন্দ্রা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম।

\* অতঃপর নিচের দু'আ ও (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لِلْمُلْكُ وَلِلْحَمْدُ يَعْبُدُنِي وَيَسِّعُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْجَزْءُ وَعَدَهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ وَهُنْ  
الْأَغْرِبُ وَحْدَهُ .

**উকারণ :** লা-ইলাহা ইন্দ্রাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ লাহল মুলকু ওয়াল্লাহ  
হামদু, ইউধী ওয়া ইন্দ্রীতু ওয়াহুর আলো কুণ্ডি শাইয়িন কানীর, লা-ইলাহা  
ইন্দ্রাল্লাহ ওয়াহসাহ আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া মাসারা আবদাহ ওয়া হায়ামাল  
আহয়াবা ওয়াহদাহ।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।  
ব্রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা ও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল  
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি  
তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তবে সাহায্য করেছেন এবং একাই  
শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

#### ১৮.২ সা'ঈর চতুর্থ চকরের দু'আ

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلَمَ  
الغَيْبَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الرَّاغِدُ

الْأَمِينُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كُمَا حَدَّيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تُنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَقُوَّفَانِي  
عَلَيْهِ وَآتَا مُسْلِمًّا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَقِيْ سَمْعَنِي نُورًا وَقِيْ بَصَرِي نُورًا  
اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسَاوِيْنِ الصُّدُرِ  
وَشَنَاتِ الْأَمْرِ وَفَتَنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْجُ فِي اللَّيلِ وَمِنْ شَرِّ  
مَا يَلْجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُّ الرِّبَاحُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سَبِّحَانَكَ مَا  
عَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا أَللَّهُ سَبِّحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اللَّهُ .

**উকারণ :** আল্লাহমা ইন্দী আসআলুকা মিন খাতুরি মা তা'লামু ওয়াত্তাগুফিকুরকা মিন কুন্ডি মা তা'দামু ইন্নাকা আল্লামুল ভুবু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মালিকুল হাকুমুল মুবীন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহিস্স সাদিকুল ওয়াদিল আবীন। আল্লাহমা ইন্দী আসআলুকা কামা হানাইতানী লিল ইসলামি আলু লা তানবি'আহ মিন্নী হাজা তাতাওয়াহকানী আলাইহি ওয়া আলা মুসলিম। আল্লাহমাজ আল ফী কালবী নূরান, ওয়া ফী সামষ্টি নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান। আল্লাহমাশুরাহু লী সাদরী, ওয়া ইয়াস্সিরী আমরী, ওয়া আউযুবিকা মিন শারুরি ওয়াসারিসী সাদুরি ওয়া শাতাতিল আমুরি ওয়া ফিত্নাতিল কাবরি। আল্লাহমা ইন্দী আউযুবিকা মিন শারুরি মা ইয়ালিজু ফিল্লাহিলি ওয়া মিন শারুরি মা ইয়ালিজু ফিল্লাহারি ওয়া মিন শারুরি মা তাহ্ববুর রিয়াহ ইয়া আরহামার রাহিমীন। সুবহানাকা মা আবাদ্নাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ! সুবহানাকা মা যাকারনাকা হাক্কা যিক্রিকা ইয়া আল্লাহ!

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাহি সব জিনিসের কল্প্যাণ, যা আপনার জন্ম আছে। আর মাঝ চাহি সব প্রনামু হতে যা আপনি জানেন, কেবল আপনি তো গায়ের সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই-যিনি সবার স্মৃষ্টি, যিনি সত্য সুষ্পষ্টি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, প্রতিশ্রূতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছেন, তেমনি মরণ পর্যন্ত আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিবেন না, আর আমার মরণ হেন হয় মুসলিম হিসাবে। হে আল্লাহ! আমার অঙ্গে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে আগো দিন। হে আল্লাহ! উন্নুক করে দিন আমার বক্ষ, সহজ করে দিন আমার কাজ, আর পানামু চাহি আপনার নিকট, যদের সন্দেহ-অনিষ্ট হতে, বিভিন্ন বিষয় কর্মের পেরেশানী হতে, আর কবরের ফিত্না হতে। হে

আল্লাহ! আপনার নিকট পানামু চাহি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা আজ্ঞে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি আপনার পরিপ্রতা বর্ণনা করছি, আপনার উগ্রত্ব বন্দেগী করতে দয়ালু! হে আল্লাহ! আপনি পাক-পরিপ্রতি। স্বরণ করিনি আপনাকে তেমন করে পরিনি। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পরিপ্রতি। স্বরণ করিনি আপনাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ!

১৮.৩ দু'আ করতে করতে মারওয়া পাহাড় হতে সাফা পৌছালে সা'ঈর ৪ চক্র বা শাপ্ত হয়।

১৯. সা'ঈর পঞ্চম চক্র  
সাফা পাহাড়ে উঠে বাস্তুল্লাহুর দিকে ফিরে মারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ করুন এবং দ্ব্য সা'ঈ চক্র করুন।

১৯.১ সাফা পাহাড়ে উঠে বাস্তুল্লাহুর দিকে ফিরে—  
তু বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে—  
\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।  
\* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহ  
আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওলাতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিল্লাহ আজীম।  
\* অতৎপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ السُّلْطَنُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّسُ وَيُسْبِّحُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَتَصَرَّعَ عَبْدَهُ وَغَرِّ الْأَعْزَابِ  
وَحْدَهُ .

**উকারণ :** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহু লাহল মুগাবু ওয়াল্লাহু  
হামদু, ইউলুবী ওয়া ইউলুবীতু ওয়াহয়া আলা কুন্ডি শাইয়িল কানীর, লা-ইলাহা  
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ আনজায়া ওয়াহদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হায়ামাল  
আহ্যাবা ওয়াহদাহ।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।  
রাজতু তাঁরই। প্রশংসনোও তাঁরই। তিনি শীর্ষন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল  
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি  
তাঁর অংশীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই  
শাফ-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

## ১৯.২ সা'ইর পঞ্চম চক্রের দু'আ

سَبَّحَنَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَنْ شَكَرَنَكَ يَا اللَّهُ سَبَّحَانَكَ مَا قَصَدْنَاكَ حَنْ قَصَدَنَكَ يَا اللَّهُ  
 الَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْأَيْمَانَ وَزَيْنْنَاهُ فِي قُلُوبِنَا وَكُرْبَةِ إِلَيْنَا الْكُفْرُ وَالْفُسْقُ وَالْعُصْبَانُ  
 وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ قَنَا عَلَيْكَ بِعِمَّتِنَا تَبَعَثْ عِبَادَكَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا  
 بِالْهُدَىٰ وَتَفَعِّلْ بِالْقُوَّىٰ وَاغْفِرْنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِيِّ اللَّهُمَّ اسْطِعْ عَلَيْنَا مِنْ بَرْكَاتِكَ  
 وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَبِرْزِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ النَّعِيمَ السَّعِيمَ الَّذِي لَا يَجْرِيُ وَلَا يَرْبُوُ إِنِّي  
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَمَنِ سَعَىٰ نُورًا وَقَدْ بَصَرَ نُورًا وَقَدْ لَسَانِي نُورًا وَعَنْ  
 بَيْنِي نُورًا وَمَنْ قَرَرَنِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا وَتَفَعِّلْنِي نُورًا وَعَظِيمُ لِي نُورًا رَبِّي اشْرَخَ لِي  
 صَدْرِي وَسَرْكِي امْرِي اَنَ الصُّنْنَا وَالصَّرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قَمْنَ حَجَّ الْبَيْتِ اوْ اعْتَمَرَ فَلَا  
 جَنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يُطْرُوْنَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَرَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهِمْ .

**উচ্চারণ :** সুবহনাকা মা শাকারনাকা হাককা তকরিকা ইয়া আল্লাহ! সুবহনাকা মা কাসদনাকা হাককা কাসদিকা ইয়া আল্লাহ! আল্লাহস্বা হাকিবু ইলাইনাল ইমানা ওয়া ষাইয়িনুহ ফি বুল্বিনা ওয়া কাররিবু ইলাইনাল কুফরো ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসইরান, ওয়াজ-আলনা মিন ইবাদিকাস সালিহিন। আল্লাহস্বা কিনা আধাবাকা ইয়াত্মা তা'ব'আসু ইবাদাকা। আল্লাহস্বাহদিনী বিলহনা ওয়া নাক্কানী বিত্ত তাকওয়া শয়াগভিরুলী ফিল আখিদিকা শয়াল উলা। আল্লাহস্বাবসূত 'আলাইনা মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহুমাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিয়াকিকা। আল্লাহস্বা ইন্নী আসআলুকান নাজিমাল মুক্রামাত্তায়ী লা ইয়াহ্নু ওয়ালা ইয়াব্লু আবাদান। আল্লাহস্বাজ আল ফী কালুবী নূরান, ওয়া ফী সামষ নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া আন ইয়ামিনী নূরান, ওয়া ফিল ফাওকী নূরান, ওয়াজআল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আয়মিম ফী নূরান। রাকিবশু রাহুলী সামুরী ওয়া ইয়াসিনী লী আমুরী। ইন্নাস সাকা ওয়াল মারওয়াত মিন শা'আ-য়িরিয়াহি ফামান হাজালু বায়তা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলায়াহি আইয়াত্ তাওওয়াকা বিহিমা, ওয়া মান তাভাওয়া'আ খারুরান ফাইনাল্লাহা শা-কিরুন 'আলীম।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, আপনার শোকর আদায় তেমন করি নাই-বেমনটি করা উচিত। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, আপনাকে চাঞ্চার মত চাইনি। হে আল্লাহ! দুমানকে আমাদের নিকট থিয়ে করে দিন আর আমাদের

অঙ্গে একে শোভিত করে দিন এবং কৃত্তি আর অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট ছৃঢ় করে দিন এবং আমাদেরকে শামিল করুন আপনার সেক্ষণের বাসাদের মধ্যে। হে আল্লাহ! দেবিন আপনার বাসারদেরকে আবার উঠাবেল, সেবিন আপনার আধাব হতে আমাদের বাচান। হে আল্লাহ! আবাকে সরল পথ দেখান, তাকওয়ার সাহায্যে নিষ্পাপ করুন। দুনিয়া আর আবিরাতে আমাকে মাপক্ষিণীত করুন। হে আল্লাহ! আমাদের উপর ছড়িয়ে দিন আপনার বরকত, কৃষল আর রিয়িক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট সে নিরায়ত চাই, যা ঝুরী হবে এবং হাতছাড়া কিংবা বিলাশ হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার হস্তকে, আমার প্রথম শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার ব্যবসকে, আমার সম্মুখ এবং ওপরকে আপনার নূরের আলোকে আলোকিত করে দিন। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দিন এবং কর্মসমূহকে সহজ করে দিন। নিচয়ই সাকা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনবরজপ। সুতরাং যে খানা-ই কাবার হজ করে কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তাওয়াক (সা'ঈ) করার কোন দোষ নেই। কেউ দেশের ভাল কাজ করলে নিচয়ই আল্লাহ পূরুষারদাতা, সর্বজ্ঞ।

১৯.৩ দু'আ করতে করতে সাকা হতে মারওয়া পাহাড়ে সা'ঈর ৫ম চক্র বা শাখাত হয়।

## ২০. সা'ঈর ষষ্ঠ চক্র

মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সাকাৰ অনুরূপ দু'আ করুন এবং ৬ষ্ঠ সা'ঈ শক্র করুন।

## ২০.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

ও বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার পড়তে হবে—

\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

\* সুবহনাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওলাতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম।

\* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) পড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَخْبِئُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ  
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ مَلِكُ الْأَحْزَابِ  
 وَحْدَهُ .

**উকারণ :** লা-ইলাহ ইলাহাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকলাহ লাহুল মূলকু ওথেলাহু  
হামদু, ইউহুৰি ওয়া ইউহীতু, ওয়াহ্যা আলা কুণ্ডি শাইখিন কানীর, লা-ইলাহ  
ইলাহাহ ওয়াহদাহ অনঞ্চায়া ওয়াহদাহ, ওয়া নাসাৰা আবদাহ, ওয়া হায়ামাল  
আহ্যাবা ওয়াহদাহ।

**অর্থ :** আস্তাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর বেশ শরীর নেই।  
রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসন ও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু নেন। আর তিনি সকল  
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আস্তাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি  
তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই  
শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

#### ২০.২ সা'ঈদুর বাট চকরের দু'আ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ  
وَنَصَرَ عِبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَعْبُدُ إِلَيْهِ مُخْلَصِينَ لَهُ  
الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ اللَّهُمَّ اسْتَلْكِ الْهُدَى وَالشُّفْفَى وَالْعَفَافَ وَالْغُنْفَى  
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تَنْهَىَ وَخَيْرًا مَا تَنْهَىَ اللَّهُمَّ اسْتَلْكِ رَضَاكَ وَالْجَنَّةَ  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُخْنَكَ وَالنَّارِ وَمَا يُقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ فَعْلَى أَوْ عَمَلٍ اللَّهُمَّ  
بِنُورِكَ احْتَدَيْنَا وَبِقُضَّكَ اسْتَعْنَى وَقُبَّلَتْ كُفْكَنَ وَأَعْتَامَكَ وَعَطَانَكَ وَاحْسَانَكَ  
اَسْبَحَتْ وَأَسْبَحْتَ اَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا تَبْلُكَ شَيْءًا وَالآخِرُ فَلَا يَعْدُكَ شَيْءًا وَالظَّاهِرُ فَلَا  
شَيْءًا فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَا شَيْءًا دُوْتُكَ تَعْوِذُ بِكَ مِنَ النَّفَرِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْغَيْرِ  
وَفَتْنَةِ الْغَنِيِّ وَتِسْتَلْكَ النَّفَرَ بِالْجَنَّةِ رَبُّ اغْفِرْ وَارْتَمِمْ وَاعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوِزْ عَمَّا  
تَعْلَمْ اِنْكَ تَعْلَمْ مَا لَا نَعْلَمْ اِنْكَ اَنْتَ اللَّهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ  
شَعَانِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يُطْرُفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَعَّ  
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ \*

**উকারণ :** আস্তাহ আকবার, আস্তাহ আকবার, আস্তাহ আকবার, ওয়ালিল্লাহিল  
হামদু। লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহদাহ সামাকা ওয়া'দাহ ওয়া নাসাৰা আবদাহ  
ওয়া হায়ামাল আহ্যাবা ওয়াহদাহ। লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়ালা না'বু ইলা  
ইয়াহ মুখলিসীনা লাহুকাও কারিহাল কাফিরুন। আস্তাহশা ইন্নী  
আসআলুকাল হুদা ওয়াততুকা ওয়াল আহাকা ওয়াল গিনা। আস্তাহশা লাকাল

হামদু কাল্পাবী নাকুলু ওয়া বাইরাম মিস্যা নাকুলু। আস্তাহশা ইন্নী আসআলুকা  
রিনাকা ওয়াল আন্নাতা ওয়া আ'উমুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ালন্নার; ওয়া মা  
ইবুকারিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আ'ও ফি'লিন আ'ও 'আবালিন। আস্তাহশা  
বিনুবিকাহ তাদাইনা ওয়া বিকাদলিকা আসভাঁ'আন্না। ওয়া হী কুনফিকা ওয়া  
ইন্ন'আমিকা ওয়া 'আতাহিকা ওয়া ইহসানিকা আসবাহনা ওয়া আমসাইনা, আমতাল  
আউওয়ালু ফালা কাবলাকা শাইখুন, ওয়াল আবিরু ফালা বাঁদাকা শাইখুন ওয়ায়  
যাহিরু ফালা শাইখুন ফাউকায়া, ওয়াল বাতিনু ফালা শাইখুন, দুনাক। না'উমুবিকা  
রিনাল ফাখসি ওয়াল কাসলি ওয়া আয়াবিল কাবরি ওয়া কিতনাতিল পিনা ওয়া  
মাসজালুকাল ফাউয়া বিল জান্নাতে। রাবিগবির ওয়াবুহাম ওয়া'হু ওয়াতাকারুয়া  
ওয়া তাজাওয়ায় আমা তা'লামু ইলাকা তা'লামু মা লা-না'লামু ইন্নাকা আমতাহাল  
তা'আয়মুল আকবার। ইহসান সাক্ষা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'জাহিরিল্লাহি কামান  
হাজাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহ আলাইহি আইয়াত তাওয়াফা বিহিমা  
ওয়া মান ভাজাওয়া আবরাল ফাইজাহাহ শা-কিরুন আলীম।

**অর্থ :** আস্তাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আস্তাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা  
আস্তাহুর জন্য। আস্তাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তিনি ওয়াদা সত্ত্বে  
পরিষ্কৃত করেছেন। তিনি তাঁর বাস্তা (নবী করিম (সা))-কে সাহায্য করেছেন,  
কাফিরদেরকে একাই যুদ্ধে প্রাপ্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য  
কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করিনা। আমরা  
একনিষ্ঠতাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, যদিও বিদ্যমিগণ এই সত্য ধর্মকে  
অঙ্গীকার করে। হে আস্তাহ! আমি আপনার নিকট চাঞ্চি হিদায়াত, তাক্ওো,  
পরিবার্তা ও ঐশ্বর্য। হে আস্তাহ! নিচতই সকল প্রশংসা বা আমরা করি, তা  
হতেও উত্তম প্রশংসা আপনার জন্য। হে আস্তাহ! আমি আপনার নিকট আপনার  
সন্তুষ্টি এবং বেহেশ্ত চাঞ্চি এবং আপনার জ্ঞান ও দৈব্যখ হতে।  
হে সমস্ত কথা ও কাজ দোষেরের নিকটবর্তী করে, এই সমস্ত কথা ও কার্যক্রম হতে  
আপনার অশুর চাঞ্চি। হে আস্তাহ! আপনার নূরের আলোকে আমরা সঠিক পথ  
পেয়েছি, আপনার রহস্য দ্বারা আমরা আপনার সাহায্য চাই। আপনারই  
নিয়মতসমূহ দান-দক্ষিণা ও ইহসানের মধ্যে আমরা সকল বিকাল অতিবাহিত  
করি। আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কেউ নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার  
পরেও কেউ নেই। আপনিই যাহির তাই আপনার উপরে কেউ নেই এবং  
আপনিই বাতিন তাই আপনার নিচেও কেউ নেই। আমরা আপনার নিকট  
দারিদ্র্যা, অভাব-অন্তর্ন, কররের আয়াৰ এবং প্রাচুর্যের ফিত্না হতে আশুর চাঞ্চি  
এবং আপনার নিকট বেহেশ্ত লাভের সাফল্য কামনা কৰাই। হে আমার প্রতিপালক!

আমাকে শয়া করুন, রুহম করুন, মাফ করুন, এবং মেহেরবানী করুন। আর আপনি যা জানেন তা উপেক্ষা করুন। নিচরই আমরা যা জানি না তার সব আগমার জানা আছে। নিচরই আপনি আল্লাহ মহাসদ্বানী। নিচরই সাফা ও শারওয়া আল্লাহর নিদর্শনবরূপ। সূত্রাং যে খানা-ই-কা'বার হজ করে কিংবা উমরা করে, তার জন্য এ নিদর্শন দু'টির ভাগ্যাক (সা'ঈ) করার কোন দোষ নেই। কেউ বেছায় তাল কাজ করলে নিচরই আল্লাহ পূরকারদাতা, সর্বজ্ঞ।

২০.৩ দু'আ করতে করতে ঘারওয়া পাহাড় হতে সাফা পৌছলে সাঈর  
৬ চক্র বা শাওত হয়।

### ২১. সাঈর সংগ্রহ চক্র

সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে ঘারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দু'আ  
করুন এবং ৭ম সাঈ তৰু করুন।

### ২১.১ সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-

৩ বার আল্লাহ আকবার বলে নিচের দু'আ তিনবার গড়তে হবে—

\* আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

\* সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ  
আকবার। ওয়ালা হাতুলা, ওয়ালা কুওরাতা, ইয়া বিল্লাহিল আলিল্লাহ আজীম।

\* অতঃপর নিচের দু'আ ৩ (তিনবার) গড়বেন এবং এর মাঝে দু'আ  
করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَكُلُّ الْمُنْتَهَى يَخْسِي وَيُبَيِّنُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عِبْدَهُ وَهُزِمَ الْأَخْرَابُ  
وَحْدَهُ .

**উচ্চারণ :** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-শারীকা লাহ লাল্লু মূলকু  
ওয়াল্লাহিল্লাহি কাসীরা। আল্লাহয়া হাবিব ইলাইয়াল সিমানা ওয়ায়াইয়িনুল  
ফী কাল্বী ওয়া কাবুরিহু ইলাইয়াল কুফ্রা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসইয়াল  
ওয়াজালানী হিনার বা-শিদীন। রাবিগফির ওয়াবহাব ওয়াকু ওয়া তাকারাম  
ওয়া তাজাওয়া আমা তা'লামু ইল্লাকা তা'লামু যা লা না'লামু ইন্দাকা আনতাল্লাহল  
আ'আয়ুল আকরাম। আল্লাহমাখতিম বিল খারবাতি আজালানা ওয়া হাকিক  
বিলাদলিকা আ'মালানা ওহসাইহিল লিবুলপি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাসিন ফী  
জামীইল আহজ্যালি আ'মালানা, ইয়া মুন্কিয়াল গার্কা, ইয়া মুন্জিয়াল হালুকা।  
ইয়া শাহিদা কুত্তি নাজ্মো, ইয়া মুনতাহা কুত্তি শাক'ওয়া ইয়া কাদীমাল ইহুসানি  
ইয়া দায়িমাল মা'রফ, ইয়া মান লা পিনান বিশাইয়িন ইলইহি। আল্লাহয়া ইনি  
আউবিকা মিন্শারুরি মা'আতাইতানা ওয়া মিন শারুরি মামানা'তানা। আল্লাহয়া  
তাগ্যাক্ফুনা মুসলিমীনা ওয়া আলহিক্না বিসসালিহীন, গায়রা খায়হিয়া ওয়াল  
মাফতুনীন। রাবি ইয়াসুসির ওয়ালা ভুআসুসির রাবি আতমিহু বিল খায়র।  
ইল্লাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহি ফারান হাজ্রাল বায়তা

### ২১.২ সাঈর সংগ্রহ চক্রের দু'আ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْ  
الْإِيمَانَ وَزَيَّنْهُ فِي قَلْبِي وَكَرِهَ إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَالشُّرُّ وَالْعُصُبَانَ وَاجْعَلْنِي مِنَ  
الرَّاشِدِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفْ وَتَكْرُمْ وَتَجَاوزْ عَنِّي تَعْلَمُ أَنِّي ثَمَّلْ مَا لَا تَعْلَمُ  
إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ اخْتُمْ بِالْخَيْرَاتِ أَجَانِي وَاحْقُّ بِقَضْيَكَ أَمَا لَنَا  
وَسَهْلٌ لِتَبَوَّغْ رِضَالَكَ سَيِّئَا وَحَسْنٌ فِي جَمِيعِ الْأَخْوَالِ أَعْمَالًا يَا مُنْذَدِّ الْفَرْقَى يَا  
مُنْجِي الْهَلْكَى يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُتَهَّلِّ كُلُّ شَكْلَى يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا  
دَائِمَ التَّعْرِيفِ يَا مَنْ لَا غَنِّيَ بِشَيْءٍ يَا إِنَّهُ اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا  
وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا يَا تَوْقِيْنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَمْنَى بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَرَابِيَا وَلَا  
مَفْتُونِيْنَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعْسِرْ رَبِّ أَثْبِتْ بِالْحَيْثِ أَنَّ الصَّنْعَانَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ  
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرُفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَّوَعَ حَبْرًا فَإِنَّ  
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ .

আবি'তামারা ফালা ভুলাহ আলাইই আইয়াত তাওয়াফা বিহিয়া ওয়া মান  
তাতাওয়া খাওয়ান ফা ইন্দ্রাজাহ শা-কিরুন 'আলীম।

**অর্থ :** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত ধৃশ্যসা  
কারই জন্য। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে ঈমানের মহকৃত সৃষ্টি করে দিন। আমার  
অঙ্গের ঈমান সুষ্ঠানামিতি করুন। আমার অঙ্গের হতে কুফ্র, পাপাচার এবং  
গুন্ডসমূহ দূর করুন এবং আমাকে সুপুর্বে পরিচালিত করুন। হে পরওয়ারদিগার!  
আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, মাফ করুন এবং সমানিত করুন। আমাদের  
(তনাহ) সম্পর্কে যা আপনি আনেন, তা ক্ষমা করে দিন। নিচয়ই আপনি তা  
আনেন, যা আমরা জানি না। নিচয়ই আপনি আল্লাহ! মহা পরাত্মকশালী মহাসহানী।  
হে আল্লাহ! আমাদের আয়ুক্তকাল কল্যাণজনকভাবে সমান্ত করুন এবং আমাদের  
আশা আকাঙ্ক্ষাকে আপনার দয়ায় পূর্ণ করুন। আপনার সমুষ্টি লাভের পথকে  
সহজ করে দিন এবং কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান করুন। হে ডুবতকে  
উচ্ছারকারী। হে খৎস ও মৃত্যু হতে রক্ষাকারী। হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী।  
হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রমস্থল। হে অনাদি অনুগ্রহকারী! হে সর্বকালের  
মংগলকারী! হে ঐ সত্তা যাঁর দরজায় না দিয়ে কারো উপায় নেই। সমস্ত আপনার  
নিকট হতে আসে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দান করেছেন এবং যা দান  
করেননি, সকল কিছুর অগত হতে আপনারই আশ্রম প্রহণ করছি। হে আল্লাহ!  
আমাদেরকে কোন সময় অপেন্দুর না করে এবং ফিনান্স না ফেলে মুসলিমান  
হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং নেক বাল্দাদের সাথে আমাদের শাহিদ করে দিন।  
হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত কাজকে সহজ করে দিন এবং কিছুই কঠিন  
করবেন না। হে আমার প্রতিপালক! আমার কাজকে কল্যাণের সাথে সুসম্পর্ক  
করে দিন। নিচয়ই সাফা ও শারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অঙ্গরূপ। সুতরাং  
যে ধানা-ই কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির  
তাওয়াফ (সাঁচী) করায় কোন দোষ নেই। কেউ বেছায় তাল কাজ করলে  
নিচয়ই আল্লাহ পূরকারদাতা, সর্বজ্ঞ।

২১.৩ দু'আ করতে করতে শুরওয়া পাহাড়ে পৌছলে সাঁচী পূর্ণ হল।

২২. এইবার মনের আকুতিসহ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহর  
নিকট উকরিয়া আদায় করে নিজের মকসুদের জন্য দু'আ করুন।

২৩. মাকজহ সময় না হলে সাঁচী সমাধা করে আল-হরামে উকরিয়া আদায়  
করে দুই রাকাঙ্কাত নামায পড়া মুত্তাহাব।

২৪. এরপর উমরা পালনকারী বা হজ্জ তামাতু পালনকারী মাথা শুভল বা  
চুল ছেট করে ইহুম হতে হালাল হয়ে যাবেন। কিন্তু ইফরাদ ও বিরাম হজ্জ  
পালনকারী তা না করে ইহুমের উপর কায়ের থাকবেন।

#### ২৫. নফল তাওয়াফ

গ্রিয় যা-বোমেরা, মুক্তায় অবস্থানকালে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবেন।  
উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আপনি যত বার সঙ্গের উমরা করতে পারেন এবং  
আগনি যদি নফল তাওয়াফ করতে চান তাহলে ওগরের একই পদ্ধতি অনুসরণ  
করুন। তবে মনে রাখবেন, নফল তাওয়াফে ইহুম বাঁধতে হবে না। রহম  
নাই, ইজতিবা নাই এবং এমনকি নফল তাওয়াফে সাঁচী করতে হয় না। তথ্যাত  
নিয়ত করে উপরের নিয়মে বাইতুল্লাহ, ৭ বার চৰুর দিয়ে নামায আদায় করলেই  
নফল তাওয়াফ হয়।

#### ২৬. দু'আ করুনের বিশেষ স্থানসমূহ

মুক্তা শরীফের সকল স্থানেই দু'আ করুণ হয়। তারপরেও দু'আ করুনের  
আরো কিছু ফর্মালতপূর্ণ স্থান রয়েছে। পবিত্র মুক্তা ও মদীনা মুনাওয়ারায় দু'আ  
করুণ ইত্যার স্থানসমূহ নিম্নরূপ : ১. মাতাক অর্ধাং তাওয়াফ করার স্থান।  
২. মূলতায়াম-হজারে আসওয়াদ ও কা'বাগুহের দরজার মধ্যবর্তী স্থানের দেওয়াল  
৩. মীজাবে রহমত এর নিচে যেখানে পাইপের মাধ্যমে কা'বাগুহের বৃষ্টির পানি  
প্রতিত হয়। ৪. কা'বাঘরের তিতরে ৫. যমদ্রম কুয়ার কাছে ৬. মাকামে ইবাহীমের  
পিছনে। ৭. সাফল-গাহাতের উপরে। ৮. মারওয়া পাহাড়ের উপরে। ৯. সাফল ও  
মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। ১০. আল্লাহর ঘরের উপর যখন নজর পড়ে  
তখন। ১১. রোকনে ইয়ামানী ও হজারে আসওয়াদের স্থানে। ১২. হাতীমের  
মধ্যে কা'বাঘরের সংলগ্ন বাকানো খাল দ্বৰা স্থান যা কা'বার অন্তর্ভুক্ত।  
১৩. আরাকাতের ময়দানে। ১৪. সুয়দালিফার ময়দানে। ১৫. কঙ্ক মারার  
স্থানে। ১৬. মূলতায়াম, রকমে ইয়ামানী সংলগ্ন পচিশ মেয়াল অর্ধাং দরজা  
সোজা এলাকা পর্যন্ত স্থান। ১৭. জাবালে সাঙ্গের বা সাঙ্গের পর্বতের গুহায়-ইজরতের  
সময় আবু বকর (রা)সহ নবী করীম (সা) যেখানে তিনি দিন ছিলেন।  
১৮. ঝাবালে নূর বা হেরো পর্বতের গুহায়-যেখানে কুরআন শরীফ সর্বপ্রথম  
নাবিল হয়েছিল। ১৯. মাওলিদুন নবী- নবী করীম (সা)-এর জন্মস্থান। বর্তমানে  
এটি মসজিদে হায়ামের উপর পূর্বদিকে সরকারী প্রাসাদে হিসেবে বিদ্যমান।  
২০. দারে আরকাম-যেখানে হয়েছে উমর (রা) ইসলাম প্রহণ করেন। এটি সাফ  
পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই।

ହେଉ ଏ ଉତ୍ସବ ମିଲେପିକା-ଅଛିଲାଦେର ଜାନ୍ମ

এক নজরে হজ্জ

ପ୍ରବିତ ହଞ୍ଜ ପାଲନେର ସୁଲିଦିଷ୍ଟ ଦିନଶଳିତେ କରାଯାଇ  
(ମୂଳ ହଞ୍ଜର ସମୟକାଳ-୮ ଖିଲହଞ୍ଜ ହତେ ୧୨/୧୩ ଯିଲହଞ୍ଜ)

### ୧. ହଜ୍ରେତର ଅନୁଭିତ ମିଳ ଏଥିଲାକ୍

**୧.୧ ହଜ୍ରେର ପ୍ରକୃତି :** ୮ ଯିଲିନ୍‌ହଜ୍ର ହତେ ମୂଳ ହଜ୍ର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏ କାରଣେ ୭୩ ଯିଲିନ୍‌ହଜ୍ର ହତେ ହଜ୍ରେର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ହଜ୍ରେର ପ୍ରକୃତିର ଜଳ୍ଯ ସକଳ କାଜ ଏ ନିମ୍ନେ ସମ୍ପଦିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ।

**୩.୨ ଇହରାମେର ଏକ୍ଷୁତି :** ଇହରାମ ବୀଧାର ଜନ୍ୟ ନଥ କଟା, ଚଳ, ଦାଡ଼ି, ପୌଫ ବା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଦର ଅଶ୍ଵରୋଜନୀୟ ଚଳ/ଲୋଶ କେଟେ ନିତେ ହେବ । ଇହରାମେର ବିଭାଗିତ ଏ ବିକାରେ ଇହରାମ ଅର୍ଦ୍ଦେ ଲିଖିବକ କରା ହେବାକୁ ।

\* ପୋସଲ ବା ଓସୁ : ଇହରାମ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ପୋସଲ କରେ ବିଶ୍ୱାସତା ଅର୍ଜନ କରୁଥେ ହେବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିସଞ୍ଚାକ କରେ ଓସୁ କରେ ନିତେ ହେବ ।

\* ইহুম : পুরুষগণ ইহুমের উদ্দেশ্যে দুই প্রক্ষ সাদা কাপড় পরিধান করবেন। এক প্রক্ষ কাপড় কোমর হতে ঘূরিয়ে লুঙ্গির মত পরতে হবে। অন্য প্রক্ষ শরীরের ওপরের অংশের বুক ও কাঁধ তেকে পরতে হবে। মহিলাগণ ইহুমের উদ্দেশ্যে পরিকার-পরিচ্ছন্ন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন যাতে পর্দা মেলে ঢলা যায়। উভয়েই হাতওয়াই চপ্পল পরিধান করবেন যাতে পায়ের পাতার ওপরের ছাঁড় খেলা থাকে তবে মহিলাগণ জাত ও মৌজা পরতে শারবেন।

\* ইহোমের নামায় : ইহোমের কাপড় পরে মাথা আবৃত করে দুই রাক্ষসাত্মক সুন্নাতুল ইহোমের নামায় আদাই করতে হয়। ইহোমের নামায় নিজের কথমে অথবা 'কা' 'বা' শব্দাকে শিখে আদায় করা যায়।

**ଦ୍ରିଷ୍ଟବ୍ୟ :** ସାଧାରଣତ ମହା ହତେ ଶୀନାତେ ଯାଓଯାଇବା ଜଳ ମହାଯ ଥ-ଥ ଘୋଯାଜେମଗପ ବାସେର ବ୍ୟବହାର କରେ ଥାବେଳ । ସେ କାରଣେ ଆପଣାର ଘୋଯାଗ୍ରେସ କୋନ ସମୟ/କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣାଦେବରକେ ମହା ହତେ ଶୀନାତେ ନିର୍ମେ ଯାବେଳ ସେ ସମୟଟା ଜେଳେ ନିର୍ମେ ସେ ସମୟରେ ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣି ଇହରାମ ବାଧବେଳ ।

যেমন নিচের ইবাদত করার মহামূল্যবান সময় নষ্ট করছেন অন্যদিকে অন্যের ইবাদতে বিপ্লব সৃষ্টি করছেন। কাজেই মীনাতে অবস্থানকালীন আপনার মূল্যবান সময়কে সঠিকভাবে ইবাদতের মাধ্যমে কাজে লাগাবেন।

**২.৩ মীনায় রাত্রি যাপন :** ৮ যিলহজ্জ তারিখ এবং ১০ থেকে ১২/১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা সুন্নত। কোন বিশেষ ওজর ছাড়া এনিনওলোতে মকার বাসায়/হোটেলে অবস্থান করা খেলাপে সুন্নত।

\* হ্যান্দুরী মাযহাবে মীনাতে রাত্রিযাপন সুন্নতে মুয়াকাম। আমদের রাস্স (সা) বিদায় হজ্জের সময় ৮, ১০-১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত মীনাতেই অবস্থান করেছেন। শরীয়ত সম্মত ওথর খাবার জন্য মীনায় রাত্রিযাপন না করলে পারলে কোন দম দিতে হবে না। মালেকী, শাফেয়ী ও হাবলী মাযহাব অনুযায়ী মীনায় রাত্রিযাপন ওয়াজিব।

### ৩. হজ্জের ২য় দিন-৯ যিলহজ্জ

৯ যিলহজ্জ তারিখে ফজর নামায মীনাতে আদায় করা সুন্নত। সঠিক ব্যবস্থাপনার কারণে ফজর নামায আরাফাতের ময়দানে আদায় করলেও অসুবিধা নেই। ফজর নামায পড়ে 'তাকবীরে তাশরীক' পড়তে হয়।

#### ৩.১ তাকবীরে তাশরীক

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইলাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লালিল হামদ।"

\* মনে রাখবেন, ৯ যিলহজ্জ বাদ ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্জ বাদ আছের পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াকে ফরয নামায পড়ে তাকবীরে তাশরীক ১ বার পড়া ওয়াজিব।

#### ৩.১ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

\* তাকবীরে তাশরীক পড়ার পর তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ-দরবাদ ও তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফাতের ময়দানে হায়ির হতে হবে।

\* জাবালে রহমত : আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত এক পাহাড় 'জাবালে রহমত' এ দাঙ্গিয়ে হ্রদরত মোহাম্মদ (সা) লক্ষণিক সাহাবায়ে ক্রিমের উপস্থিতিতে "বিদায় হজ্জের ভাস্তব" দিয়েছিলেন। "জাবালে রহমত" দেখায় নিয়ের দু'আ পাঠ করবেন।

"সুবহন্নাল্লাহি আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল হামদুল্লাহিল্লাহি আত্তাগফিল্লাহু।"

**অর্থ :** আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ সর্বশৈষ্ট। আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কোন উপাস্য নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমি আল্লাহরই নিকট সকল প্রকার পাপ কাজ হতে ক্ষমা চাইছি।

\* আরাফাতে সভব হলে গোসল করবন (সুন্নত) অথবা অযু করে নিবেন। সামান্য খাবার খেয়ে নিন। সাধারণত মোয়াল্লেহগণ একেতে প্যাকেট খাবার সরবরাহ করে থাকেন। এছাড়া মকাবাসীগণ এখানে ট্রাকে ট্রাকে খাবার সরবরাহ করে থাকেন। প্রিয় হাজী মহোদয়গণ, মনে রাখবেন এসব খাবার সংগ্রহ করলে গিয়ে ইবাদতের মূল্যবান সময় কিছুতেই নষ্ট করবেন না।

\* খুক্ত করা : আরাফাতের ময়দানে খুক্ত করা অর্থাৎ সেখানে অবস্থান করে বেশি বেশি আল্লাহর ধ্যানে মন্ত্র হয়ে ইবাদত বন্দেগী, জিকির ও তাজবা, ইসতেগফার করে নিচের পাপ মাফ করিয়ে নেয়। এ হানে অবস্থান করা ফরয। হজ্জের তিনটি ক্রয়বের মধ্যে এটি একটি অন্যতম ফরয। এই অবস্থানের সময়টা অতি মূল্যবান এবং এখানে দু'আ করুল হয়। সুতরাং সবলাকেই দু'আ-সরবন, আল্লাহর শহুর প্রকাশে লিঙ্গ থাকতে হবে। হ্যবত রাসূলে করীম (সা) কখনো তাঁবুর মধ্যে হ্যাত ঝুলে, কখনো ঝুকু-সিজদায় গিয়ে, কখনো তাঁবুর বাইরে গিয়ে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে অনুযায় বিনয় সহজের দু'আ করেছেন।

\* মসজিদে নামিয়া : আরাফাত ময়দানে অবস্থিত 'মসজিদে নামিয়াতে' একেতে যোহর ও আসরের নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সেখানে যোহরের এবং আসরের নামায এক আয়ালে এবং দুই একামতে একেতে আদায় করা হয়।

\* যোহর ও আসর নামায 'মসজিদে নামিয়াতে' জামায়াতে শরীক হতে না পারলে নিজ তাঁবুতে সকলে মিলে যোহরের সময় যোহরের নামায এবং আসরের সময় আসরের নামায আলাদাভাবে আদায় করতে হবে। কোন কোন মাযহাবের লোকেরা তাঁবুতেও যোহর ও আসর নামায একেতে আদায় করেন। উল্লিখিত দুই নিয়মেরই দলিল আছে। কাজেই যে কোন এক নিয়মে নামায আদায় করবেন। প্রায়শঃই দেখা যাব এ নিয়ে হাজীদের মধ্যে হতভেদ দেখা দেহ। এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতর্ক করে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না বরং কোন এক নিয়মে নামায আদায় করবেন। দয়াময় আল্লাহ আপনার নিয়ত করুল করবেন—ইনশাআল্লাহ!

\* আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা কর্তব্য এবং এ সময়টিকু অতি মুল্যবান। একই সাথে দু'আ করুলের জন্য এটি উচ্চম সময় ও স্থান। কাজেই এ সময়টিকু কাজে লাগান। মহান আল্লাহকে শ্রবণ করে আরবীতে অথবা নিজ নিজ ভাষায় কান্নাকাটি করে অতি বিনীতভাবে দু'আ করে মাখক্রিত কামনা করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার জনাহ সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন এবং আপনাকে তা মহান আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করায়ে নিতে হবে। কিয়ামতের শার্টের মত এ মাঠে আপনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহ আপনার দু'আ করুন করবেন। কারন আল্লাহ বলেছেন, 'আমার প্রতি আমার বাস্তা যা ধারণা করে আমি তার সাথে সেজুপই আচরণ করি' (হাদিসে কুদসী)। আলহাম্দুলিল্লাহ!

\* প্রিয় মা-বোনেরা, সময় নষ্ট করবেন না। এখনেও আনেক মা-বোনকে অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করতে দেখেছি। সেটি কখনই বরাবেন না। কখনই না। সময় অতি জরু, আল্লাহর কাছে ক্ষমা দেয়ে তা কাজে লাগান।

৩.২ দু'আ করুলের বিশেষ সময় : মনে রাখবেন, আসন্নের নামাযের পর হতে সূর্যাস্তের পূর্বের সময়টিকু মহামুল্যবান। এ সময় আল্লাহর রহমতের সকল দ্বন্দ্ব খোলা থাকে। এ সময়টা আল্লাহর ইচ্ছার নিশ্চিত দু'আ করুন হয়। সুতরাং এ সময়টিকু দীড়িয়ে অথবা বসে হাত দু'টো উঁচু করে গভীর মনোনিবেশের সাথে ঘোলজাত করে কান্নাকাটি করে আপনার মনের কথা আল্লাহকে জানান, ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩.৩ সূর্যাস্ত আরাফাতে অবস্থান করুন। মাগরিবের নামাযের সময় পার করে আরাফাতের মাঠে ত্যাগ করুন। কিন্তু আরাফাতের মাঠে মাগরিবের নামায আদায় করবেন না। মাগরিবের নামায মুহাম্মদিয়াতে গিরে আদায় করতে হবে। মনে রাখবেন, মনে রাখবেন, মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করা যাবে না। সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামায পড়া ছাড়াই তালবিয়াহ ও আল্লাহর যিকির করতে করতে মুয়দালিহার উচ্ছেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

#### ৩.৪ আরাফাতের ময়দানের গুরুত্ব

১. বাবা আদম (আ) ও মা হাত্তিয়া (আ)-এর সুনীর্ধ সময়কাল বিরহের পর মিলনের স্থান;

২. "তোমাদের দীপকে সম্পূর্ণ করে দিলাম" (সুরা মারিদা, আয়াত : ৩) আয়াতটি আরাফাত নাযিল হয়েছে;

৩. "ইয়াওবে-আরাফা : অর্থাৎ আরাফার দিন (৯ খিলাহজ) আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পাপী তাপী মানুষকে মাফ করে দেন। (বুখারী, মুসলিম);

৪. হযরত আয়েশা (বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বাস্তুল্লাহ (সা) ইব্রাহিম করেছেন আরাফাত দিনের তৃতীয় এমন কোন দিন নাই, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক বাস্তাকে জাহান্নামের আগন থেকে মুক্তি দান করবেন। তিনি সে দিন তাদের অধিক নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে নিয়ে কেবেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, তারা কি চায়? যা চায় আমি তাদেরকে তাই দান করব। (মুসলিম, মেশকাত)।

৫. ইব্রাহিম (আ) আরাফাতে অবস্থান করেছেন;

৬. আমাদের নবী করিম (সা) আরাফাতে অবস্থান করেছেন।

৩.৫ আরাফাতের ময়দানে দু'আ-স্তুল

\* আরাফাতের ময়দানের সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহর মহুর, বড়ু, শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব বর্ণনা করে আল্লাহর প্রশংসন করুন, নবীজি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে সকল গাঁথ করুন। আরাফাতের ময়দানের অতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে নিন্দের আমলগতি অথবা আপনার নিজের মত করে যে কোন দু'আ করতে পারুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহ্যর হউন।

\* আনেক মা-বোনকে দেখেছি এখানে কি পড়তে হবে তারা সেটি খুঁজে পান না বা বুঝতে পারেন না। তাই সে সমস্ত মা-বোনদের জন্য কিছু আমল নিন্দে উচ্ছেষ্য করলাম। যদিও এখানে পড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আমল নেই। তবুও আমার মা-বোনদের সুবিধার্থে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন কিছু আমল এখানে উচ্ছেষ্য করলাম :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছমিয়াহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ—পড়ে পরবর্তী দু'আসমূহের মধ্যে পড়ুন। যেমন :

বাস্তুল্লাহ (সা) ইব্রাহিম করেছেন, সকল দু'আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফাত দিনের দু'আ এবং সে সকল যিকির যা আমি করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার সর্বোত্তমতি হলো :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ يَعْلَمُ بِهِ وَمَنْ يَعْلَمُ بِهِ فَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“লা-ইলা-হা ইল্লাহু ওয়াহদাহ-লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু ওয়া শাহুল  
হামদু ইউধ-রী ওয়া ইউ সীতু ওয়া হয়া ‘আলা কুণ্ঠি শাইখিল কুদীর।”

**অর্থ :** আল্লাহ যতীত ইবাদতের বোগ্য কোন যাত্রুদ সেই, তিনি এক তাৰ  
কোন শৰীক নেই, সমগ্র রাজ্য ও প্ৰশংসা তাৰই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং  
মৃত্যু প্ৰদান কৰেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। (তিগ্রিয়ী, মেশকাত,  
আলবানি-৪/৬)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ..... ১০০ বার

اللَّهُمَّ

আল্লাহ আকবাৰ ..... ১০০ বার।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহানদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম ..... ১০০ বার।

لَا إِلَهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিস আলিয়ল আজীম ..... ১০০ বার

إِسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَنْوَبُ إِلَيْهِ

আসতাগফিরুল্লাহ রাকবী মিন কুণ্ঠি যামবিও ওয়া আজুর ইলাইহি ১০০  
বার।

\* দক্ষদে ইল্লাহীমী ..... ১০০ বার

\* সূরা ফাতিহা ..... ৭ বার

\* আরাতুল কুয়াছি ..... ৭ বার

\* সূরা ইখলাস ..... ১০০ বার

\* ৪ কালেমা ..... ১০০ বার

\* দু'আ ইউনুস “লা ইলাহা ইল্লা আল্লা সুবহানাকা ইনি কুন্তু মিনাজ  
জোয়ালিমীন” ..... ১০০ বার

\* “রাকবানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাছানাত্তাও ওয়াফিল আবিরাতি হাছানাত্তাও  
ওয়াকিনা আয়াবান্নার” ..... ১০০ বার

\* রাকবানা জুলাম্না আনমুহুনা ওয়া ইল্লাম তাগফিরুলানা ওয়াত্তুরহামনা  
লানা কুন্তুলা মিনাল খাইরীন ..... ১০০ বার

\* হাসবুন্নাহাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, ওয়া নি'মাল মাওলা, ওয়া নি'মান  
মাহীব ..... ১০০ বার

\* সূরা তাওবাৰ শেষ ২ আয়াত- “লাকাদ তা-আকুম রাসূলুম.....আরশিল  
আজীম” ..... ৭ বার

\* সূরা হাশুর এৰ শেষ ৩ আয়াত- “হয়াল্লাহকুজি লা-ইলা-হা ইল্লা হয়া...  
...আহিজুল হাকীম” ..... ৭ বার

\* এৱেৰ আল্লাহৰ দৰবাৰে কান্নাকাটি কৰে মোনাজাত কৰলে।

### ৩.৬ মুহদালিকার উদ্দেশ্যে রাওয়াদা

\* হজেৰ ভিতীৰ দিন অৰ্ধাং ঙ যিলহজ তাৰিখে আৱাকাতেৰ ময়দান হতে  
সূৰ্যাস্তেৰ পৰ মুহদালিকার উদ্দেশ্যে রাওয়াদা হতে হবে। সূৰ্যাস্তেৰ পৰ অৰ্ধাং  
সময়টা মাগৱিবেৰ নামাদেৰ সময়। তা সময়েও আৱাকাতেৰ ময়দানে মাগৱিবেৰ  
নামায না পড়েই মুহদালিকার উদ্দেশ্যে রাওয়াদা হতে হবে।

\* এ পথটুকু ট্ৰেন/বাসে অধৰা পায়ে হেঠে যেতে হবে। ব্যালোচি/ সৱকাৰী  
হাজীদেৰ জন্য ২০১৪ সালে ট্ৰেনেৰ ব্যৱস্থা ছিল। কাজেই অতি অল্প সময়েই  
হাজী সাহেবানৰা ট্ৰেন কৰে মুহদালিকায় পৌছে যাব। বেসৱকাৰী হাজী সাহেবানগণ  
বাসে/পায়ে হেঠে মুহদালিকায় উপস্থিত হতে পাৱবেন।

### ৩.৭ মাগৱিব ও এশাৰ নামায

\* মুহদালিকায় উপস্থিত হতে এশাৰ নামাযেৰ সময় হতে যাব। সেখানে  
পৌছেই মাগৱিব ও এশাৰ নামায একত্ৰে পড়তে হবে;

\* মুহদালিকার মাগৱিব ও এশাৰ নামায এক আয়ান ও দুই ইকামতে আদাৱ  
কৰা ওয়াজিব;

\* পথমে মাগৱিব এৰ ফৰয নামাযেৰ নিয়ত কৰে নামায পড়তে হয়;

\* তাৰপৰ তাকবীৰে তাশৱিক ও তালবিয়াহ বলতে হবে;

\* এৱ সাথেই এশাৰ নামাযেৰ নিয়ত কৰে এশাৰ ফৰয নামায আদাৱ  
কৰতে হবে;

\* তাৰপৰ তাকবীৰে তাশৱিক ও তালবিয়াহ পাঠ কৰতে হবে;

\* এভাৱে মাগৱিব এৰ ফৰয নামায এবং এৱেৰ এশাৰ ফৰয নামায পড়তে  
হয়। এ দুটি ফৰয নামাযেৰ মাঝে কোন সুন্নত বা নফল নামায পড়বেন না।

\* আমাদেৰ নবী করীম (সা) এখানে ফৰয নামায আদাৱ কৰেছিলেন।  
কাজেই অন্যান্য নামায আপনি পড়তে চাইলে পড়তে পাৱেন।

\* এরপর মাগরিবের ২ রাকায়াত সুন্নত নামায পড়া যায় এবং এরপর এশার ২ রাকায়াত সুন্নত নামায পড়া যায়। নকল নামায ঝুঁকি।

\* শেষে বেতের নামায পড়বেন।

৩.৮ পাথর সংগ্রহ : শয়তানকে কংকর ঘারার জন্য কংকরসমূহ এই মুদ্দালিফা হতেই সংগ্রহ করা সহজতর। তিনিসে মোট ৪৯টি কংকর শয়তানকে খারতে হবে। কোন ক্ষেত্রে (প্রবর্তীতে আলোচনা করা হবে) ৪ দিন কংকর ঘারার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে মোট ৭০টি কংকর লাগবে। কাজেই মোট ৭০টি কংকরসহ কংকরটি বেশী কংকর সংগ্রহে রাখা ভাল।

\* মুদ্দালিফায় আপনি যেখানে শোবার জন্য ব্যবস্থা করেছেন তার আশে-পাশেই একটু বালি সরাদেই কংকর পেয়ে যাবেন। এরজন্য চিন্তার কিছু নেই। কারণ সৌনি সরকার হাজী সাহেবানদের সুবিধার্থে এ কংকরগুলো আগেভাগেই এ স্থানে ছড়ায়ে দিয়ে ওপরে বালি বিছিয়ে রাখেন। তাহাত্তা পাশেই রয়েছে পাহাড়ের সারি। তার পাদদেশে রয়েছে অসংখ্য অগণিত কংকর সেখান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন।

\* কংকরগুলি তথ্যে ক্ষেত্রে ৭টি করে কংকর একটি জ্বালায় রাখুন। পরের দিন কেবলমাত্র ৭টি কংকরই লাগবে। বাকী ২১টি কংকর একটি ব্যাগে ৭টি+৭টি+৭টি করে আলাদা রাখুন। আবার ২১টি কংকর ৭টি+৭টি+৭টি করে আলাদা রাখুন। মোট  $(7+21+21)=49$ টি কংকর নিজের সুবিধামত হাতের কাছে একটি ছোট খলিতে রাখুন। বাকী ২১টি কংকর অন্য একটি খলিতে রাখুন যদি প্রয়োজন হয়।

৩.৯ রাত্রি যাপন : ৯ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর হতে মুদ্দালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব, রাত্রি যাপন করা সুন্নতে সুয়াক্কাদা। মুদ্দালিফায় বাওয়ার জন্য বেশী কাপড় চোপড় বা বেশি জিনিসগুলি সংগে রাখবেন না। রাতে শুমালোর জন্য একটা চাঁদর (রঙ্গিন) নিতে পারেন অথবা মীনাতে-পাটি পাওয়া যায় তা কিনে নিতে পারেন। তবে চাঁদর রাখলেই বেশি হত্তি পাবেন। যে ছোট ব্যাগটা সংগে ধাকবে সেটাই যাদায় দিয়ে ধূমিরে পরতে পারেন। মনে রাখবেন যে, হজে আপনি কষ্ট বরতেই এসেছেন। এখানে কিছুটা সময় হৃদয়নে সুন্নত।

\* ধিকির ও দু'আ : মুদ্দালিফা দু'আ কবুলের একটি বিশেষ স্থান। কাজেই কোনভাবেই সে সুন্দেশ হারাবেন না। দুর্দল পাঠ, কুরআন তিলাউথাত, তালবিয়া পাঠ করে মহল আল্লাহর দরবারে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

\* রাত্রি যাপন করে হজের তৃতীয় দিন হবে অর্ধে ১০ যিলহজ্জ সেখানে (মুদ্দালিফাতেই) তাহাজ্জনের নামায পড়বেন।

\* ফজর নামায ও ওকুফ : ফজরের সময়ে ২ রাকায়াত সুন্নত নামাযের পর ২ রাকায়াত ফরয নামায পড়বেন। এরপর ওকুফ করবেন। মীনাত বাওয়ার প্রয়োজনে এসময়ে ওকুফ করার জন্য যথেষ্ট সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। সেকারণে তাহাজ্জনের নামায ও ফজরের নামাযের মাঝে সূর্যাদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আবস্থান করবেন এবং বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দু'আ করে ওকুফ আল্লাহর খ্যানে মগ্ন হওয়া। করতে পারেন।

\* মুদ্দালিফাতেই ফজরের নামায আদায় করা সুন্নত। এ সময় বেশী বেশী তালবিয়াহ ও আল্লাহ আকবার পাঠ করতে থাকবেন।

৩.১০ মীনার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা : মুদ্দালিফায় ফজরের নামায পড়ে সূর্য ওঠার প্রাক্কালে মীনার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হতে হবে।

\* ট্যালেট ব্যবস্থা : মুদ্দালিফায় একসাথে সকল হাজী সাহেবান একই আয়গায় অবস্থান করার ফলে ট্যালেট একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে। যদিও সৌনি সরকার হাজী সাহেবানদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্যালেটের ব্যবস্থা রাখে। তা সন্তোষ অধিক মানুষের সমাগমের কারণে ট্যালেটে ভিড়ের আধিক্য দেখা দেয়। এজন্য এখানে পরিষিত খাবার এবং পান করাই সুস্থিমানের কাজ। এছাড়া শুধুর জন্য ফজরের নামাযের ওয়াজ হওয়ার আগে ভাগেই এমু করে নেয়া ভাল হবে। ব্যাগে অবশ্যই নিজের প্রয়োজনমত ট্যালেট টিস্যু রেখে দিবেন।

৩.১১ মুদ্দালিফার সীমা : মুদ্দালিফার রাত্রি যাপনের পূর্বে অবশ্যই এর সীমা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। অনেকে সীমা ঠিকমত না জানার ফলে এবং কোন যাচাই-বাছাই না করার কারণে মুদ্দালিফার সীমানার বাইরে রাত্রি যাপন করেন। মুদ্দালিফার সীমানা নির্ধারণের জন্য বড় বড় "MUZDALIFAH SIGN" দেয়া আছে। সেখানে লিখা আছে "MUZDALIFAH STARTS HERE" এবং অন্য পাশে "MUZDALIFAH ENDS HERE" লিখা। এ সমস্ত "SIGN"গুলো দেখে হাজী সাহেবগণ সহজেই সীমানা চিহ্নিত করে সঠিকস্থানে অবস্থান করতে পারেন। আবার কেউ কেউ মধ্যরাত্রির আগেই মুদ্দালিফা হতে বের হয়ে পড়েন। এবং মুদ্দালিফায় রাত্রি যাপন করেন না। যিনি বিনা কারণে মুদ্দালিফায় রাত্রি যাপন করবেন না তার একটি ওয়াজিব ছুটে যাবে। এজন্য তার তওবা ও এন্তেগফার করতে হবে এবং একটি ফিদিয়া বা দম দিতে হবে।

তবে যাদের ওজর আছে যেমন অসুস্থ, অক্ষম, অতিবৃক্ষ, দুর্বল, মহিলা ও শিশু এবং এদের দেখাতনা করার মত অভিভাবক, তাদের ক্ষেত্রে যথ্য রাত্রির পর মুদ্দালিফা হতে মীনার দিকে রওনা হওয়া জায়েয় আছে।

#### ৪. হজ্জের তৃতীয় দিন ১০ খিলহজ্জ

\* জামারাহে আকাবাহতে রমী করা বা বড় জামারাহ পাথর নিষ্কেপ

\* মীনায় শয়তানের প্রতীক হিসাবে প্রতুতকৃত স্থানই জামারাহ। এ রকম বড়, মেজ ও ছেট পরপর তিনটি স্থান রয়েছে যা যথাজন্মে বড় শয়তান, মেজ শয়তান ও ছেট শয়তান নামে অভিহিত।

\* শয়তানের প্রতীক হিসাবে জামারাহের তিনটি স্থানে কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে;

\* মুহাম্মদিহা হতে ১০ খিলহজ্জ ফজলের নামায পড়ে জামারাহে আকাবাহ বা বড় শয়তানকে কংকর মারার উদ্দেশ্যে মীনার দিকে রওনা হতে হবে;

\* ব্যালোচি/সরকারী হাজীগণ এ সময় ট্রেনে করে জামারাহ যাবেন; নন-ব্যালোচি/বেসরকারী হাজীগণ তাদের জন্য নির্ধারিত বাস অথবা পায়ে হেঁটে জামারাহতে যেতে পারেন; আবার যে কেউ ইস্কা করলে পায়ে হেঁটে জামারাহতে যেতে পারেন।

\* সাধারণত: সূর্যোদয়ের পর থেকে বি-প্রহরের পূর্ব গর্ভন্ত সময়ে কংকর মারা উচ্চ। তবে জীবনের ঝুঁকি থাকলে, অতিবৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে স্মৃতিতে কিছু পূর্বে বা রাত্রিতে পাথর নিষ্কেপ করার অবকাশ রয়েছে।

\* মনে রাখবেন, হাজীদের জন্য মীনার পৌছে প্রথম জামারাহ (জামারাহে আকাবাহ) বা বড় শয়তান এর প্রতীকে একটির পর একটি করে ঘোট ৭ (শাত)টি কংকর মারতে হবে যা ওয়াজিব। ৭টি কংকর একত্রে নিষ্কেপ করা যাবে না। তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

\* অনেকক্ষেত্রে নিষ্কেপিত কংকরটি জামারাহ এর স্থানে মা লেগে দেয়াল দেখা স্থানে পড়তে পারে সেক্ষেত্রেও ওয়াজিব আদায় হবে। কিন্তু বৃত্তের বাইরে পিয়ে পড়লে সেটি সঠিক বলে গণ্য হবে না। তদৃশলে আর একটি কংকর নিষ্কেপ করতে হবে। এজন্য অতিরিক্ত ৮/১০ টি কংকর সাথে রাখা ভাল।

৪.২ তালিবিয়াহ বক্ত ও দু'আ : প্রথম কংকর মারার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালিবিয়াহ পাঠ বক্ত রাখতে হবে। কিন্তু দু'আ করা বক্ত হবে না।

\* অতিটি কংকর নিষ্কেপের সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, বলে শয়তানকে কংকর মারতে হবে। এছাড়া আপনার ইচ্ছামত দু'আ বলে কংকর ছুড়তে পারেন।

\* এক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ নেই। তবে আপনি বলতে পারেন-

"সে আল্লাহর নামে ধিনি শহান, শয়তানকে অগদন্ত করার উদ্দেশ্যে, দর্শাল আল্লাহর সঙ্গে অর্জনের জন্য আমি এ কংকর নিষ্কেপ করছি। হে

আল্লাহ। আপনি আবার হজ্জ করুন করুন, আমার প্রত্যোকে ফলপ্রসূ করুন।"

\* বড় জামারাহে পরপর ৭টি কংকর নিষ্কেপ করা শেষ হলে মন-প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

\* অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাদের মা-বোনেরা বিভিন্ন কারণে কংকর মারতে যেতে তব পান অথবা মহিলাদের সাথে থাকা মাহুরাম বা দলের পুরুষ সদস্যরা মহিলাদেরকে জামারাহতে যেতে বা নিতে নির্মসাহিত করেন। সেক্ষেত্রে প্রিয় মা-বোনেরা মনে রাখবেন, শরিয়ত সম্বত ওয়াজ ছাড়া, অতিবৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুর্বল বৃত্তি ছাড়া প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কংকর নিষ্কেপ করা হলে তার ওয়াজিব আদায় হবে না।

\* মহিলারাও অন্যের পক্ষে পাথর নিষ্কেপের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন। যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে তিনি প্রথমে নিজের ৭টি কংকর নিষ্কেপ করবেন। তারপর অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিষ্কেপ করতে পারবেন।

#### ৪.৩ কুরবানী করা

১০ খিলহজ্জ তারিখের তৃতীয় কাজ হলো কুরবানী করা। পাথর নিষ্কেপ সমাপ্ত করে নিজের বাসস্থান/হোটেল/ভাসুতে ফিরে যেতে হবে এবং কুরবানী করতে হবে।

\* দ্বিতীয় ও তৃতীয় হজ্জ পাশনকারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব আর ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীদের জন্য মুক্তাহাব।

\* ১০, ১১ ও ১২ খিলহজ্জ এর যে কোন দিন কুরবানী করা যেতে পারে। দিন ও রাত্রির যে কোন সময় কুরবানী করা যায়। মীনার ময়দানে অথবা মুকাররামার যে কোন স্থানে (যা হারাম সীমানার ভেতরে) কুরবানী করা যায়।

\* বর্তমানে সৌদি সরকার বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানীর টাকা জমা নিয়ে থাকেন এবং এর বিনিয়ময়ে টিপ দিয়ে আকেন। সেখানে একটা সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পর কুরবানী হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। কারণ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা দিলে কুরবানী করা দেখা যায় না। তবে এ ব্যাংকের সদেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ কুরবানী ঠিকমত হচ্ছে কি-না তা দেখ-ভাল ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য সৌদি সরকার বহু সংখ্যক ভলাস্টিয়ার নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

#### ৪. হজের তৃতীয় দিন ১০ ঘিরহজ্জ

\* জামারাহে আকাবাহতে রমী করা বা বড় জামারায় পাথর নিষ্কেপ

\* মীনায় শয়তানের প্রতীক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছানই জামারাহ। এ রকম বড়, মেজ ও ছেট পরগুর ভিনটি স্থান রয়েছে যা যথাক্রমে বড় শয়তান, মেজ শয়তান ও ছেট শয়তান নামে অভিহিত।

\* শয়তানের প্রতীক হিসাবে জামারাহের ভিনটি স্থানে কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে;

\* মুদ্দালিলা হতে ১০ ঘিরহজ্জ করারের নামায পড়ে জামারাহে আকাবাহ বা বড় শয়তানকে কংকর মারার উদ্দেশ্যে মীনার দিকে রশনা হতে হবে;

\* ব্যালোটি/সরকারী হাজীগণ এ সময় ট্রেনে করে জামারাহ যাবেন; নন-ব্যালোটি/বেসরকারী হাজীগণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাস অথবা পায়ে ছেটে জামারাহতে যেতে পারেন; আবার যে কেউ ইচ্ছা করলে পায়ে ছেটে জামারাহতে যেতে পারেন।

\* সাধারণত: সুর্যেদিয়ের পর থেকে বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কংকর মারা উচ্চ। তবে জীবনের বুঁকি ধাকলে, অতিবৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে বা রাত্রিতে পাগুর নিষ্কেপ করার অবকাশ রয়েছে।

\* মনে রাখবেন, হাজীদের জন্য মীনায় পৌঁছে থথম জামারাহ (জামারাহে আকাবাহ) বা বড় শয়তান এর প্রতীকে একটির পর একটি করে মোট ৭ (সাত)টি কংকর মারতে হবে যা গুরুত্বিত পুট কংকর নিষ্কেপ করা যাবে না। তাহলে গুরুত্বিত আদায় হবে না।

\* অনেকক্ষেত্রে নিষ্কেপিত কংকরটি জামারাহ এর স্থানে না দেয়াল থেকে হানে পড়তে পারে সেক্ষেত্রেও গুরুত্বিত আদায় হবে। কিন্তু বৃক্ষের বাহিরে পিয়ে পড়লে সেটি সঠিক বলে গণ্য হবে না। তদ্বলে আর একটি কংকর নিষ্কেপ করতে হবে। এজন্য অতিরিক্ত ৮/১০ টি কংকর সাথে রাখা ভাল।

৪.২ তালবিয়াহ, বন্ধ ও দু'আ : এখন কংকর মারার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়াহ পাঠ কর রাখতে হবে। কিন্তু দু'আ করা বক্ত হবে না।

\* প্রতিটি কংকর নিষ্কেপের সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহ, আকবার, বলে শয়তানকে কংকর মারতে হবে। এছাড়া আপনার ইচ্ছামত দু'আ বলে কংকর ছুড়তে পারেন।

\* একেত্রে কোন সুনিদিষ্ট দু'আ নেই। তবে আগনি বলতে পারেন-

"সে আল্লাহর নামে যিনি মহান, শয়তানকে অপসন্ত করার উদ্দেশ্যে, দয়াল আল্লাহর সঙ্গের জন্য আমি এ কংকর নিষ্কেপ করছি। হে

আল্লাহ! আপনি আমার হজ কবুল করুন, আমার প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন।"

\* বড় জামারাহে পরগুর ৭টি কংকর নিষ্কেপ করা শেষ হলে মন-প্রাপ খুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

\* অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাদের মা-বোনেরা বিভিন্ন কারণে কংকর মারতে যেতে ভয় পান অথবা মহিলাদের সাথে থাকা মাহুরাম বা দলের পুরুষ সদস্যরা মহিলাদেরকে জামারাহতে যেতে বা নিতে নির্দেশসহিত করেন। সেক্ষেত্রে ত্রিয় মা-বোনেরা মনে রাখবেন, শারিয়ত সম্বত ওয়ার হাড়া, অতিবৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুর্বল বাকি হাড়া প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কংকর নিষ্কেপ করা হলে তার গোরিব আদায় হবে না।

\* মহিলারাশ অন্যের পক্ষে পাথর নিষ্কেপের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে নিরোগ পেতে পারেন। যাকে প্রতিনিধি নিরোগ করা হবে তিনি প্রথমে নিজের ৭টি কংকর নিষ্কেপ করবেন। তারপর অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিষ্কেপ করতে পারবেন।

#### ৪.৩ কুরবানী করা

১০ ঘিরহজ্জ তারিখের তৃতীয় কাজ হলো কুরবানী করা। পাথর নিষ্কেপ সমাপ্ত করে নিজের বাসস্থান/হোটেল/ভৱনতে কিনে যেতে হবে এবং কুরবানী করতে হবে।

\* কুরবান ও তামাতু হজ পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা গুরুত্বিত আর ইফরাদ হজ আদায়ক হীনের জন্য হৃষ্টাহ্ব।

\* ১০, ১১ ও ১২ ঘিরহজ্জ এর যে কোন দিন কুরবানী করা যেতে পারে। দিন ও রাত্রির যে কোন সময় কুরবানী করা যায়। মীনার মহান অথবা অক্ষ মোকারবায়ার যে কোন স্থানে (যা হরাম সীমানার ভেতরে) কুরবানী করা যায়।

\* বর্তমানে সৌনি সরকার বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানীর টাকা ভাসা দিয়ে থাকেন এবং এর বিনিয়োগে প্রিপ দিয়ে থাকেন। সেখানে একটা সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পর কুরবানী হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। কারণ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা দিলে কুরবানী করা দেখা যায় না। তবে এ ব্যাপারে সম্বেদের কোন অবকাশ নেই। কারণ কুরবানী টিকমত হচ্ছে কি-না তা দেখ-তাল ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য সৌনি সরকার বহু সংখ্যক স্লান্টিয়ার নিরোগ দিয়ে থাকেন।

\* এছাড়া পরিচিতদের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে কুরবানী করার ব্যবস্থা করা হতে পারে। তবে নিজের জানামতে কোন ব্যবস্থা না থাকলে প্রতিরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই কুরবানীর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে-কারণ এটি আপনার গুরুত্বিক।

#### ৪.৪ মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটা

কুরবানী করার পর চতুর্থ কাজ হলো মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁট করা। পুরুষদের জন্য মাথা মুগ্ন করে বা চুল ছাঁট করে ইহরাম মুক্ত হতে হবে।

মহিলাদের জন্য চুলের অংশাংশ আঙুলের এক কড়া পরিমাণ বা এক ইঞ্জি পরিমাণ চুল কেটে ফেলে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। মহিলাদের মাথা মুগ্ন করা সিদ্ধি।

ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য এটি গুরুত্বিক। অতঃপর পোসল করে সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন। ইহরাম অবস্থায় নিহিত কাজগুলি এখন বৈধ তথ্যাত্মক স্থানী-ক্রী সহবাস ছাড়া, এটি কেবলমাত্র তাওয়াফে যিয়ারাহ এর পরে বৈধ।

যদি কুরবানী দুইদিন পরে করেন তবে মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটা ও স্থগিত থাকবে। এ কাজটি কুরবানী সমাপ্ত হওয়ার পরেই করতে হবে।

মাথার চুল মুগ্ন/ছাঁটার পূর্বে নথ কর্তন, গৌঁফ কাটা, লোম ছাঁটা ইত্যাদি জায়েব নয়। যদি কেউ একপ করে তাহলে কাফকারা গুরুত্বিক হয়ে যাবে।

হজ্জের জন্য এ মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটা মীনায় করা সুন্নত। তবে হ্যারাম শরীকের যে কোন হালে এটা করা যাবে। বিস্তু হ্যারাম শরীকের সীমানার বাহিরে মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটা করলে এর জন্য দম গুরুত্বিক হবে।

আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদি (বড় জামারাহতে কংকর নিকেপ), এরপর কুরবানী এবং তারপর মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটা কাজগুলি একটির পর একটি ক্রমধারার পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা গুরুত্বিক। যদি এই ধারাবাহিকতার ব্যতৰ্য ঘটে তবে এজন্য দম দিতে হবে।

৪.৫ তাওয়াফে যিয়ারাহ : এবার হজ্জের তৃতীয় ফরহ “তাওয়াফে যিয়ারাহ” এর কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। ১০ যিলহজ্জ তারিখ হতে ১২ যিলহজ্জ তারিখের সূর্য অংশ যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় রাতে বা দিনে এ তাওয়াফ আদায় করা যায়। তাওয়াফে যিয়ারাহকে তাওয়াফে ইফায়াও বলা হয়। তবে কুরবানী করার পর মাথা মুগ্ন করে ইহরামমুক্ত হয়েই কেবলমাত্র তাওয়াফে যিয়ারাহ করা হয়।

#### তাওয়াফের নিয়ম

اللَّهُمَّ إِنِّي أَرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْعَرَامَ سَبْعَةَ اشْرَاطٍ فِي سَرِيرٍ لِّيْ وَتَبَلَّهُ مِنْيَ

উকারণ : আহ্মাদ্বা ইন্নী উল্লান্দু তাওয়াফ বায়তিকাল হ্যারামে সাবআতা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসসিরহু লী ওয়াতাকামবাল-হু মিনী।

অর্থ : “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি সাত চূড়ারের ঘারা আপনার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ম করছি। অতএব তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা করুন করুন। হে রাবুল আলামীন!”

উমরার তাওয়াফের ন্যায় একই পদ্ধতিতে এই তাওয়াফ করা হয় এবং একেতে অবশ্যই শুধু থাকতে হবে।

সাধারণ পোশাকে এই তাওয়াফ করা হয় বলে এতে কোন ইজতিবা নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরবানীর পরে মাথা মুগ্ন/চুল ছাঁটার পর ইহরাম মুক্ত হওয়া যাবে কিন্তু ইহরাম মুক্ত হলেও এ তাওয়াফে যিয়ারাহ করার পরেই কেবল স্থানী-ক্রীর সহবাস করা বৈধ।

সাধারণ পোশাকে ফরহ তাওয়াফ করলে এবং এ তাওয়াফের পর গুরুত্বিক সাই থাকলে উক্ত তাওয়াফের সময় ব্রম্বল করতে হবে।

১০ যিলহজ্জ তারিখে এ তাওয়াফ-ই-যিয়ারাহ করা ভাল। সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ করতে হবে।

১০ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারাহ করা হলে অবশ্যই ১০ তারিখের রাতেই মীনাতে ফিরে আসতে হবে। ওজর ব্যাতীত এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। যদিও মীনায় অবস্থান করা সুন্নত।

৪.৬ প্রিয় মা-বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যিনি ক্রতৃবৃত্তী অবস্থায় আছেন তার জন্য পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাওয়াফ-ই-যিয়ারাহ জায়েব নয়। যদি আইয়ামে নহর অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্তও আপনার শরীর খারাপ থাকে এবং পবিত্র না হল তাহলে তাওয়াফে যিয়ারাহকে বিলাপ করে দেবেন এবং বিলাপের জন্য তার উপর দম গুরুত্বিক হবে না। মনে রাখবেন, তাওয়াফে যিয়ারাহ ছাড়া দেশে ফিরে আসলে আজীবন এ ফরহ বাকী থাকবে। এরপর আবার গিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। সে কারণে ক্রতৃবৃত্তী অবস্থা থাকলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে যদি দেশে ফেরার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটের সময়সীমার মধ্যে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আঁট-সাট ভাবে প্যাড বেঁধে নিয়ে এই অবস্থায়

আল্লাহর নামে তৎযাক সেবে নিবেন। কারণ পরবর্তীকালে আবার আসা হয়তো বা না-ও হতে পাবে। প্রিয় মা-বোন ক্ষত্বতী মহিলাদের জন্য করণীয় সম্পর্কে পরবর্তীতে এ পুনর্কের অশ্ব-উভয় পর্বে বিজ্ঞারিত আলোচনা করা হয়েছে।

#### ৪.৭ হজের সাঁই

এরপরের কার্যটি হবে সাঁই করা যা গুরুত্বিল। উমরার সাঁই যে পদ্ধতিতে করা হয়, হজের সাঁইও একই পদ্ধতিতে করতে হবে। সাঁই করতে হলে অবশ্যই শয় থাকতে হবে। সাঁইর জন্য শয় করা সুন্নত।

\* যারা মক্কা থেকে ৮ যিলহজ মীনায় যাওয়ার সময় একটি নফল তাত্ত্বিকভাবে সাথে সাঁই করে আসেননি তাওয়াফে যিয়ারাহ এর পরে তাদেরকে অবশ্যই সাঁই করতে হবে।

**৪.৮ মীনাতে প্রত্যাবর্তন :** সাঁই শেষ বরে মীনাতে ফিরে যেতে হবে এবং মীনায় রাতি যাপন করা সুন্নত।

\* ১০ যিলহজে মক্কা হতে মীনায় যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ভিড় হয়। অনেকক্ষেত্রে টিকমত যানবাহন পাওয়া যায় না। একেব্রে অধৈর্য হয়েন না। মনে রাখবেন, হজে আপনাকে অনেক ধরনের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

\* এভাবে ১০ যিলহজের ব্যক্তিগত দিনটি শেষ করতে হবে অর্থাৎ হজের ডিনটি কৃত্য কাজ আদায় হয়ে গেল। আল্লাহমুল্লিঙ্গাহ! এবার মীনায় তাবুতে ফিরে এসে একদিকে সারাদিনের ঝাপড়ি, অন্য দিকে হজ করার প্রশাস্তি এজন্য মহিন আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করুন। আরিম!

#### ৫. হজের ৪৬ দিন ১১ যিলহজ

**৫.১ জামারাহতে রমী :** ১১ যিলহজ সূর্য একটু হেলে যাওয়ার পর থেকে তিনটি জামারাহতে কংকর মারতে হবে। অথবে ছোট জামারাহ (জামারাহে সুগরা), এরপর মেজ জামারাহ (জামারাহে উসতা) এবং পরে বড় জামারাহ (জামারাহে আকবার) তে একটি একটি একটি করে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

\* নির্দিষ্ট সময়ে কংকর মারতে জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণ হলে দিনের যে কোন সময় এমনকি রাতেও কংকর নিক্ষেপ করা যাবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্নী যেনে চলা, অসুস্থতা ও পজর থাকা সাপেক্ষে জীবনের ঝুকিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যে কোন সময় কংকর নিক্ষেপ করা যাবে। এমনকি রাতেও কংকর নিক্ষেপ করা যাবে।

\* অসুস্থতা এবং অক্ষমতার কারণে কংকর মারতে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে কংকর মারলেও গোড়াজিল আদায় হয়ে যাবে।

\* কংকর মারার জন্য সুনিদিষ্ট কোন দু'আ নাই, আল্লাহর নামে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। আপনার মনের মত যে কোন কথা আল্লাহর দরবারে বলতে পারেন। তবে প্রিয় মা-বোন সে সময়ের আনন্দ উত্তেজনার কিন্তু মনে আসে না। তাই আপনাদের সুবিধার্থে হাতের কাছে রাখার জন্য নিম্নে রয়ের দু'আ দেয়া হলো আপনি তা বলতে পারেন—

"সে আল্লাহর নামে যিনি সহান! শয়তানকে অগদন্ত করার উদ্দেশ্যে, দর্শাল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এ পাথর মারছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার হজ কবুল করুন। গুনাহুজি মাফ করুন, আমার প্রচেষ্টাকে ফজলপ্রসূ করুন।"

\* প্রথমে ছোট জামারাহ এর কাছে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি কংকর একটি করে নিক্ষেপ করতে হবে। এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার" বলতে হবে।

**৫.২ ছোট জামারাহতে দু'আ :** ছোট জামারাহতে একটি একটি একটি করে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে সামনে একটু এগিয়ে দান। এবার কিবলা মুখ করে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর মহুক বর্ণনা করে আরবীতে অথবা নিজের ভাষার মন-প্রাণ খুলে দু'আ করুন। এখানে কোন সুনিদিষ্ট দু'আ নেই। তবে দু'আ করা সুন্নত।

**৫.৩ মেজ জামারাহতে দু'আ :** এরপর মেজ জামারাহতে বা জামারাহে উসতা তে একই নিয়মে একটি একটি করে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন। প্রথম বারের মত একইভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার" বলে পাথর নিক্ষেপ করুন। এরপর সামান্য এগিয়ে গিয়ে পূর্বের ন্যায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায় এবং কমা প্রার্থনা করে দু'আ করুন। আরবীতে বা আপনার নিজের ভাষার মনের মত দু'আ করুন। এখানেও কোন সুনিদিষ্ট দু'আ নেই। তবে দু'আ করা সুন্নত।

**৫.৪ বড় জামারাহতে দু'আ নাই :** শেষে বড় জামারাহ বা জামারাহে আকবারতে একইভাবে "বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার" বলে পর পর ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু জামারাহে আকবারতে কংকর নিক্ষেপের পর আদৌ

কোন দু'আ করা যাবে না। রমী শেষ করার সাথে সাহেই বতশীত্র সভ্ব নিজের গন্তব্যে ফিরে আসতে হবে।

৫.৫ তাওয়াকে বিয়ারাহ এর অন্ত ২য় সূযোগ : যদি ১০ যিলহজ আপনি তাওয়াকে বিয়ারাহ করতে না পারেন তাহলে এই দিন ১১ যিলহজ আপনার ফরয কাজটি-তাওয়াকে বিয়ারাহ করতে পারেন। এরপর মীনায় ফিরে এসে উপরের নিয়মে ৩টি জামারাহতে কংকর নিকেপ করে মীনায় রাত্যাপন করতে হবে।

৫.৬ যিকির ও ইবাদত : এ দিনে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজের অপরাধের বিষয় তুলে ধরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাফ দেরে নিবেল এবং ভবিষ্যতে হেল আর কোন গুনাহ এর কাজ না করা হয় তার অন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলে।

#### ৬. হজ্জের ৫ম দিন - ১২ যিলহজ

৬.১ জামারাহতে রমী : ১২ যিলহজ তারিখেও গত দিনের মত একই নিয়মে সূর্য একটু হেলে যাওয়ার পর থেকে ৩টি জামারাহতে কংকর মারতে হবে। অথবে ছোট জামারাহতে, এরপর মেজ জামারাহতে, শেষে বড় জামারাহতে ৩টি করে মোট  $7+7+7=21$ টি কংকর মারা ওয়াজিব। জীবনের ঝুঁকি অনুভব করলে রাত্যিতেও কংকর মারা যাবে। অসুস্থতা ও ওজন থাকলে অন্যকে নিয়েও কংকর মারলে ওয়াজিব আদাৰ করার অন্য সচেষ্ট ধার্কন-এটাই উত্তম।

৬.২ ছোট জামারাহতে দু'আ সুন্নত : অথবে ছোট জামারাহতে গিয়ে ৭টি কংকর একটি একটি করে নিকেপ করলে। এরপর সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে কিবলামূর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আরবীতে অথবা নিজের মাতৃভাষায় মনের মত করে আল্লাহর প্রশংসা করে দু'আ করা সুন্নত। এখানে কোন সুনিদিষ্ট দু'আ নেই।

৬.৩ মেজ জামারাহতে দু'আ : জামারাহে উস্তাতে গিয়ে একটি একটি করে ৭টি কংকর নিকেপ করলে। এরপর সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে কিবলামূর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর মহত্ত্ব ও একত্ববাদ জানিয়ে মন-প্রাপ্ত কুলে দু'আ করলে। এখানের অন্যাও সুনিদিষ্ট কোন দু'আ নেই তবে দু'আ করা সুন্নত।

৬.৪ বড় জামারাহতে দু'আ করা যাবে না : সবশেষে জামারাহে আকাবাতে একটি একটি করে মোট ৩টি কংকর মারতে হবে। কংকর নিকেপ শেষ করেই এখানে কোন দু'আ না করে তৎক্ষণাত্মে সোজা নিজের গন্তব্যে ফিরে যেতে হবে।

৬.৫ মকার ক্ষেত্র : কংকর নিকেপ শেষ করে সরাসরি মকার ক্ষেত্রে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে রমী করতে যাওয়ার সময় তাঁবুতে রাখা নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আবার রমী সমাপ্ত করে তাঁবুতে ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে রওঞ্জান হতে পারেন। তবে দলগত সিদ্ধান্তমতে ব্যবহা নেয়াই উত্তম।

\* যদি কোন কারণবশত এ দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে সে রাত মীনাতেই অবস্থান করতে হবে।

৬.৬ তাওয়াকে বিয়ারাহতের শেষ সূযোগ : যদি কোন কারণবশত আপনি পূর্বের ২ (দুই) দিন তাওয়াকে বিয়ারাহ এর ফরয কাজটি করতে না পারেন, তাহলে এদিন ১২ যিলহজ মাগফিলের পূর্বে অবশ্যই আপনি এ ফরয কাজটি সমাপ্ত করবেন।

#### ৭. হজ্জের ৬ষ্ঠ দিন - ১৩ যিলহজ ও তার পরবর্তী কার্যক্রম

৭.১ মীনা হতে মকা ক্ষেত্র : যদি আপনি পূর্বের দিন ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করে বা মীনা ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়ে মীনায় রাত্যাপন করে থাকেন, তাহলে এদিন ১৩ যিলহজ পূর্বের নিয়মে ছোট, মেজ ও বড় জামারাহতে একইভাবে  $7+7+7=21$ টি কংকর নিকেপ করে মকার নিজে বাসস্থানে ফিরে আসতে হবে।

\* আপনার হজ্জের সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! হজ্জের পূর্বে আপনি যদি মদিনায় সফর না করে থাকেন তাহলে সোনার মদিনায় যাওয়ার প্রতুল্পিত নিন। অথবা এ কাজটি হজ্জের পূর্বে সমাধা করে থাকলে দেশে দেৱোৱ প্রতুল্পিত নিন।

\* মদিনা যাওয়ার বা দেশে ফেরার এ সময়ে অনেক মা-বোন ও হাজী সাহেবান কেনা-কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অয়োজন ব্যতুক তা অবশ্যই করবেন। মনে রাখবেন, আপনি এখন হাজীসাহেব। আপনার প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান। দেশে ফিরে কাঁবা শরীফ বা রওয়া মোবারক পাবেন না কাজেই প্রতিটা সেকেন্ড ইবাদতে কাজে লাগান-সময় নষ্ট করার সহজ নেই, হে আল্লাহর প্রিয় বাস্তা!

৭.২ বিদায়ী তাওয়াক : মকা শরীফ থেকে শেষ বিদায়ীর সময় হাজীগণকে ‘তাওয়াকুল বিদা’ বা বিদায়ী তাওয়াক করতে হবে। এটি ওয়াজিব। নফল

তাওয়াফ হে পঞ্জতিতে করা হয় এ তাওয়াফটিও সেই একই পঞ্জতিতে করতে হবে। এ তাওয়াফের পরে কোন সাঁই নেই। তাওয়াফে বিনা-ওয়াজিব।

\* বিদায়ী তাওয়াফের নিরত : হে আল্লাহ! আমি বারতুল হারাম এবং বিদায়ী তাওয়াফ করার ইস্য করছি। হে যবাবহীয়াল রাবুল আলামীন। এ তাওয়াফ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার ঘচেটাকে কবুল করে দিন।

\* এরপর নিজের মত দু'আ করুন।

\* তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা হরাম শরীফের যে কোন হানে দুই রাকমাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করুন। বিদায় বে কত বড় কঠিন তা এই বিদায়ে উপলব্ধি করা যায়।

\* খিল মা-বোনেরা, মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময়ে যদি কোন মহিলা কৃত্যবৃত্তি হয়ে যায় তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ সে সমস্ত মহিলাদের উপর ওয়াজিব নয়। কাজেই সেসময় খিল মা-বোন, আপনারা কা'বা শরীফের বাইরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন এবং কান্নাকাটি করে মাগফিলাত কামনা করুন এবং এরপর মক্কা ত্যাগ করুন। আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাদের সহায় হউন। আমিন-ছুরা আমীন।

## হজ্জের সংক্ষিপ্তসার

৮ যিলহজ্জ একটি কাজ : তামাতুকারীদের প্রথম কাজ বারতুল্যাহ থেকে ইহুরাম বাঁধা।

মীনাতে অবস্থান ও শীঁচ ওয়াক্ফ সালাত আদায় : হোহুর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামায পড়া।

৯ যিলহজ্জ একটি কাজ : সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

১০ যিলহজ্জ বাদ ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ বাদ আছুর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্তে ফন্দুয নামায পড়ে তাকবীরে তাশরীক ১ বার পড়া ওয়াজিব।

১১ তারিখ সূর্যাস্তের পর আরাফাত ত্যাগ করে মুহদালিফায় রাত্রি যাপন করা।  
মুহদালিফায় এসে এশা নামাহের ওয়াক্তে মাগরিব ও এশাৰ নামায একত্রে পড়া।

১০ যিলহজ্জ চারটি কাজ : (১) তোরে মুহদালিফা হতে মীনায এসে প্রথমে জামারাহে আকাবায় ৭টি কক্ষর মারা, (২) কুরবানী করা, (৩) মাথা মুগানো বা চুল ছেট করা এবং (৪) তাওয়াফে যিলারাহ করা।

১১ যিলহজ্জ একটি কাজ : মীনায প্রথম ছেট জামারাহ, এরপর দ্বিতীয় জামারাহ ও বড় জামারাহ এর প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট  $7+7+7=21$ টি কক্ষ মারা।

১২ যিলহজ্জ একটি কাজ : মীনাতে ১১ তারিখের মতই উজ্জ তিন হানে ৭টি করে মোট  $7+7+7=21$ টি কক্ষ মারা।

যদি ১২ যিলহজ্জ দিবাগত রাত হতে ফজর পর্যন্ত মীনায অবস্থান করেন তবে ১৩ যিলহজ্জ একটি কাজ : উজ্জ তিন হানে পূর্ব দিনের মতই ৭টি করে ২১টি কক্ষ মারা।

বিদায়ী তাওয়াফ করা : যবা শরীফ হতে শেষ বিদায়ের সময় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে যা ওয়াজিব।

**এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে সমস্ত বিষয়ে মহিলাদের  
হজ্জের নিয়ম-কানুন পূর্ববদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর  
পরিস্কৃত হয়েছে তা হলো :**

\* ইহরামের পূর্বে মহিলাগণ গোসল করবেন এমন কি খতুবতী হায়েয বা নিকাস অবস্থাতেও। ইহরাম অবস্থায় পূর্ববগণ গোসল করবেন এবং সে সময় তারা তাদের মাথার উপর গানি ঢালবেন। এ সময়ে তারা হালকাভাবে তাদের চূল নাড়তে পারবেন।

\* মহিলাগণ ইসলামিক শরীয়ত সম্মত যে কোন রহয়ের সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তারা অলংকার পরিধান করতে পারবেন। পূর্ববগণ সেলাইবিহীন দুই অঙ্গ সাদা কাপড় পরিধান করবেন।

\* মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবেন, নিকাব পড়বেন না এবং হাতে গ্রোবস বা হাতযোজা পরিধান করবেন না। তবে অপরিচিত পুরুষ তার সামনে এলে হ্যারত রাসূলে করীম (সা)-এর বিবিগণ অর্থাৎ উন্নুল মু'মিনীনগণ যেভাবে তাদের মুখমণ্ডল আড়াল করতেন সেভাবে মুখ আবৃত করা যাবে তবে কাপড় দ্বারা মুখ স্পর্শ করানো যাবে না। পূর্ববগণ ইহরাম অবস্থায় তাদের মাথা আবৃত রাখবেন না।

\* মহিলাগণ জুতা/স্যাডেল পরতে পারেন এবং মোজা পরিধান করতে পারবেন। পূর্ববগণ হাতযোজ চঞ্চল বা স্যাডেল পরিধান করবেন যাতে তার পায়ের গোড়ালী এবং পায়ের পাতার উপরের হাড় অনাবৃত থাকে।

\* মহিলাগণ নিচুরে তালবিয়াহ পাঠ করবেন। পূর্ববগণ উচ্চরে তালবিয়াহ পাঠ করবেন।

\* একজন মহিলার হজ্জে যাত্রা করতে হলে মাহরাম প্রয়োজন। মাহরাম এর বিষয়ে এ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

\* তাওয়াফের সময় মহিলাদের ইজতিবা করতে হবে না। অর্থম তিন চৰুরে তাদের জন্য রমল করারও প্রয়োজন নাই। কাঁবা ঘরের নিকটে পূর্ববদের ভিত্তি থকলে সে ভিত্তি বাটিয়ে যান্তা সভ্ব দূর দিয়ে তাওয়াফ করা প্রয়োজন। এমন কি

তিন্দের মাঝে মারা-মারি, ধাকা-ধাকি করে হাজারে আসওয়াদ কথা কালো পাথর ছুঁ-দেওয়া থেকেও নিজের পর্ণ বা স্ত্রীয় রক্ত করা জরুরি। সেক্ষেত্রে দূর থেকে হজ্জের আসওয়াদে ইশারা করা যেতে পারে। অন্যদিকে পূর্ববগণ তাওয়াফের সময় ইজতিবা করবেন এবং তাওয়াফের প্রথম তিন চৰুরে রমল করবেন।

\* খতুবতী মহিলাদের জন্য সালাত ও তাওয়াফ করা যাবে না। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যক্রম করা যাবে।

\* সাঁদি করার সময় সাঁদি ও স্বারূপী পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবুজ বাতির স্থানটিকুল পূরুষ হাজীগণ যথাসত্ত্ব দৌড়িয়ে অতিক্রম করবেন। মহিলা হাজীদের এখানে সৌজন্যে স্বারূপী পাহাড়ের কোন প্রয়োজন নাই। তারা সাঁদি অন্য এ স্থানে দৌড়ানো বা জোরে হাঁটার কোন প্রয়োজন নাই। তারা সাঁদি করতে করার পুরো অংশই বাজারিক পতিকে চলবেন। খতুবতী মহিলাদের সাঁদি করতে কোন বাধা নাই।

\* অসুস্থ, দুর্বল ও মহিলাগণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মুবদালিফা ত্যাগ করতে পারেন। একইভাবে তারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে জাহারাতে পাথর নিষেপ করতে পারেন।

\* উমরা বা হজ্জের পর পূর্ববগণ তাদের মাথা মুকুল বা চূল ছেট করতে পারেন। মহিলাগণ তাদের চূলের সামান্য অংশ (প্রায় এক সেন্টিমিটার পরিমাণ) কাটতে পারেন।

\* মুক্তা শরীফ থেকে শেখ বিদায়ের সময় হাজীগণকে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এটি ওয়াজিব। প্রিয় মা-বোনেরা মুক্তা শরীফের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময়ে যদি কোন মহিলা খতুবতী হয়ে যায় তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ সে সমস্ত মহিলাদের উপর ওয়াজিব নয়।

## পবিত্র মদিনা শরীফ

মদিনা মুনগ্যারা দর্শন, মসজিদে নববী বিহুরত এবং নবীগির রওয়া মোবারকে সালাম প্রদান করা হজ্জ ও উমরার কোন অংশ নয়। কিন্তু হয়রত রাসূলে কারীম (সা)-এর শহর, মসজিদ ও রওয়া শরীফ বিহুরত প্রতিটি হাজীকে আকর্ষণ করে। কিয়ামতের কঠিন হিসাবের দিনে হজ্জের পাক (সা)-এর শাকায়াত (সুপারিশ) পাওয়ার জন্য প্রতিটি হাজী মদিনা শরীফে গমন করেন। প্রগাঢ় এক মহবতের ঢানে তারা ছুটে যান সোনার মদিনায়। মদিনা ও মসজিদে নববীতে বেঁচে কোন ইহরাম বাঁধতে হয় না এবং তালবিহার নাই। হয়রত রাসূলে করিম (সা)-এর প্রতি আত্মরিক ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে অত্যন্ত মহবত ভালোবাসার সাথে দর্শন পড়তে পড়তে মদিনার পথে গমন করুন।

### মদিনা সফর এর পক্ষতি

১. মদিনা যাত্রা ও তার নিয়তঃ আপনি হখন মদিনায় যাত্রা করবেন, তখন অভাবে নিয়ত করুন :

**নিয়ত :** ‘হে আল্লাহ! আমি আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র রওয়া মোবারক দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করছি। তা আপনি আমার পক্ষ হতে কবুল করে নিন আর এ যাত্রাকে আমার জন্য সহজ করে দিন। হে রাবুল আলামিন!’

\* মদিনার যাওয়ার দ্বারায় পথের দুই পাশে বেশ কিছুদূর পর পর মাইল ফলকের ঘূত করে দু’আর কষ্টিক লাগানো আছে। সেগুলো লক্ষ্য করে সেই হানসমূহে দর্শনের পাশাপাশি সেই দু’আ, তাকবীর, তাহলীল বলতে পারেন। যেমন কিছুদূর দিয়ে লিখা আছে ‘আল্লাহ আকবার’ বা ‘সুবহানআল্লাহ’ বা ‘আলহামদুল্লাহ’ বা ‘লাইলাহ ইল্লাল্লাহ’ ইত্যাদি বিভিন্ন ফলকে লিখা রয়েছে। তবে রাতে যাত্রা করলে এসব চোখে না-ও পড়তে পারে সেক্ষেত্রে দর্শন পড়তে থাকুন। কিন্তু সহয়টা ঘুমিরে বা গল্প করে কাটাবেন না। তাসবীহ, তাহলীল, দর্শন ও সালাম পাঠ করতে থাকুন।

\* হখন মদিনা শহর দৃশ্যমান হবে তখন আরো ভালোবাসা দিয়ে দর্শন পড়ুন এবং সালাম জানান। সবুজ গাঁজ নজরে পড়ামাত্র অভ্যন্ত আদবের সাথে দর্শন পড়বেন এবং নিচের দু’আটি পড়বেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صَدَقَتِي أَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَةِ  
رَسُولِكَ مَا رَزَقْتَ أُوكِلَّكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ وَأَتَقْدِنِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْنِي وَارْحَمْنِي  
خَيْرَ مَسْوِكِ اللَّهُمَّ ارْزُقْ لِنِيْهَا فَرَارًا وَرِزْقًا حَلَالًا .

**উচ্চারণ :** বিস্মিল্লাহি মাশাঅল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুণ্ডয়াতা ইল্লা বিজ্ঞাহ। রাবির আদবিলনী মুদখালা সিদ্ধিকিৎ ওয়া আখরিঙ্গনী মুখবরাজা সিদ্ধিকি। আল্লাহমাক তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা শ্বারমুক্তী মিন্ন বিহুরতি রাসূলিকা মা রায়াক্তী আওলিয়াআক ওয়া আহলা ত্বাত্তিকা ওয়া আলকিয়ন্নী মিনান নার; ওয়াগফিরলী ওয়ার হাম্মনী বাহরা মাসউলিন। আল্লাহমার যুক্ত সানা ফীহা কারারান ওয়া রিয়ুকানু হালালান।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে (এ শহরে প্রবেশ করছি) আল্লাহ যা মন্ত্রুর করছেন। নেক কাজ করা এবং শুন্মুহূর কাজ হতে বেঁচে থাকা আল্লাহর সাহায্য ব্যক্তিত হতে পারে না। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্য পথে প্রবেশ করান এবং সত্য পথেই বের করান। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন। আপনার রাসূলের বিহুরত দ্বারা আমাকে সমানিত করুন, যেভাবে আপনার ওলী-আওলিয়া ও ইবাদতকারী বাস্তাগণকে সমানিত করেছেন। আপনি আমাকে সোয়ারের আওণ হতে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। হে শ্রেষ্ঠতম ফরিয়াদের স্তু। আমার প্রতি করুণা করুন। হে আল্লাহ! এ শহরে আপনি আমাকে হতি ও শান্তি এবং হালাল রিযিক দান করুন।

২. মসজিদে নববীর দিকে রওয়ালা : মদিনা মুনগ্যারায় পৌঁছে প্রথমে আপনাদের নির্ধারিত হেটেলে দিয়ে ব্যাগ ও মালামাল রেখে গোসল অথবা ওয়াকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে নিন। সুন্দর ও পবিত্র পোশাক পরিধান করুন। আপনার প্রিয় নবী করিম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন, সেভাবে আনসিক প্রতুতি নিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, সালাম ও দর্শন পড়তে পড়তে মসজিদে নববীর দিকে রওয়ালা দিবেন।

৩. মসজিদে নববী : মহানবী (সা) এই মসজিদ নির্মাণে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। এ মসজিদকে তিনি 'আমার মসজিদ' নামে অভিহিত করেছেন এবং এই মসজিদে নামাযে তিনি ইমামতি করেছেন।

\* হযরত মোহাম্মদ (সা) বলেছেন, মসজিদে নববীতে এক রাকায়াত সালাত আদায় করা মর্কার আল হারাম মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার রাকায়াত সালাত আদায় থেকেও উত্তম।  
(বুখারী, মুসলিম)

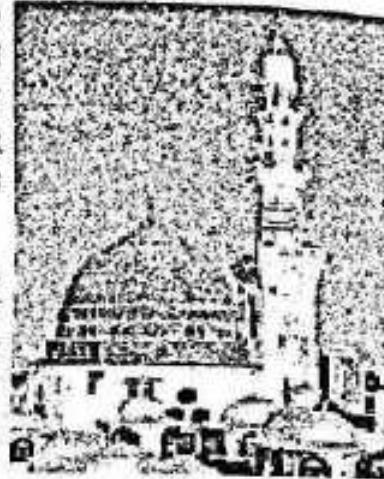
\* হযরত আনাস (রা) থেকে আলেকটি হাদীস সুনানে ইবনে মাঝায় উল্লিখিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ ঘরে নামায পড়লে একগুণ, মহস্তার মসজিদে নামায পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, মসজিদে আকসা ও মদিনায় আমার মসজিদে (নববী) পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে ১ লক্ষ গুণ সজ্ঞাক পাওয়া যাবে।

\* মসজিদে নববীতে একাধারে চাহিশ ওয়াক্ত নামায আদায়ে অনেক ফৰীণত আছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি আমার মসজিদে এমনভাবে চাহিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে যে তার এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটেনি তবে তাকে (১) আহরাম হতে (২) আধাৰ হতে (৩) নেফাক হতে মৃত্যি দেয়া হবে।

৪. মসজিদে প্রবেশ : মসজিদে নববীতে প্রবেশের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা দরজা রয়েছে। কাজেই আপনাদের নির্ধারিত দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন।

\* পবিত্র মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং প্রবেশকালে নিচের দু'জা গুরু :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَغْفِرْيَ ذَنْبِيْ وَأَفْعِلْ لِيْ  
أَبُوبَ رَحْمَتِكَ .



উচারণ : বিস্মিল্লাহি উয়াসাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামু আলা রাস্লিল্লাহি।  
আল্লাহর ফিরলী যুনৰী ওয়াহ্তাহু লী আব্দুর্রামান রাহমানিকা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরদ ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাস্লের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার উন্নাহসমূহ ঘাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

৫. দুই রাকায়াত সালাত : নামাযের মাঝেই সময় ব্যতিত মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই 'তাহির্যাতুল মসজিদ' বা 'দুবুলুল মসজিদ' নামে দুই রাকায়াত নামায আদায় করুন। প্রথম রাকায়াতে 'সূরা কাফিরন' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সূরা ইব্রাহিম' দিয়ে নামায পড়ে নিতে পারেন।

\* মসজিদে নামায সম্পর্কে হযরত আবু কাতারাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলল্লাহ (সা) বলেছেন, তোরাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দু'রাকায়াত নামায পড়ে (বুখারী, মুসলিম)।

৬. দরদ ও কুরআন তিলাওয়াত : মসজিদে নববীতে বেশী বেশী দরদ ও কুরআন তিলাওয়াত করুন।

\* পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে,  
إِنَّ اللَّهَ وَمَكْرُونَ عَلَى النَّبِيِّ لَآتَاهُ الدِّينَ أَمْنًا صَلَوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .  
تَبَّأْ .

উচারণ : "ইব্রাহিম ওয়া মাজা-ই-কাতারাহ ইউসাতুনা 'আলান নাবিয়া। ইয়া আইন্য হাজ্বাজিনা আমানু সাজু আলাইহি ওয়া সালিমু তাহলিমা। (সূরা আহরাম, ৫৬ আয়াত)।

অর্থ : নিচয়ই আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার কেরেতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম আনো।

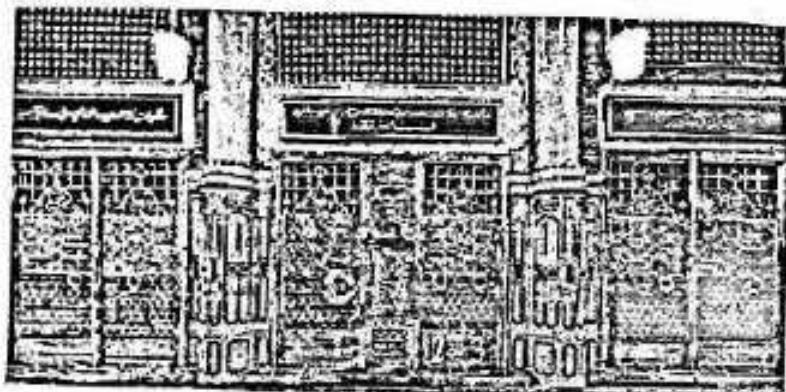
আর দরদের মর্দ-ই হল, তার জন্য আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থন।

৭. পবিত্র ইগুয়া মোবারক : ইগুয়া মোবারকে অভ্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। রাসূলে পাক (সা)-এর কাছে কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না। যা কিছু চাইতে হবে তা আল্লাহর কাছে। কবরবাসির কাছে কিছু চাইলে তা শিরক হয়ে যাব। শিরক করলে সব ইবাদত ও নেক আমল নষ্ট হবে যাব। এ জন্য

মহন আল্লাহর কাছেই সমস্ত দু'আ করবেন। তবে রওয়া মোবারকে গিয়ে মহানবী (সা) কে সালাম আনাবেন এবং দরজন পাঠতে থাকবেন।

৮. মহানবী (সা)-এর পবিত্র রওয়া মোবারকের সামনে তিনটি শাখা ভাগ করা আছে এবং তিনটি শাখাতেই ছিন্ন রয়েছে। নিচের ছবিটি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। দুই পিলারের মাঝের সেকশনের সামনে দাঁড়ালে আপনার বী পাশে একটি বড় বৃত্তাকার ছিন্ন দেখা যাবে। এটিই হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র চেহারা মোবারকের সম্মুখভাগ।

নবী করীম (সা)-এর রওয়া মোবারকের সামনের অংশ



১. নবী করীম (সা), ২. হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও ৩. হয়রত ওমর (রা)।

এক সঙ্গে রয়েছে একটি দরজা যা বক থাকে।

তার ঠিক ডান পাশেই যে গোলাকার ছিদ্রটি সেটি হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর চেহারার সম্মুখভাগ। তার ডানদিকে আবেকটি গোলাকার ছিন্ন রয়েছে সেটি হয়রত ওমর ফাতেক (রা) এর চেহারার সম্মুখভাগ। নবী করীম (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে সালাম ও দরজন পেশ করুন।

প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে যাওয়ার অন্য মহিলাদের আলাদা সীমানা



নির্দিষ্ট করা আছে। আগনীরা কেবলমাত্র সে এলাকাতে গিয়েই নবী করিম (সা)-কে সালাম আনাবেন এবং দরজন পাঠ করবেন।

৯. রওয়া মোবারকে সালাম জানানো

হয়রত রাসূলে করীম (সা)-এর রওয়া মোবারকে সালাম আনানো হাজী সাহেবের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই অত্যন্ত আদবের সাথে অক্ষতিমূলক ভালোবাসাহ রাসূলে পাক (সা)-এর রওয়া মোবারকে হাতির হতে হবে। হয়রত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর ধিরারত করবে তার অন্ত হাশেরের ময়দানে শাকায়াত (সুপারিশ) করা আমার কর্তব্য হবে যাবে। (খাতহুল কাদির)

\* হয়রত ইবনে ওহর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম নি঱ে বলেন, তিনি হিরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করার পর আমার ধিরারত করেছে, আমার মৃত্যুর পরে সে আমার জীবন্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত্কারীর ন্যায় হবে। (বাইহাকী, ফিলকাত)

\* প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে সালাম জানানোর অন্য মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা আছে। সেখানে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দাবেন। কোনওবেই থাকা-থাকি বা মারামারি করবেন না।

\* রওয়া শরীফের সামনে হাতির হয়ে সালাম ও দরজন পাঠ করবেন এবং মনে মনে খেয়াল করবেন যে, আপনি যিন্না নবী করিম (সা)-এর সামনে হাতির হয়ে সালাম পেশ করছেন এবং তিনি তা শনছেন। হয়রত মোহাম্মদ (সা)-এর রওয়া মোবারকে দাঁড়িয়ে যেভাবে সালাম আনাবেন তার একটি নমুনা দেখা হলো :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا  
رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ  
اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرِ خَلْقِ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ  
الشَّرِيكَيْنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا  
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ  
عَلَيْكَ دَائِيِّيْنَ مُتَلَازِمِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَشْهَدُ أَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغْتُ

الرَّسُّالُ وَادْبَتِ الْأَمَّةَ وَنَصَّحَتِ الْأُمَّةَ وَكَفَّتِ الْفُسْدَ فَجَزَّالَ اللَّهُ عَنِ الْعَذَابِ  
مَا جَزَى إِنَّمَا عَنْ أَمْمَةٍ أَيُّهُمْ أَيْنَمِلُهُ وَالْفُضْلَةُ وَالدُّرْجَةُ الرُّفِيعَةُ وَأَعْنَاثُ  
الْمَنَامُ الْمَحْمُودُونَ الَّذِي وَعَدْتُهُ أَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ،

উক্তাবণ : আসমালামু আলাইকা আইয়ুহ্যন্নাবিয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া  
বারাকাতুহ

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া নবীয়ুল্লাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খালিলুল্লাহ!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া খাতামাল্লাবিয়ীন!

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামীন।

আসমালামু ওয়াসমালামু আলাইকা ইয়া শাফী'আল মুখনবীন।

সালাভয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহ আলাইকা দারিয়ীনা মুতালাফিয়ীনা ইলা  
ইয়াওয়িক্ষীন।

আশহাদু আল্লাক ইয়া রাসূলাল্লাহি কাদ বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া আলাইতাল  
আমানাতী ওয়া নাসাহতাল উক্তাতী ওয়া কাশীফতাল ফুয়াতা ফা জাযাকাল্লাহ  
আনু অফদালা মা জাযায়া নাবিয়ান আন উপ্পাতিহি। আল্লাহমা আভিহিল-  
ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াল দারাজাতার রাফি'আতা ওয়াব 'আসহল  
মাকামাল মাহমুদারামী ওয়া 'আদতাহ ইন্নাকা লা ভুখলিলুল মী'আদ।

অর্থ : হে নবী! আপনার প্রতি অজন্তু ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক এবং  
আল্লাহর রহমত ও ব্রকত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম!

হে আল্লাহর হাবীব! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম।

হে আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম।

হে রাসূলগণের সর্দার! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম।

হে শেষ নবী! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম।

হে রাহমাতুল্লালিল আলামীন! আপনার প্রতি দরদ ও সালাম।

হে কন্দুগুরদের জন্য সুপারিশকারী! আপনার প্রতি অস্বৰ্য্য দরদ ও সালাম।

কিন্তু পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিচ্ছয় ও নিয়মিত অনেক দরদ ও  
সালাম বর্ষিত হোক।

আমি সাক্ষ দিছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (আল্লাহর) বার্তা গৌছে  
দিয়েছেন (তাঁর বাদাগণের কাছে) ও (অর্পিত) আয়ানত আদায় করেছেন এবং  
উপরতের (সার্বিক) কল্যাণের বিহিত করেছেন;

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে এমন উত্তম  
প্রতিদান দিন, যা কোন নবীর উপরতের পক্ষ হতে কোন নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে  
পারে। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে মর্যাদা ও অতি উচ্চ সম্মান দিন এবং যে  
মাকামে মাহমুদের ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে উন্নীত করুন।  
নিচেই আপনি শুয়াদা খিলাফ করেন না।

১০. হয়রত আবু বকর সিনিক (রা)-এর মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর  
প্রতি সালাম জানিয়ে পাঠ করবেন :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ فِي الْقَارَ وَرَكِيْفَةَ فِي الْأَسْفَارِ  
وَامْسَأَهُ عَلَى الْأَسْرَارِ إِنَّمَا يَكْرِيْنَ الصَّدِيقَ وَرَسِّ اللَّهِ تَعَالَى عَنْكَ وَآرْضَكَ جَزَّالَ  
اللَّهُ عَنْ أَمَّةٍ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِبْرُ الْجَرَاءِ .

উক্তাবণ : আসমালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াহ  
ফিল গারে ওয়া রাফীকাহ ফিল আসফারে ওয়া আমীনাহ আলাল আস্মারে আবা  
বাল্লারিনিস সিনিকি রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনকা ওয়া আরদাকা। জাযাকাল্লাহ  
আন উপ্পাতি সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহী  
ওয়া সাল্লামের উপরতের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান  
দিম।

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁর উহসঙ্গী, সফরসমূহের সহযাত্ব  
এবং গোপনীয় বিষয়সমূহের বিষ্ট রুক্ক অনুবৃক্ত সিনিক! আপনার প্রতি দরদ  
ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে  
সন্তুষ্ট করুন। সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহী  
ওয়া সাল্লামের উপরতের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান  
দিম।

১১. হয়রত ওমর ফারক (রা)-এর মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি  
সালাম জানিয়ে পাঠ করবেন

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَرَ النَّارُونَ الَّذِي أَعْزَ اللَّهُ بِالْأَسْلَامِ  
إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ مَرْضِيًّا وَ حَيًّا وَ مَيْتًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ أَرْضَالَ جَزَّاكَ اللَّهُ عَنْ  
أَمْهَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا .

**উচ্চারণ :** আসুলামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন উমরাল ফারুকাল্লাহী আ-আম্বাল্লাহু বিহিল ইসলাম, ইমামাল মুসলিমীনা মারদিয়্যাল ওয়া ইহিলান ওয়া মাইয়িতান রান্দিল্লাহু আনকা ওয়া আরদাকা জাবাল্লাহু আল উবাতি সাইয়িদিনা মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা খাইরান।

**অর্থ :** অসংখ্য সালাম আপনার প্রতি হে মু'মিনগণের নেতা উমর ফারুক! যাঁর দ্বারা আল্লাহু তা'আলা দৈন ইসলামের সখান বর্দিত করেছেন। যিন্না-সুরা সকল মুসলমানের বীকৃত নেতা। আল্লাহু তা'আলা আপনার প্রতি বারী হোন এবং আপনাকে রাখী করুন। সাইয়িদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের উপাতের পক্ষ হতে আল্লাহু তা'আলা আপনাকে উভয় প্রতিদান দিন।

## ১২. এরপর নিচের দু'আ পড়বেন

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَجَاهَ السَّائِلِينَ وَأَمْنَ الْخَافِفِينَ وَ حِرْزَ  
الْمُشَوِّكِينَ يَا حَنَانَ يَا مَثَانَ يَا دَيَانَ يَا سُلْطَانَ يَا سُبْحَانَ يَا قَدِيمَ الْأَخْسَانِ يَا  
سَابِعَ الدُّعَاءِ اسْتَغْفِرْ دُعَائِنَا وَ تَقْبِلْ زِيَارَتِنَا وَأَمْنِ خَوْفَنَا وَ اسْتَغْفِرْ عَيْنِنَا وَ اغْفِرْ  
ذَنْبِنَا وَ كَرْحَمْ أَمْوَاتِنَا وَ تَقْبِلْ حَسَنَاتِنَا وَ كَثْرَ سَيَّاتِنَا وَاجْعَلْنَا يَا اللَّهُ عَنْكَ مِنَ  
الْعَادِلِينَ الْقَانِينَ الشَّاَكِرِينَ التَّسْجِيْبِيْنَ مِنَ الَّذِينَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** আল্লাল্লাহু ইয়া রাব্বাল আলামীন ইয়া রাজাআস সাল্লেলীনা ওয়া আবনাল খায়িফীন ওয়া হিরজাল মুতাওয়াক্কিলীন। ইয়া হাল্লানু ইয়া মাল্লানু ইয়া দাইল্লানু ইয়া সুলতানু ইয়া সুবহানু ইয়া কাদিমাল ইহসানি ইয়া সামিয়াদ দু'আ-ই ইসমা দু'আ-আনা ওয়া তাকাব্বাল যিয়ারাতানা ওয়া-মিন আওফানা ওয়াস্তুর উবুবানা ওয়াগফির সুন্দৰানা ওয়ারহাম আমওয়াতানা ওয়া তাকাব্বাল হাসানাতিনা ওয়া কাফিল সাইয়িতানা ওয়া-আলনা ইয়া আল্লাহু ইন্দাকা মিনাল আয়িনিনা আল ফায়িজিনাশ শাকিরীনাল মাজুরুনীনা মিনাল্লায়ীনা লা খাওফুন আলাইহিম

আলাহম ইয়াহ্যানু। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহুমার রাহিয়ীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

**অর্থ :** হে আল্লাহ! হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! হে প্রার্থনাকারীদের আশাহল! ভয়ার্টদের নিরাপত্তা আর ভরসাকারীদের আশ্রয়! হে সেহেরবান! হে অনুগ্রহকারী! হে পূর্ণ প্রতিদানকারী! হে ক্ষমতাবান! হে পবিত্র! হে সর্বকালের অনুগ্রহকারী! হে প্রার্থনা শ্রবণকারী! শুনুন আমাদের দু'আ, করুন করুন আমাদের যিহারত, দুর করুন আমাদের ভয় ভীতি, তেকে দিন আমাদের সব দোষ, মার্জনা করুন আমাদের সব গুলাহ, রহম করুন আমাদের মৃতদের উপর, করুন করুন আমাদের সৎ কাজ, মোচন করুন আমাদের পাপ, আর শামিল করুন আমাদেরকে তাঁদের মধ্যে যাঁরা আপনার কাছে অশুর লাভ করে সফলকাম হয়, শোকরঙ্ঘার আর অনুগ্রহ-যাঁদের ভয় বা ভাবনা থাকে না, আপনার দর্শার সাহায্যে! হে শ্রেষ্ঠতম দরাবুন্দু! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৩. অতঃপর নবী করীম (সা)-এর শিয়ার মুবারকের দিকে কিন্তের এ দু'আ পড়তে পারেন। ভিড়ের কারণে সভা না হলে সুবিধামত হালে দাঁড়িয়ে বা বসে এ দু'আ পড়ুন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ  
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تُولِّوْ نَقْلُوا نَقْلُ حَسَنِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدُتُ وَقُوَّرُتُ  
الْعَرْشُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا لِيَهُ الدِّينُ أَمْتَهَا صَلَوةً  
عَلَيْهِ وَسَلَوةً سَلِيمَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْتَكِنَ أَنَّ  
تَرْزِقَنِي أَيْمَانًا كَامِلًا ثَابِتًا تَبَاسِرُ بِهِ قَلْبِي وَيَقِنَتِي صَادِقًا حَسْنَى أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا  
يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَعَلَيْهِ تَائِفَةً وَقَبْلَهَا خَاشِعًا وَلَسَانًا ذَاهِبًا وَلَمَّا  
صَالِحًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَحَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْرَةً نَصْرُوحًا وَصَبِرًا جَمِيلًا وَاجْرًا عَظِيمًا  
وَعَمَّلًا صَالِحًا مَقْبُلًا وَتِجَارَةً لِّنْ تَبْيُورَنِي تَبْيُورَ النَّفَرِ يَا عَالَمَ مَا فِي الصُّدُورِ  
أَخْرَجْنِي وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَتَوْفِيقِي  
مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** লাবুদ যা-আকুম রাসুলুম আনহুসিকুম আবীযুন আলাইহিম যা আনিলুম হারীসুন আলাইকুম বিশ মু'মিনীনা রাউফুর রাহিম। কাইন তা'ওয়াল্লাহু

ফারুক হাসবিয়াত্তাহ্ লা ইলাহা ইস্লা হো আলাইহি তাওয়াককাশতু ওয়াহ্যা  
রাকুল আরলীল আরীম। ইন্নাহু ওয়া মালা-ই-কাতাহ ইয়ুসালমুন আলান-নবীই,  
ইয়া আইয়ুহয়ায়ীনা আ'মানু সালু আলাইহি ওয়া সাত্তিমু তাসলীমা। আল্লাহহ্যা  
সাত্তি-ওয়া সাত্তিম ওয়া বারিক আলাইহি। আল্লাহহ্যা ইন্নী আসআলুকা আন  
তারযুকানী দ্বিমান কামিলান সাবিতান, ফুবাশির বিহি কালবি ওয়া ইয়াকীনান  
সাদিকান হাতা আ'লামা আল্লাহ লা ইয়ুনীরুনী ইস্লা মা কাতাবতা লী ওয়া ইলমান  
নাফি' আন ওয়া কালবান খাশিজান ওয়া লিসালান বাকিবান ওয়া ওয়ালাদান  
সালিহান ওয়া রিয়কান ওয়াসিঅন ওয়া হালালান ভাইয়িবান ওয়া তাওবাতান  
নাসুহা। ওয়া সাবরান জামিলান ওয়া আখরান আর্যামান ওয়া আমালান সালিহান  
মাকবুলান ওয়া তিজ্জারাতান লান তাবুর। ইয়া নূরানূর, ইয়া আলিমা মাফিস  
সুন্দর, আখরিজনী ওয়া জামী' আল মুসলিমায়া মিনব মুলুমাতি ইলানূর বিদ-  
দুনইয়া ওয়াল আবিরাতি ওয়া তাওয়াককানী মুসলিমান ওয়া আলহিকনী  
বিসসালিহীন। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন, ইয়া রাবাল আলামীন।

**অর্থ :** নিচিত এসেছেন তোমাদের নিকট একজন রাসূল, তোমাদের নিজেদের  
মধ্য হতে। যিনি তোমাদের কষ্টে দ্ব্যো পান, তোমাদের কল্যাণের আকাঞ্চী,  
মুমিনদের ধৃতি অতি দর্ম্ম মেহেরাবান, তবুও ষণি তারা (কফিরুরা) স্মৃতি ফিরিয়ে  
দেয় তা হলে, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি  
ছাড়া আর কেৱল উপাস্য নাই, তাঁরই উপর আমি শুরসা করেছি, তিনি মহান  
আরশের মালিক। নিচিতরই আল্লাহ বহুমত বর্ষণ করেন নবীর উপর, আর তাঁর  
ক্ষেত্রে তাগণ নবীর জন্য অন্তর্ঘৃত প্রার্থনা করে। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরাও  
তাঁর উপর দক্ষ আর সালাম প্রেরণ কর। হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা,  
আমাকে কামিল ও অটল দ্বিমান দান করুন—যা হবে ছান্নী আর যার ফলে আপনি  
আমার অন্তরে গৈষে যাবেন, আমাকে সত্য ইয়াকীন দিন যেন আমি নিচিতরূপে  
বুক্ততে পারি যে, তবু তা-ই আমি পার যা আপনি আমার ভাগ্যে শিখেছেন, আর  
দিন আমাকে উপকারী জ্ঞান, তাক্ষণ্যাপূর্ণ অন্তর, আপনাকে শুরণকারী জিজুবা,  
নেক্কার সন্তান, বৃহল জীবিকা—যা হালাল আর পবিত্র, আর মসীব করুন  
সত্যিকার তাওবা, উত্তম ধৈর্য, বিপুল সাওয়াব, এমন নেক আমল—যা মকবুল  
হবে, আর এমন ব্যবসা ধাতে ক্ষতি নেই। হে আলোর আলো! হে অস্তর্যামী!  
বের করুন আমাকে এবং সব মুসলিমানকে আঁধার হতে আলোর দিকে দুনিয়া ও  
আবিরাতে। আমাকে মরণ দিন মুসলিম হিসেবে, আমাকে নেক বাসাদের সংগে

শামিল করুন আপনার বাস রহস্যতে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! হে বিখ-জাহানের  
প্রতিপাতক!

#### ১৪. অভংগন পিতোর এ দু'আ পড়বেন

اللَّهُمَّ لَا تَذْعَنْنَا فِي مَقَامِنَا هَذِهِ الشَّرِيفَ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ دَبَّتِي  
الْأَغْفَرْتَهُ وَلَا هُنَّ بِاللَّهِ إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا عَيْتَنَا إِلَّا مُنْصَرْتَهُ وَلَا مَرْيَضًا بِاللَّهِ إِلَّا  
شَفَقْتَهُ وَعَانَتْنَا وَلَا مُسَافِرًا بِاللَّهِ إِلَّا نَجَّيْتَهُ وَلَا غَانِبًا بِاللَّهِ إِلَّا رَدَدْتَهُ وَلَا  
عَدُوًّا بِاللَّهِ إِلَّا خَذَلْتَهُ وَلَا دَمْرَةً بِاللَّهِ إِلَّا أَغْثَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً بِاللَّهِ مِنْ  
خَوَانِعِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَحْبَتَهَا وَسَرَّتَهَا اللَّهُمَّ افْعُلْ  
حَوَانِجَنَا وَتَسِّرْ أُمُورَنَا وَاسْتَخْرُجْ صُدُورَنَا وَتَقْبِلْ زَيَارَتَنَا وَامْبِنْ خَرْفَتَنَا  
وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا وَأَكْشِفْ كُرُوبَنَا وَاحْخُمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَلَنَا وَرَدْ غُرْبَتَنَا إِلَى أَهْلِ  
وَأَوْلَادِنَا سَالِمِينْ غَانِمِينْ مَسْتُورِينْ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ الَّذِينَ لَا  
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزِزُونْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا زَبَّ الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহহ্যা লা তাদালানা কী মাকামিনা হাযাশ শারীফি বাইনা  
ইয়াদাইয়া সাইয়িদিনা রাসূলিল্লাহি যাম্বান ইস্লা পাকারতাহ ওয়ালা হাস্তান ইয়া  
আল্লাহ ইস্লা ফারুরাজতাহ ওয়ালা আইবান ইস্লা সাতাবতাহ ওয়ালা মার্দিনান ইয়া  
আল্লাহ ইস্লা শাফাইতাহ ওয়ালা আফাইতাহ ওয়ালা মুসাকিরান ইয়া আল্লাহ ইস্লা  
নজ়জাইতাহ ওয়ালা গায়িবান ইয়া আল্লাহ ইস্লা রাদাততাহ ওয়ালা আন্দুও ওয়াল  
ইয়া আল্লাহ ইস্লা খাযালতাহ ওয়া দাখারতাহ ওয়ালা ফাকীরান ইয়া আল্লাহ ইস্লা  
আগুনাইতাহ ওয়ালা হা-জাতান ইয়া আল্লাহ মিল হাওয়াইজিদ দুনয়া ওয়াল  
আবিরাতি লানা ফীহা সালাহন ইস্লা কাদাইতাহ ওয়া ইয়াসুসারতাহ। আল্লাহক্ষণি  
হাওয়া-ইজানা ওয়া ইয়াসসির উম্রানা, ওয়াশুরাহ সুদ্রানা, ওয়া তাকাবাল  
মিয়ারাতানা ওয়া আমিন, খাওফানা ওয়াস্তুর উম্বালা ওয়াপকির মুন্বানা ওয়াবশিফ  
কুকুবানা ওয়াখতিম বিসসালিহাতি আ'মালানা ওয়া রুম্বা রুম্বাতানা ইস্লা আহলিনা  
ওয়া আওলাদিনা সালিমীনা গানিমীনা মাসতুরীন ওয়াজালনা যিন ইবাদিকাসু  
সালিহীন মিনাল্লায়ীন লা খাওফুল আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানুন। বিরাহমাতিকা  
ইয়া আরহামার রা-হিমীন। ইয়া রাবাল আলামীন!

**অর্থ :** ইয়া আল্লাহ! এই পবিত্র স্থানে আমাদের সরদার আল্লাহর রাস্তাপ্রাহর সামনে আমাদের একটি গুণাত্মক এমন ছাড়বেন না-যা আপনি মাফ করবেন না। একটি কষ্ট এবং দুঃখিত্বাত্মক এমন ছাড়বেননা—যা আপনি দূর করবেন না। হে আল্লাহ! কোন দোষ না ঢেকে ছাড়বেন না। কোন রোগীকে সুস্থ নিরাময় না করে, কোন মুসাফিরকে তার কষ্ট দূর না করে, কোন পথপ্রস্তকে ঘরে না ফিরিয়ে, কোন শক্তকে অপমানিত ও ধূমস না করে, কোন গরীবকে ধৰ্মী না করে, দুর্মিয়া ও আবিরাতের কল্যাণকর কোন অভাব পূরণ-প্রস্ত সহজ না করে ছাড়বেন না। হে আল্লাহ! আমাদের হাজৰত পূরণ করুন, কাজ সহজ করুন, আমাদের বক্ষ প্রসারিত করুন, যিয়ারাত করুন করুন, ভয় দূর করুন, দোষ গোপন করুন, গুণাত্মক মাফ করুন, আর আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করুন এবং নেক আমলের মধ্যে দিয়ে জীবনের অবসান ঘটান, আমাদের থারা প্রবাসী ভাদেরকে ভাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরান নিরাপদে, সাকলোর সংগে দোষক্ষতি অঙ্ককাশ রেখে, শামিল করুন আমাদেরকে আপনার সেই নেক বাসাদের সংগে, যারা ভয় ও ভাবনামূল্ক, আপনার করুন্না বলে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

**প্রটিব্য :** দক্ষদ ও সালাম এবং রওয়া শরীফ ও মসজিদে নববীতে দু'আ করার সময় কোন বিশেষ বৌধা-ধরা দু'আই যে পড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই। নিবিট্টার সংগে নিজের ইচ্ছামত যে কোন দু'আ সালাম যে কোন ভাষাতেই আল্লাহর দরবারে করতে পারেন। তবে সাবধান উচ্চ আওয়াজ করবেন না বা বে-আদবী করবেন না।

#### ১৫. রিয়াদুল জালাতে নামায আদায়

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার গৃহ ও আমার মিথরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জালাতের বাগানসমূহের অন্যতম। আর আমার মিথর আমার (কালোর নামক) হাউজের পুরো অবস্থিত (বুখারী, মুসলিম)।

\* কাজেই সক্ষ হলে রওয়াতুম-মিল রিয়াদিল জালাত অর্থাৎ নবীজী (সা) -এর রওয়া শরীফ ও মিথর শরীকের মধ্যবর্তী স্থানে দুই গোকারাত নামায পড়ুন ও কাকুতি খিলতি করে দু'আ করুন।

\* প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে সালাম জালানোর জন্য মহিলাদের অন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা আছে। সেখানে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে থাবেন। কোনভাবেই ধাক্কা-ধাক্কি যারামারি করবেন না। রওয়া মোবারকের

একপাশে রিয়াদুল জালাতের কিছু অংশ দেখা যাবে। রিয়াদুল জালাতের কাপেট মসজিদের কাপেট থেকে আলাদা। সেটি সাদা ও সবুজ মেশানো ঝুঁটের, সেটি দেখে রিয়াদিল জালাত চিনে নিবেন। সেখানে নামায আদায় করুন। দু'আ-দরবার করুন। অল্প আয়গা, মানুষ বেশী বলে এখানে প্রচণ্ড ভিত্তি হয়। আপনি নামায করুন। অন্য হাজীকে নামায পড়ার সুযোগ করে দিন। আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাত করুন।

#### ১৬. ৪০ খ্রান্ত নামায আদায়

হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর মসজিদ "মসজিদ নববীতে" ৪০ খ্রান্ত নামায আদায় করুন। এটি হজ্জের কোন অংশ নয় বা বাধ্যতামূলক নয়। এটি সুন্দরাব। যদি এই ৪০ খ্রান্ত নামায ধারাবাহিকভাবে এ মসজিদে আদায় করা যায় তবে এর ফর্মালত অনেক বেশী এবং এর পুরুক্কার রয়েছে কিন্তু এটি করা না হলে এর জন্য কোন গুণাত্মক বা পাপ হবে না।

\* মসজিদে নববীতে একাধারে চাঞ্চিল খ্রান্ত নামায আদায়ে অনেক ফর্মালত রয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি শালাসাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি মসজিদে জামা'আতের সাথে এমনভাবে চাঞ্চিল খ্রান্ত নামায আদায় করবে যে তার এক খ্রান্ত নামাযও ছুটেনি তবে তার জন্য দু'টি ফরমান লেখা হবে : (১) জাহানাম হতে মুক্তি (২) আযাব হতে (৩) নেকাক হতে মুক্তি (তিমিয়ী) আর এটি মসজিদে নববী হলে তো আরো এক হাজার জন ছওয়ার হবে।

১৭. যতদিন মদীনায় অবস্থানের সুযোগ হয় এইক্ষণ যিয়ারত, পাঁচ খ্রান্ত জাহানাতে নামায আদায়, আসহাবে সুফকার আয়গায়, মসজিদের সর্বত্র এবং বিশেষতঃ বেহেশ্তের টুকুরার সকল বাসার গোকারাত নামায ও দু'আ-দরবার ও মুনাজাত করবেন। যত দক্ষদ জানা আছে বা পড়া সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার দক্ষদ ও দু'আ করার জন্যই তো আল্লাহর নবীর সামনে হাধির হয়েছেন। এই সুযোগ যেন হেলায় নষ্ট না হয়।

১৮. অতঃপর জালাতুল বাকী কবরস্থানে সিয়ে সবীর আগে হযরত উসমান ইবনে আকফান (রা)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করে পড়ুন :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عَشَّانَ بْنَ عَفَّانَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ  
مَنَّاَبَكَ الرَّحْمَنُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَزَّلَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بِتِلَاوَتِهِ وَنُورُ السِّجْرَابِ يَا مَانِعَهُ

وَسَرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلُّقِ الرَّشِيدِينَ رَبِّي  
اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَكَ أَحْسَنَ الرُّضا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَتْرِزَكَ وَمَسْكِنَكَ وَمَحْلَكَ  
وَمَأْرِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

**উকারণ :** আসুসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদানা উসমানাবুনা আফগান। আসুসালামু আলাইকা ইয়া মানিস তাহ্যাত হিন্কা মালা-ইকাতুর রাহমান। আসুসালামু আলাইকা ইয়া মান-যাইয়ানাল কুরআন বিত্তিলাভোত্তীহী ওয়া নাওওয়ারাল মিহরাবা বি-ইমামতিহি ওয়া সিরাজাহাহি তা'আলা ফিল জান্নাহ। আসুসালামু আলাইকা ইয়া সা-লিসাল খুদাফাইর রাশিদীনা রাদিয়াজ্ঞাহ তা'আলা আন্কা ওয়া আরদাকা আহসানাবুরিদা ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মানবিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া সাহাজ্ঞাকা ওয়া মা-ওয়াহিকা, আসুসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

**অর্থ :** সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার আফগানের পুত্র উসমান। সালাম আপনার উপর যাকে আল্লাহর ফেরেশতাপদ্মণ সমীহ করেছেন। সালাম আপনার উপর, যার তিলাওয়াত কুরআনকে অলংকৃত করেছে, যার ইমামতী মেহরাবকে আগোকিত করেছে, আর যে বেহেশ্তে হয়েছে আল্লাহর প্রদীপ। সালাম আপনার উপর, হে খোলাফায়ে রাশিদিনের তৃতীয় খলীফা আল্লাহ আপনাকে সাধী আর খৃষ্ণী করেছেন চমৎকারভাবে, জান্নাতকে করেছেন আপনার গন্তব্যস্থল, আবাস আর আশ্রম। বর্ষিত হোক আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর কর্মসূল আর বরকত।

এরপর সভা হলে জান্নাতুল বাকীর অন্যান্য মায়ারেও ফাতিহা আর সালাম পড়ুন।

ধীর মা-বোনেরা, মহিলাদের জন্য জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে প্রবেশ করার সুযোগ নাই। সেক্ষেত্রে আপনারা মসজিদে নববীর পাশে গিয়ে জান্নাতুল বাকীর রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে উপরের এই দু'আ এবং বেশী ফাতিহা, দর্জন ও সালাম পড়তে পারেন।

১৯. 'মসজিদে-নববীর' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনসমূহ

বগুঢ়া মোবারক ও মিহর শরীফের মধ্যবত্তী ছানে (যা রওয়াতুম-মিন-

রিয়াদিল-জান্নাত নামে পরিচিত) এমন আটটি স্থান আছে যার প্রত্যেকটি স্থানেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১) উসতুওয়ানা-হানামাহ : এ স্থানটির স্বল্পেই সেই খেজুর কাষটি হিসেবাতে তার করে রাস্তুল্লাহ (সা) খুবু প্রদান করতেন এবং এটি হেডে রাস্তুল্লাহ (সা) বখন নবনির্মিত মিহরে আরোহণ করাপেন, তখন এই স্থানে খেজুর কাষটি সম্পন্নে কাঁচতে শুরু করে এবং রাস্তুল (সা) মিহর থেকে নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার পর তার কানা থেমে যায়।

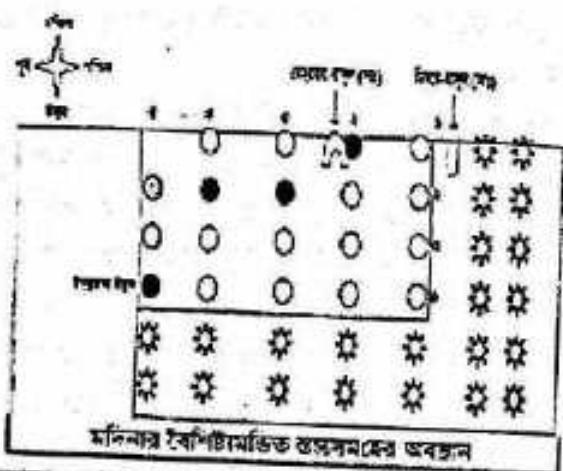
২) উসতুওয়ানা-সারীর : এখানে মহানবী (সা) এতেকাফ করতেন এবং গাতে আরাবীয় জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্থানটি হজরা শরীফের পক্ষিম পাশে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩) উসতুওয়ানা-উফুদ : বাহির থেকে অগ্রত প্রতিমিথি দল এখানে বসে মহানবী (সা)-এর হাতে ইসলাম এহণ করতেন। তিনি তাদের সাথে এখানে বলেই সাক্ষাৎকার দিতেন এবং তাদের সাথে কথাৰাতী বলতেন। এ স্থানটি জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪) উসতুওয়ানা-হারল : মহানবী (সা) যখন হজরা শরীফে তশীঁফ নিয়ে হেতেন তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে-কিয়াম (রা) চেষ্টা করতেন। মহানবী (সা)-এর শুকাতের পর উপুল মু'মিলীন হহরত আরোশা (রা) তাঁর ভাগ্নে হহরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে সেই জায়গাতি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্থান। এই স্থানটি উসতুওয়ানা-উফুদের পক্ষিম পাশে রওজারে আন্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৫) উসতুওয়ানা-আরোশা (রা) : মহানবী (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি জান্নাত রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফর্মালত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে-কিয়াম (রা) চেষ্টা করতেন। মহানবী (সা)-এর শুকাতের পর উপুল মু'মিলীন হহরত আরোশা (রা) তাঁর ভাগ্নে হহরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে সেই জায়গাতি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্থান। এই স্থানটি উসতুওয়ানা-উফুদের পক্ষিম পাশে রওজারে আন্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৬) উসতুওয়ানা-আরু লুবাবা : যে স্থানে সাহাবী হহরত আরু লুবাবা (রা) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি এই স্থানে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলেন যে,



“যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করবেন ততক্ষণ আমি নিজেকে এভাবে বেঁধে রাখবো”। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর খ্রিয় সাহাবীর এই কষ্ট দেখে ব্যথিত হয়ে দু’আ করার পর ওইর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে উজ সাহাবীর ক্ষমার ঘোষণা পাওয়া যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এই সুসংবাদ শোনালেন যে, আল্লাহ তার তওবা করুল কর্তৃত তাঁকে ক্ষমা করে দিবেছেন। এ সুসংবাদ শোনার পর তিনি নিজেকে বদি অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন। উজ স্থানটি উস্তুর্যানায়-তাওয়াহ নামে খ্যাতি লাভ করে।

১) উস্তুর্যানা-জিবাইল (আ) : হযরত জিবাইল (আ) যখনই সাহাবী হযরত দেহইয়া কালৰী (রা)-এর আকৃতি ধারণ করে ওই নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেতো।



মদিনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তুলসময়

প্রিয় মা-বোনেরা, রওয়া মোবারকে যাওয়ার জন্য মহিলাদের সুনির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত রয়েছে। তবে এই স্থানগুলি মূলত সেই এলাকার বাহিরে অবস্থিত।

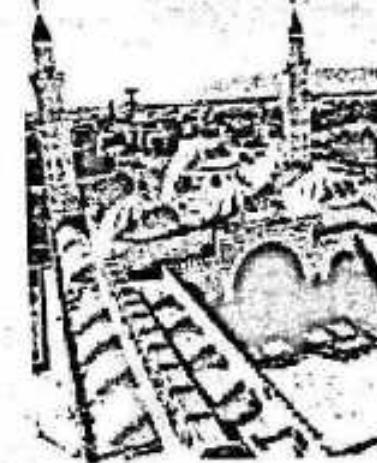
#### ২০. মদিনা শরীফে দর্শনীয় স্থানসমূহ

(১) মসজিদে-কুবা : হযরত রাসূলে কর্মীয় (সা) মক্কা থেকে হিজরত বরে মদিনা পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারার সঙ্কি঳-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে কুবা নামক অঞ্চলে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে আনসারদের করেকটি গোত্র বসবাস করতো। সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উজ মসজিদ-ই ‘মসজিদে কুবা’ নামে পরিচিত।

প্রখ্যাত হাদীস সংকলক ইহাম তাবারানী হযরত সাহল ইবনে হলায়ফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দীর্ঘ

বাসস্থান থেকে পাক-পবিত্র হয়ে ‘মসজিদে কুবায়’ এসে কোন এক নামায, অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, দু’রাকায়াত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা’আলা তাঁকে একটি মকবুল উমরার সম্পরিমাণ সওয়াব দান করবেন (তাবারানী, ইবনে মাজাহ)। মদিনা জিনেগীতে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যেক শুনিবারে কখনো উটে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেটে ‘মসজিদে কুবা’ যিয়ারত করতেন এবং দু’রাকায়াত নামায আদায় করতেন। পরবর্তীকালে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর এই খ্রিয় সুন্নতি মদিনাবাসীর খ্রিয় অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মদিনাবাসী নারী-পুরুষ, ছেট-বড় প্রায় সবাই প্রতি শুনিবারে ‘মসজিদে কুবায়’ কোন না কোন শ্যামের নামায আদায় করতে আসেন।

(২) উহদের মাঠ : মদিনা শরীফ থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তরে এক বিশাল উহদ পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশেই উহদের স্থান। এখানে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ইসলামের দ্বিতীয় বৃক্ষ সংঘটিত হয়। পাহাড়টি দুই মাথাপ্রায়ালা, দুই মাথার মাঝখানে একটু নিচু। এখানে নবীজির চাটা আমির



মসজিদে - কুবা

হামজা, মুফাত ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) সহ মেটি ৭০ জন শহীদদের কবর। শহীদের মধ্যে রয়েছেন হ্যরত আবদুল্লাহ, আমর, আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, আবু আয়মন খাতুন, খারেজা, সাদ ও নোমান (রা)। উল্লেখযোগ্য এই আটজনের কবর হ্যরত আমির হামজার কবর থেকে প্রায় পাঁচশত গজ দূরত্বে পাঁচিম দিকে অবস্থিত।

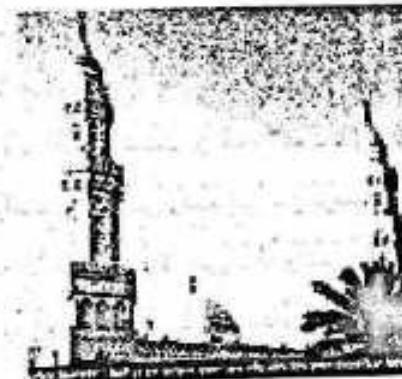


উমদের মাঠে অবস্থিত প্রাচীরে উমদের কবরে নির্মিত মসজিদুল তহাদা

(৩) মসজিদে কিবলাতাইল : মদিনা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম উপরকল্পে হররাতুল ওয়াবরা পাহাড়ে বনী সালামা গোষ্ঠে অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী সালামা গোষ্ঠের বারা ইবনে মারওয়ের ওকাতের পর তাঁর ঝী উহু বিশ্ব ইবনে বারার নিকট গমন করেন, মহিলা রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোজে আপ্যাহিত করলে সেখানেই বোহরের নামাযের ওয়াক্ত পড় হয়ে যায়। সে মতে সাহাবীদের নিয়ে তিনি বনী সালামাৰ মসজিদে বোহরের নামায আদায় করেন।

দু'রাকায়াত নামায আদায় করার পর হ্যরত জিবরাইল (আ) ওয়াইর আখ্যামে ক'বা ঘরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে বলেন। রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ঘুরে ক'বা ঘরের দিকে মুখ করে বাকী

নামায আদায় করলেন, সাথে সাথে মুকতাবিগণও ঘুরে গেলেন। অর্থাৎ দু'রাকায়াত বায়তুল মোকাবাসের দিকে মুখ করে বাকী দু'রাকায়াত কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। এ জন্যই এ মসজিদের নাম মসজিদে কিবলাতাইল অর্থাৎ দুই কেবলার মসজিদ।



মসজিদ-এ কিবলাতাইল, মদিনা

(৪) মসজিদে জুমআ : এটি কোথা থেকে ইদীনাগামী রাতার সন্নিকটে অবস্থিত। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের সর্বপ্রথম জুমআর নামায এ মসজিদে আদায় করেন।

(৫) মসজিদে গামামা : এ মসজিদটি মনোখা নামক স্থানের কাছে অবস্থিত। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে দু'জীদের নামায আদায় করতেন।

(৬) মসজিদে আবু বকর (রা) : এটিও মসজিদে গামামার উত্তর দিকে অবস্থিত। এ মসজিদে যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

(৭) মসজিদে আলী (রা) : এটিও মসজিদে গামামার সন্নিকটে অবস্থিত। এ মসজিদের যিয়ারতও মুস্তাহাব।

১৪. মদিনা হতে বিদায় : মদিনা ত্যাগের প্রাকালে আপনি আবারও অভি আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসার সাথে, আপনার প্রিয় নবী হ্যরত মোহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সালাম ও দস্তান পেশ করন। বিজ্ঞদের বেদনায়, কানায় আবার এখানে কিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে মহান আশ্বাসের দরবারে দু'আ করন। প্রিয় মা-বোন, আপনাদের সুবিধার্থে এখানে পাঠ করার মত দু'আ নিচে দেয়।

হলো- যদিও বার বার শব্দ করিয়ে দিই এসবের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ নেই। আপনি আপনার ইচ্ছামত দু'আ করতে পারেন। শুধুমাত্র আমার হা-বৈশনবের হাতের কাছে সহায়তা করার জন্য এ দু'আ এখানে তুলে ধরা হলো :

#### ১৫. মদীনা শরীক হতে বিদাহের দু'আ

الْوَدَاعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَاقُ يَأْتِيَ اللَّهُ الْآمَانُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ  
نَعَالِيٌّ أَخْرَى عَهْدِ لَا مِنْكَ وَلَا مِنْ زِيَارَتِكَ وَلَا مِنَ الْوَقْفِ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَّا وَمِنْ خَيْرٍ  
وَعَافِيَةٍ وَصِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ إِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى جِئْنَكَ وَإِنْ مُتُّ فَأَوْدَعْتُ  
عِنْدَكَ شَهَادَتِيْ وَأَمَانَتِيْ وَعَهْدِيْ وَمِيقَاتِيْ مِنْ يُؤْمِنُنَا هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ  
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِنُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ .

**উচ্চারণ :** আলওয়াদাউ ইয়া রাসূলাদ্বারাই! আল-ফিরাকু ইয়া নাবীয়াদ্বারাই! আল আমানু ইয়া হ্যাবীবাদ্বারাই! লা জা 'আলাহ্মাহ তা'আলা আ-বিরা আহন্দিল লা মিন্কা ওয়ালা মিন যিয়ারাতিকা ওয়ালা মিনাল উত্কৃষ্টি বাইনা ইয়াদাইকা ইয়া ওয়া মিন খায়ারিন ওয়া আ-ফিয়াতিন ওয়া সিহ্হাতিন ওয়া সালামাতিন ইন 'ইশতু ইনশা-আল্লাহ তা'আলা জি'তুল ওয়া ইন্ মুত্তু ফাআওদা'তু ইন্দাকা শাহাদাতি ওয়া আমানাতি ওয়া আহন্দি ওয়া মীসাকী মিন্ ইয়াত্মিনা হা-বা ইলা ইয়াত্মিল কিয়ামাতি, ওয়াহিয়া শাহাদাত আনু লা-ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহুদাহ, লা-শারীকা লাহ ওয়া আশুহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ। সুবহানা রাকিলকা রাকিল ইয়াতি 'আল্লা ইয়াসিফুন, ওয়া মালামুন 'আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিজ্জাহি রাকিল আলামীন।

**অর্থ :** বিদায় নিছি হে আল্লাহর রাসূল! ছেড়ে যাচ্ছি, আপনাকে হে আল্লাহর নবী! নিরাপত্তা চাচ্ছি (আপনার মারফতে), হে আল্লাহর হ্যাবীব! আল্লাহ যেন আপনার বিগ্নাতকে, আপনার সামনে এই উপস্থিতিকে আমার বা আপনার পক্ষ হতে শেষ ঘটনার পরিণত না করেন; বরং যদি সহি-সালামতে থাকি, তবে আল্লাহ চাহেন তো আবার হ্যাজির হবো আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি

সংরক্ষিত করে রাখছি আপনার নিকট আমার শাহাদত, আমার আমানত, আমার ত্যাদা আর প্রতিশ্রূতি আজকের এই দিন হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং এই শাহাদত (সাল্ল) হষ্টে, এই যে, এক আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি সাল্ল দিল্লি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বাস্তা ও রাসূল। আপনার এক মহাপ্রতিশ্রূতি, তিনি সেই সব কলঙ্ক হতে পবিত্র যা রাসূল। কাফিররা তাঁর উপর আরোপ করে। শাস্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলগণের উপর, আর সকল প্রশংসন বিশপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

## হজ্জ বা উমরার সময় মহিলাগণ সচরাচর যে সমস্ত তুল (common Mistakes) করে থাকেন

### ১। চুল পড়ে যাওয়ার (Breaking their hair) অভিযন্ত তর

আমাদের কিছু কিছু মা-বোনেরা তাদের চুল পড়ে যেতে পারে এজন্য অতিরিক্ত ভয় পেতে থাকেন। আর সে কারণে তারা তাদের মাথার হিজাব বা শুল্কা/কার্ফ খুলতে চান না। এমন কি তারা যখন তাদের নিজেদের সাথে বা শুল্ক মহিলাদের সাথে থাকেন তখনও তা খুলতে চান না। তাদের চুল ডেঙে পড়তে পারে এজন্য তারা এতটাই চিন্তিত থাকেন যে, শয়ু করার সময়ও তাদের মাথার আবরণ উন্মুক্ত করেন না। এটি এক ধরনের শয়তানের কারসাজি। চিন্তা করে দেখুন। যদি আপনি সঠিকভাবে শয়ু না করেন, আপনার নামায কি সহীহ হবে? আপনার তাওয়াফ কি বৈধ বা ঠিক হবে? আপনি কি সঠিকই চিন্তা করে দেখেছেন, যে বিষয়টির উপর আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই বা যে জিনিসটি আপনার আয়ত্তের বাইরে, সেই কাজ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দাহবজ করবেন না কখনই না। তিনি মহান দয়াময় ও পরম ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি কেন আপনার ইহরাম বাতিল করবেন কেবলমাত্র সামান্য একটু চুল তার নিজের মত করে পড়ার জন্য, যে জিনিসটি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এখানে নিষিদ্ধ কেবলমাত্র ইস্টার্কৃত চুল কাটা, চুল খুলে ফেলা/উগড়ানো/ চুল ছেঁটে ফেলা - ইত্যাদি। কাজেই নিজে ইস্থা করে কোন উদ্দেশ্যে চুল কাটা, ছেঁড়া বা ঢালা যাবে না তবে প্রকৃতির নিয়মে যে চুল বর্তে যায় আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারজন্য আপনাকে চিন্তিত হওয়ার দরকার নাই। মহান আল্লাহ তা'আলা গুরু ক্ষমাশীল।

### ২। পুরুষ মানুষের ভিড়

হজ্জ/উমরার মকল পক্ষতি/আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় পুরুষ মানুষের ভিড় হতে সাবধানতা অবগতি করা জরুরী। বিশেষত, তাওয়াফের সময় এবং হজ্জের আসওয়াদে, সাঁস করা এবং জামারাতে পাথর নিষেপ এর সময়। একটু চিন্তা করে দেখুন, হজ্জের আসওয়াদ শৈর্ষ করা একটি উন্নত সুন্নত। কিন্তু এটি একটি

সুন্নত মাত্র, এবং নিজেকে রক্ষা করা ও পর-পুরুষের অহেতুক সম্পর্শ হতে নিজের স্বরূপ রক্ষা করা ফরয। তাই সুন্নত রক্ষা করার জন্য ফরয বাতিল করা থাবে না কিছুতেই।

পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে তাওয়াফ করার জন্য সাধারণত কতকগুলো সহয়ে যথম ভিড় কম থাকে তখন করা যেতে পারে। আর সবচেয়ে ভাল হলো দোতলার হাদের উপর দিয়ে অথবা দূরবর্তী স্থান দিয়ে তাওয়াফের জন্য নতুন হে গ্রেলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে তাওয়াফ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সময় তুলনামূলকভাবে একটু বেশী লাগবে। কোন ক্ষেত্রে তা এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। মনে রাখবেন শয়তান সবসময় আপনার মনে থেকা করবে। আপনাকে কুম্ভণা দিতে থাকবে এ অনেক হাঁটা-কাটিন হবে। কিন্তু কিছুতেই না। মনে সাহস সঞ্চয় করে আল্লাহর নামে তাওয়াফ করবেন। অথবা যথ্যবাতের সময়টা বেছে নিতে পারেন। সব সময় মনে করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা এখানে এসেছি। সময় একটু বেশী লাগলেও, একটু বেশী হাঁটা হলেও পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে নিজের মনের মত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে তাওয়াফ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

### ৩। ইহরাম মানেই মাথা আবৃত রাখার হিজাব নয়

আমাদের অনেক মা-বোনেরা ইহরামের অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারেন না। তারা মনে করেন যে, তাদের চুল ঢাকার জন্য মাথার উপর যে আবরণ/হিজাব আটসেট করে বাঁধা হয় সেটিই ইহরাম। কোনক্রমেই তারা সেটি খুলতে চায় না। তারা ভাবেন যে, মাথার সেই আবরণ খুলেই তাদের ইহরাম ডেঙে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ইহরাম একটি অবস্থা যেখানে আপনি যে কোন পোশাক/কাপড় পরতে পারেন। আপনি ইহরাম অবস্থায় আছেন, বলে এর অর্থ এই নয় যে, আপনি পরবর্তীতে সেটি খুলতে পারবেন না এবং ইহরামের কাগড়টি খুলে ফেলা মানেও এই নয় যে, আপনার ইহরাম শেষ হবে গেছে। আমরা আমাদের ইহরাম এর নিয়ম মেনে আমাদের ইহরামের কাগড় পরিবর্তন করতে পারব, এবং তা অপরিকার হয়ে গেলে সেটি আমরা খুলে পারব। প্রিয় মা-বোন, হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর আপনি ইহরামের কাপড় বদলাতে পারবেন এবং অন্য সেটি ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারবেন এবং তা হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরামের উপর কোনো প্রত্যাবর্তন করিবে না (ষ্যাতিঃ কাহিতি ফর একাডেমিক রিসার্চ এবং ইস্যাইং ফেলোশিপ, ফেলোশিপ-আল-লাজনাহ ১১/১৮৫)।

#### ৪। জামারাত ও মুহূদালিকাতে না যাওয়ার প্রবণতা

আমাদের কিছু মা বোন মুক্তিসংগত কোন কারণ ছাড়াই অন্য কোন হাজীকে তার পক্ষে পাথর নিক্ষেপের জন্য মনোনীত করেন। কিছু সময় তারা যান্মদের ভিড়কে ভয় পায়, কখনও সাধারণভাবে আলস্য বোধ করে, কখনও তারা নিজেদের ঘারা এ কাজটি করার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না, যদিও কাজটি করার যত সামর্থ্য তাদের আছে।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাদের সুস্থান্ত ও সামর্থ্য দান করুন। আমরা মনে রাখব, আমরা যোগ্য, ক্ষমতাসম্পন্ন, সামর্থ্যবান, শক্তিশালী, সকল কাজ সুচারুপে সম্পন্ন করার জুন্য আমরা সাহসী, উদ্যমি। যখন আমরা বাড়ি ফিরে আসি তখন আমরা হেট থেকে বড় সকল কাজই করে থাকি। কিন্তু হজের সময় এলে আমাদের মধ্যে ভীতির সংঘার হয় যে, আমরা হাটতে পারব কিনা, হজের সব পদ্ধতি ঠিকভাবে করতে পারব কিনা। বিশেষ করে হজ ও জামারাতে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে এ ভীতি এমনভাবে পেয়ে বসে যে, হঠাতে করেই দুর্বল-বোধ করার কারণে আমাদের অনেকেই পাথর নিক্ষেপ করতে যেতে পারেন না।

হজের সকল বিধান পালনে কখনই আলস্যবোধ করবেন না বা কোন কিছুতেই সিজাত্তাইন্তায় ডুগবেন না। সব সময় মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। প্রতিটা বিধান নিজে বাস্তবায়ন করার যে সফলতা-সেটা অনুধাবন করতে হবে নিজের মধ্যে, যদি আপনার সে কাজ করার ক্ষমতা থাকে। কাজেই কোন কিছু নিয়ে আদৌ ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তবে হ্যাঁ, অতীতে দেখা গেছে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে পারের চাপায় কিমা ধাক্কা-ধাক্কিতে অনেক ঘানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তেন বা মৃত্যুবরণ করতেন। কাজেই আপনার গাইত এর পরামর্শদ্রব্যে সঠিক সময়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সেখানে যাওয়া ভাল। আলহামদুলিল্লাহ, সেন্দি সরকার জামারাত এলাকাকে এমনভাবে প্রশঞ্জন করে নির্মাণ করেছেন যাতে খুব সহজেই পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি দেখেছি বেশ বৃক্ষ/বৃক্ষ, হাইল চেয়ারে বসা, কিংবা জ্বাচে ভর দেয়া, বা ছেট হেলেমেয়েরা অতি সহজেই অনেক সাহস্র্যে নিজেদের পাথর নিক্ষেপ করছেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, যদি ভিড়ের প্রকোপ বৃক্ষ পায়, কিমা আপনার নিরাপত্তাইন্তা অনুভব করেন বা নিরাপত্তার বিষয়টি জরুরী দেখা দেয় সেক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপে বিলম্ব করা যেতে পারে। ভিড় কিমা বা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামারাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য দেরী করে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুমতি রয়েছে (মুসলিম, বুখারী)।

#### ৫। মুহূদালিকাতে আবৃত/অনাবৃত থাকা

মুহূদালিয়া একটি খোলা মাঠ এবং এখানে কোন তাঁবু নাই, এমনকি বাথরুমও খোলা মাঠেই রয়েছে। হলে আমাদের মা-বোনেরা যখন তয়ু করেন সেখানে, তারা ভুলে যান যে, এটি একটি খোলা মাঠ এবং সর্বত পুরুষ মানুষেরা ছড়িয়ে রয়েছে এবং তারা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। তথাপি, মহিলাগণ তয়ু করার জন্য চিঞ্চা মা করে তাদের সামনেই হিজাব বা ওড়না খুলে ফেলেন এরপে নিজেদেরকে প্রকাশিত করা হয়ে যায়। তাহলে এ ধরনের অবস্থায় কিভাবে তয়ু করা সম্ভব?

এ ধরনের অবস্থায়, যখন আপনার তয়ু করা প্রয়োজন তখন মহিলাদের একটি প্রশ্ন করে নিন। এরপর একজন তয়ু করলে এশ্পের অন্যরা এমনভাবে দাঁড়াবেন এবং হিজাব ভুলে ধরবেন যাতে শয়ুরাত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আড়ালে রাখা যায়। এভাবে শয়ু করলে আপনার পর্দার কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

এছাড়া, মুহূদালিকাতে রাত্তিবান করার সময় মহিলা হিসাবে অবশ্যই আপনার গারে একটি চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করে আড়ালে রাখতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কোন কাপড় দিয়েই মুখ আবৃত করা যাবে না।

#### ৬। মীনা ও আরাফাতে মূল্যবান সময় মট করা-একেবারেই যাবে না

আমাদের অনেক মা-বোনকে দেখেছি তারা মীনা ও আরাফাতে বসে একে অপরের সাথে নানাধরনের পারিবারিক, সামাজিক এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে থাকেন। এমনকি আরাফাতের ময়দানে, যে দিনটি হজের দিন এবং হজের সবচেয়ে উচ্চতপূর্ণ দিন। তারা ভুলে যান যে, হজের এই দিনগুলিতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা/ইবাদত করার অন্য সময়। তারা ভুলে যান যে, মীনা সামাজিকভাবে ঝাল নয় বরং এটি ইবাদত, যিকর, ইতিগফার এবং দু'আ করার এবং দু'আ করুলের উপযুক্ত স্থান। আরাফাতের দিনটি যে হজের দিন তারা সেটিও ভুলে যান। যে উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে এত ব্রহ্ম করে এ জায়গাটিতে আসা হয়েছে, আল্লাহকে স্মরণ করার পরিবর্তে তারা নিজেদের মধ্যে অনুর্ধ্ব কথা, হাসি, তামাশা, এমনকি গীৰ্বত ও অন্যের সাথে গল্প করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এখানে একে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় সামান্য কথা বলা বা অন্য কোন হাজীর উপকার করা ইত্যাদি কারণে কথা বলতে কোন সমস্যা নাই। বাস্তবে, অন্য হাজীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোন কথা বা কাজ করাও ইবাদতের শামিল। কিন্তু এ কথা যখন অনেক সময় মট বা অপচয় করে সেটা কখনই কাম্য নয়, যা

অধিকাংশ সময় মীনাতে ঘটে থাকে-সেটিই মূল্যবান সময় নট ইওয়ার জ্ঞান ইস্যু। এর ফলশ্রুতিতে ক্ষণিকত আর কেউ নয়- আপনি নিজে।

কাজেই সব সময় মনে রাখবেন, আপনি মীনাতে নির্দিষ্ট এ সময়টুকু ইবাদত করে কাটিবেন। আগামাতের এ দিনটি আপনার জীবনে আর একবার না-ও আসতে পারে। কাজেই এ সময় এ শব্দটুকু ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দিন।

অনেক সময়, মা-বোনেরা বুঝতে পারেন না একেতে কি ধরনের দু'আ, যিকির বা ইবাদত করা যায়। আপনাদের সুবিধার্থে এ পুস্তকে মীনা ও আরাফাতে যিকির/দু'আ/ইবাদত করার অন্য কিছু দু'আ রাখা হলো। তবে একেতে সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই আপনার মনের মত যে কোন দু'আ করতে পারেন। মনে রাখবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার পাপের ক্ষমা চাওয়ার এটি উপযুক্ত হ্রন্ত।

৭। ইবাদতে তাড়াহড়া করা বাবে না, ইবাদত গুণগত (quality) হতে হবে, পরিমাণগত (quantity) নয়

আমাদের অনেক মা-বোন তাদের ইবাদতে তাড়াহড়া করে। নামায, দু'আ, তাওয়াফ কিংবা যে কোন ধরনের ইবাদতেই তারা দ্রুততার সাথে তা শেষ করতে আগ্রহী হন। এমনকি তারা ইবাদতের গুণগত মানের দিকে কোন বেয়াল না করে এর পরিমাণ বাড়তে উৎসাহিত হোথ করেন।

মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার ইবাদতের গুণগত দিকটি দেখবেন, পরিমাণের দিক নয়। সেজন্য শেষ বিচারের দিন আমাদের আমলনামা পরিমাপ করা হবে, গণনা করা নয়। যদি আপনি দুই রাকায়াত নামায আন্তরিকভাবে সাথে মনোযোগি হচ্ছে আদায় করেন এবং নামাযে আপনি কি দু'আ করছেন সে ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন সেটি মহান আল্লাহ তা'আলা'র কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। যদি আপনি ৫০ রাকায়াত বা ১০০ রাকায়াত নামায তড়িঘড়ি করে সমাধা করেন এবং আপনি নামাযে যা বলছেন তা ঠিকমত উচ্চারণ করছেন না বা এর কোন ভাবার্থ আপনি বুঝতে পারছেন না, তারচেয়ে ধীরস্থিতে বুঝে-গলে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ইবাদত করুন। কাজেই মা-বোনেরা আপনারা যখন নামায পড়বেন তখন আপনি কি করছেন সেদিকে বেয়াল রাখবেন, যে দু'আ বলছেন তার ভাবার্থ জেনে তা সুশ্পষ্ট তাবে বলার বা ঠিকমত উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন, অহেতুক তাড়াহড়া না করে যথাসম্ভব ধীরে সুন্তো ও শান্ত-শিষ্টভাবে নামাযের সকল পদ্ধতি রক্তু, সিজদা ইত্যাদি সঠিকভাবে সমাধা করুন।

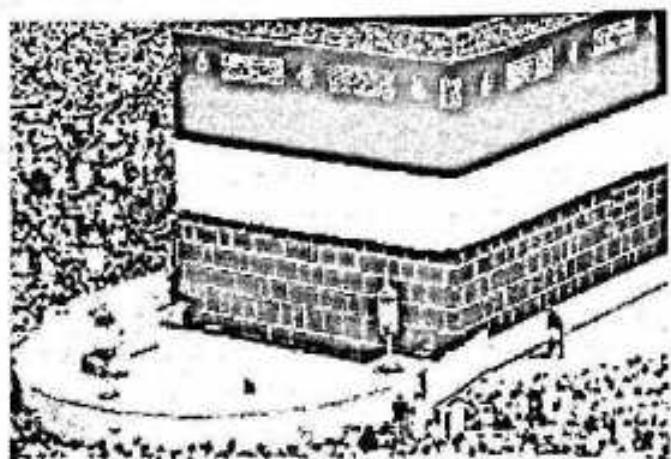
হ্যারত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃতিম চের সেই ব্যক্তি যে তার নামায চুরি করে। তাঁর সঙ্গীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন মানুষ কিভাবে তার নামায চুরি করে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন, যে ঠিকমত তার কক্ষ সিজদা করে না। অথবা বলেছিলেন, যে কক্ষ এবং সিজদার সময় ঠিকমত শির দৌড়া সোজা করে না।

৮। নবী করিম (সা)-এর মসজিদে আদবের সাথে আচরণ করতে হবে

আমাদের কিছু কিছু মা-বোনেরা সবচেয়ে বড় এবং মারাত্তাক ভুল করে থাকেন নবী করিম (সা)-এর মসজিদ-'মসজিদুন মবরীতে'। হ্যারত রাসূলে কারীম (সা)-এর রওয়া মোবারক এ সালাম দিতে বাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে যখন দরজা খোলা হয় তখন আমাদের অনেক মা-বোন ভুলে যান তারা কে, তারা কোথায় এবং তারা কি করছেন। তাদের কেউ কেউ বন্যাপ্রাণির মত দৌড়াতে থাকেন, চিন্কার, জোরে জোরে হাঁক ডাক, একে অপরকে ধাকা দিয়ে এগিয়ে বাওয়া, এমনকি তার চলার পথে অন্যকে পদচলিত করতেও তারা বিধাবোধ করেন না। সোবহান আল্লাহ! বোনেরা আমার! আমাদের নবী করিম (সা) কি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন? কোন একটি মসজিদে কি একপ আচরণ করা যায়? আর সেটা যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদ হয়ে থাকে এবং হ্যারত রাসূলে কারীম (সা)-এর রওয়া মোবারক এ সালাম দিতে বাওয়ার জন্য হয়ে থাকে! হ্যারত রাসূলে কারীম (সা) আপনার কাছে কি এ ধরনের শুরু আশা করেন?

মনে রাখবেন, যখন নবী করিম (সা)-এর মসজিদে থাকবেন তখন অত্যন্ত আদবের সাথে, শুরুর সাথে, সম্মানের সাথে এবং লাজলজ্জার সাথে চলাকেনা ও আচার ব্যবহার করবেন। মহান আল্লাহ রাকুল আলামিন বেভাবে যে সমস্ত শুরুবলী দিয়ে মুসলিম মহিলাদের সজ্জিত ও অলংকৃত করেছেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার কথা ন্য, জ্ঞ, বিনয়ী এবং আস্তে আস্তে হতে হবে এবং শুরুর সাথে পা ফেলতে হবে। অন্য কোন মুসলিমান বোপকে/হাজীকে ব্যাখ্যা দিবেন না। ধাঙ্কা-ধাঙ্কি, মারামারি, কাউকে পদচলিত বা আঘাত করবেন না এমনকি আপনি যদি সেই এলাকাতে নামাযের কোন সুরোগৎ না পান এবং যদি আপনি অন্য কোন মুসলিমান বোপকে সেখানে নামায 'গড়ার সুযোগ করে দেন মহান আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন ইনশাআল্লাহ! এ

ব্যাপারে মহান আল্লাহই ভাল জানেন, এমনও হতে পারে তিনি আপনাকে এজন্য সেখানে নামায পড়ার বা আরও আমল করার ভাল কোন সুযোগ করে দিতে পারেন। অথবা নিজে পড়তে না পারলেও অন্যকে পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তিনি আপনাকে নামায পড়ার সওয়াব দান করবেন। সুবহান আল্লাহ!



হাতীম-এ কাব্য, হযরত ইসমাইল (আ)-এর বাসমুন ও কবর

### প্রশ্ন-উত্তর

হজ্জের সময়ে পূর্বে বা পরে অনেকের মাঝে নামাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেকক্ষেত্রে সেসময় কানুন বা পক্ষতি নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত হতে পারে। প্রিয় পাঠক! হজ্জ করার নিয়ম করার পর হতেই আর কোন তর্ক-বিতর্কে জড়াবেন না। সূরা আবিয়ার ১০৮- আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন “আমি তো তোমাদের প্রতি অবর্তীর্ণ করেছি কিন্তাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?” কাজেই পরিচ্ছ কুরআন ও হাদিস হতে হজ্জের বিষয়সমূহ গড়ে নিতে পারেন। এছাড়াও সূরা আবিয়ার ৭৮- আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, “তোমরা বদি না জান তবে বিঘ্ন/জানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।” কাজেই আপনার মনে কোন ঔশ্রের উদ্দেক হলে আপনার গাইত অথবা কোন আসেম এর কাছ থেকে জেনে নিন। না হলে বই-পৃষ্ঠক হতে জেনে নিন। তবে মনে রাখবেন, হজ্জ হলো বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মিলনযোগ। সেখানে নানা জাতি গোত্রের মুসলমান রয়েছে। তারা বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হতে পারে। সেজন্য অন্যের ইবাদত দেখে কাউকে কোন নিষেধাজ্ঞা দিতে যাবেন না, আবার নিজের ইবাদত নিয়েও প্রশ্নবিষ্ট হবেন না। নিজে যেভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন সেভাবে ইবাদত করুন। প্রয়োজনে বই পড়ে নিজের তুল শোধার্যে নিবেন। কিন্তু ইকা-মদীনার মূল্যবান সময়টুকু তর্ক-বিতর্কে নষ্ট করবেন না। ইকা-মদীনায় থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে সচরাচার কঠঙ্গলো প্রশ্ন অনেকের মাঝে দেখা দেয় আবার অনেকে বিশেষ করে মা-বোনের তাদের শারীরিক অসুস্থতা এবং নামায নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। এখনের কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর এখানে তুলে ধরাৰ চেষ্টা কৰলাম। আল্লাহ আমদের সহায় হউন।

প্রশ্ন : পুরুষদের জন্য ইহরাম এর পোশাক ২ সেট সাদা কাপড় পরিধান করতে হয়। মহিলাদের ইহরাম এর পোশাক কেমন হবে?

প্রশ্ন : মহিলাদের হজ্জের পোশাক পরিজ্ঞান কেমন হলে ভাল হয়? পোশাক সাদা হবে না কালো?

**উত্তর :** মহিলারা ইহরাম অবস্থায় বা হারাম শরীকে হজের সময়ে মহিলাদের উপরোগি হে কোন পোশাক পরতে পারেন। তবে তা কোনভাবেই পুরুষদের আকর্ষণ করে এরূপ হবে না, শরীরের গঠন বোধ যায় এ ধরনের টাইট ফিটিংস হবে না বা বহু কাপড়ে শরীর প্রদর্শন হতে পারে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না। কুব ছেট পোশাকও পরা যাবে না যাতে করে হাত বা পা প্রদর্শন হতে থাকে। পোশাক যতটা সম্ভব চিলে-চলা ও আরামদায়ক হতে হবে। পোশাক সঙ্গে এবং মুলহাতা ইওয়াই উত্তম।

আমাদের দেশের অনেক মা-বোন মনে করেন পোশাকের রং সাদা বা কালো ইওয়া বাস্তুনীয়। কিন্তু মহিলাদের জন্য পোশাকের রং সাদা বা কালো হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যে কোন রংয়ের পোশাক পরা যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই মার্জিত হতে হবে। অনেকে মনে করেন হজে পেলে সাদা বা কালো বোরখা পরতে হবে। সেটি আপনি পরতে পারেন অথবা আপনি আপনার সুবিধামত আরামদায়ক পোশাক পরবেন। সেখেতে হালকা রংয়ের সূতী কাপড়ের মুলহাতা বড় ম্যাণ্ডি টিলেচালা করে বানিয়ে নিতে পারেন। যা আপনার চলাচলে সহায়তা করবে। তার উপর সূতী কাপড় দিয়ে তৈরী সঙ্গে একটা হিজাব পরে নিতে পারেন।

ইহরাম অবস্থায় মহিলারা তার পরিধেয় কাপড় বদলাতে/পরিবর্তন করতে পারবেন। ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মোজা পরিধান করতে পারবেন এবং মোজা পরেই তাওয়াফ ও সাঁজি করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** হজের সময় মহিলারা জুয়েলারী/গহনা পরতে পারবে কি? অথবা

**প্রশ্ন :** ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জুয়েলারী/গহনা পরিধান সঠিক কিন্তু?

**উত্তর :** ইহরাম অবস্থায় এবং হজ চলাকালীন সময়ে মহিলারা জুয়েলারী/গহনা পরিধান করতে পারবেন।

**প্রশ্ন :** হজ কি? বিভিন্ন ধরনের হজ অর্থাৎ ইফরাদ, কৃত্রিম ও তামাতু হজের মধ্যে পার্থক্য কি?

**উত্তর :** “হজ” এর আভিধানিক অর্থ হলো ইস্যা বা সংকেত। শরীয়তের পরিভাষায় “হজ” হলো হজের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পক্ষতিতে বাহতুরাহ শরীক ও সংযুক্ত স্থানসমূহে যিঙারত ও বিশেষ কার্যালি সম্পাদন করা। তিনি পক্ষতিতে হজ পালন করা যায়।

(ক) হজে ইফরাদ; (খ) হজে কৃত্রিম ও (গ) হজে তামাতু

বিভিন্ন প্রকার হজের পার্থক্য নিম্নরূপ:

ক। ইফরাদ হজ

(১) শীকাত থেকে কেবলমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করাকে হজে ইফরাদ বলা হয়।

(২) অধু হজের জন্য ইহরাম বাঁধতে হয় এবং এক ইহরামে হজ সপ্তম করতে হয়।

(৩) সকা শরীকে পৌছে তাওয়াফে কুদূম করতে হয়। এ তাওয়াফে সাঁজি নেই। কিন্তু এ তাওয়াফের পরে কেউ বনি হজের ওয়াজিব সাঁজি অগ্রিম করে নিতে চায়, তাহলে তাওয়াফে কুদূমেও রমল ও ইজতিবা করতে হয়।

(৪) কুরবানী করা ওয়াজিব নয় বরং ঐচ্ছিক।

খ। কৃত্রিম হজ

(১) শীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে এই একই ইহরামে উমরাহ ও হজ করাকে হজে কৃত্রিম বলা হয়।

(২) উমরাহ ও হজের জন্য একলে ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ পালন করতে হয়, কিন্তু মাঝে না মুক্তিরে একই ইহরামে হজ সপ্তম করতে হয়।

(৩) এ প্রকার হজের কুরবানী করা ওয়াজিব।

গ। তামাতু হজ

(১) হজের সকলে শীকাত থেকে উমরাহ এর ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীতে সে সকলেই হজের সময়ে (৮ই খিলহজ) পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ করাকে তামাতু হজ বলা হয়।

(২) প্রথমে অধু উমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। সকা শরীকে পৌছে উমরাহ পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়।

(৩) ৭/৮ খিলহজ তারিখে হজের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ করতে হয়।

(৪) কুরবানী করা ওয়াজিব।

(৫) আমাদের বাংলাদেশীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তামাতু হজ করে থাকেন।

**প্রশ্ন :** মহিলাদের হজে দেতে হলে মাহরাম এবং বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন?

**উত্তর :** মহিলার জন্য যে ব্যক্তির সাথে তার শরীরত সম্পত্তিবে বিবাহ নিষিদ্ধ সে ব্যক্তিই সে মহিলার মাহরাম। কোন মহিলা হজে যেতে হলে তার

নিরাপত্তার জন্য মাহরাম সাথে থাকা জরুরী। মহিলাদের মাহরাম সম্পর্কে পরিষ্কার হাদিসে রয়েছে-

\* আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বাস্তু সাত্তাঙ্গাত্মক আলাইই গুরুসাত্তাঙ্গ বলেছেন, কোন ঝীলোক যেন কোন মাহরামের সাথে ব্যক্তিত এক দিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে। (বৃথারী, মুসলিম)

\* ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কোন মহিলা তিন দিনের দূরত্বে মাহরাম ছাড়া অভ্যর্থনা করবে না। (বৃথারী, মুসলিম)।

\* সফর যদি তিন রাত, তিন দিনের কম দূরত্বের হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বামী বা মাহরাম ছাড়াও হজ্জ করতে পারবেন।

মহিলাদের মাহরাম পূরুষ থাকা হজ্জের জন্য অপরিহার্য শর্ত কিনা এ বিষয়ে কক্ষীহন্দের মধ্যে মতভেদ আছে।

\* ইমাম আবু হানীফা (র) ও আহমদ (র)-এর মতে, স্বামী বা মাহরাম পূরুষ ছাড়া কোন মহিলা হজ্জ যেতে পারবে না, কিন্তু মাহরাম পূরুষ ছাড়া কোন মহিলা হজ্জ করলে হজ্জ সহীহ হবে তবে মাহরাম পূরুষ ছাড়া হজ্জ যাওয়ার কারণে শুণাহাগার হতে হবে।

\* ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মাহরাম থাকা হজ্জ অ্যাজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয়, স্বামী কিংবা মাহরাম যদি হজ্জ যেতে না পারে বা কোনই মাহরাম না থাকে তাহলে অপরাপর বিশুষ্ট মহিলাদের সাথে হজ্জ করার জন্য যেতে পারবে। (ফিকহস সন্নাহ, পৃষ্ঠা ৫৬২)

\* ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে চলাচলের পথ নিরাপদ হজ্জে মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা বৈধ।

\* কক্ষীহন্দের কারো কারো মতে বয়কা যেসব মহিলার প্রতি ফেডনার আশঙ্কা নেই তারা মাহরাম ছাড়াও হজ্জ যেতে পারবেন।

\* ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হচ্ছে, স্বামী মাহরাম বা বিশুষ্ট মহিলার যে কোন একটি শর্ত পূরণ হলেই মহিলা হজ্জ করতে পারবে।

\* আল্লামা ইউসুফ আল কারবাঈ বলেন, শরীয়তের শক্ত হচ্ছে মহিলার নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাকে কোন ধরনের খারাপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা। রাজা নিরাপদ হজ্জে বিশুষ্ট নারী পূরুষের উপস্থিতি এটা নিশ্চিত করে মাহরাম ছাড়া বিশুষ্ট পুরুষ ও নারীর সাথে হজ্জ যাওয়ার বিষয়টি ওমর (রা) কর্তৃক উপাহাতুল মু'মিনীনকে উসমান (রা) ও আক্তুর রহমান ইবনে আউফ (রা)

এর তত্ত্বাবধানে হজ্জে পাঠানোর মাধ্যমে বৈধ বলে গ্রহণিত হয়। কারণ কোন সাহারী এটার বিরোধিতা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**প্রশ্ন :** হজ্জের সময় মহিলাদের মুখ্যমন্ত্র আবৃত করা বিষয়ে জানতে চাই।

**উত্তর :** মুহারিমা অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলা মুখ্যমন্ত্র আবৃত করবেন না এবং হাতের তালুতে কোন প্লাবস/হাত মোজা পরিধান করবেন না। হেবন ইহরাম অবস্থায় কোন পুরুষ মাথা আবৃত করতে পারবেন না। হ্যরত হেবন ইহরাম অবস্থায় কোন রাস্তে কারীম (সা) সুল্পাইভাবে বলেছেন যে, মুহুরিমা (ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলা) তার মুখ্যমন্ত্র আবৃত রাখবে না এবং হাতে প্লাবস/হাত মোজা পরিধান মহিলা। তার মুখ্যমন্ত্র আবৃত রাখবে না এবং হাতে প্লাবস/হাত মোজা পরিধান করবে না (বৃথারী, মুসলিম)। তবে কোন পর পুরুষের সামনে মুখ দেখাতে না চাইলে বা সমস্যা থাকলে বা ডরের কারণে থাকলে বা লজ্জার উদ্রেক হলে মুখ ঢাকা যাবে তবে সে কাপড় দিয়ে মুখ্যমন্ত্র স্পর্শ করা যাবে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে এক ধরনের হ্যাট বা টুপির সাথে হিজাব দিয়ে মুখ আবৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে মুখে কাপড় স্পর্শ না করে। তবে নিম্নাংশ প্রক্রোজন না হলে যে কোন পক্ষতিতেই ইহরাম অবস্থায় মুখ্যমন্ত্র আবৃত না করার ই নির্দেশ রয়েছে।

**প্রশ্ন :** হায়েব ও নেফাস কি? হজ্জের সময় মহিলারা খাতুবতী হলে হজ্জের কি কি করা যাবে কি কি করা যাবেনা তথ্যাদি জানাতে অনুরোধ করা হলে!

**উত্তর :** হায়েব : বালেগা মহিলা, যাদের বয়স ৯ থেকে ৫৫ বছর তাদের জরায়ু থেকে প্রসাবের রাত্তা দিয়ে যে রুজ প্রবাহিত হয় তাকে হায়েব বলে। উপরোক্ত বয়সের কম বা বেশী বয়স্কা নারীদের যদি রজত্বাব হয় তবে তা ইতেহাবা বলে গণ্য হবে। হায়েবের সর্বনিম্ন মুদ্দত (সমরসীমা) ৩ দিন ও রাত এবং সর্বাধিক মুদ্দত ১০ দিন ১০ রাত। উজ্জ মুদ্দতের চেয়ে কম বা বেশী হলে তা হায়েব নয় বরং ইতেহাবা বলে গণ্য হবে। হায়েব চলাকালে নামায পড়া ও রোয়া রাখা জায়েব নয়। হায়েব থেকে পরিত্র হওয়ার পর রোয়ার কাষা করতে হবে, কিন্তু নামাযের কাষা করতে হবে না।

**নেফাস :** সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মেয়েদের প্রস্তাবর্তীর দিয়ে ঘরায় থেকে যে রজত্বাব হয়ে থাকে তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত ৪০ দিন এবং সর্বনিম্ন মুদ্দতের কোন সীমা নেই। নেফাস থেকেও পরিত্র হওয়ার পর রোয়ার কাষা করতে হবে, কিন্তু নামাযের কাষা করতে হবে না। ৪০ দিন পূর্ণ

হোক বা না হোক মেফাসের রক্ষণাত্মক বন্ধ হওয়া মাঝেই গোসল করে নামায পড়া আবশ্য করতে হবে। গোসল ক্ষতিকারক হলে তায়ারুর করে নামায পড়তে হবে।

**ইতেহায়া :** হায়েয ও নেফাস ছাড়া মহিলাদের প্রসাবদ্বার নিয়ে হে রক্ষণাত্মক হয় তাকে ইতেহায়া বলে।

**ক্ষতুবতী মহিলাদের হজের সময় কি কি করা যাবে যা যাবে না তা নিচে আলোচনা করা হলো :**

হজের সময়ে ক্ষতুবতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা জারেয, তবে এ অবস্থায় ইহরামের জন্য নামায পড়বেন না। এ বিষয়ে সূপ্তি ধারণা শান্তের জন্য “নবী করিম (সা) যেতাবে হজ করেছেন” এ বিষয়ে জাবের (রা) যেমন বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিন্তু অংশ প্রিয় মা-বোনেরা আপনাদের সুবিধার্থে এখানে তৃলে ধরলাম।

“জাবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দের হলাম। আমাদের সাথে ছিল মহিলা ও শিশু (মুসলিম)। বর্তন আমরা যুল- হলাইফাতে পৌছলাম, তখন আসমা বিন্ত উমায়েস (রা) মুহায়ান ইবনে আবু বকর নামক এক সন্তান প্রসব করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **اغْتَسِلْ وَامْسْتَفْرِي بِنُورِكِنْ** (ইগ্তাসিলি ওয়াহতাসফিনী-বিসাউবিন ওয়া আত্তিরী) অর্থ : “কুর্মি গোসল কর, রক্ষণাত্মক হৃদয়ে একটি কাপড় বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।”

প্রিয় মা-বোন এখনকে নিশ্চিত দে, ক্ষতুবতী অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জারেয এবং এর পূর্বে গোসল করে পরিষ্কৃত হতে হবে।

\* প্রিয় মা-বোম, ক্ষতুবতী অবস্থায় আরো সূপ্তি ধারণা শান্তের জন্য জাবের (রা) এর একই বর্ণনায় হজের অধ্যার থেকে আরো কিন্তু অংশ আপনাদের সুবিধার্থে তৃলে ধরলাম : “৮ খিলহজ তাঁরা হজের ইহরাম বেঁধে মিনা অভিযুক্তে রঞ্জন্যা হলেন। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরেশা (রা)-এর কাছে পেলেন। তিনি তাঁকে জন্মনাত্মক অবস্থার পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে আরেশা (রা) বললেন, “আমার হায়েয এসে গেছে। লোকজন হালাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি হালাল হতে পারিনি। রায়তুল্লাহও তাওয়াফ করিনি। অধিক সব মানুষ এখন হজের যাজেছে।” রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এটা এমন একটা বিষয়, যা আস্তাহ আদমের কল্যান সন্তানদের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি গোসল করে নাও। অতঃপর হজের তালিবিয়াহ পাঠ কর। তারপর

তুমি হজ কর এবং হজকারী যা করে তুমিও তা কর; কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না এবং সালাত আদায় করো না” (মুসনামে আহমদ, আবু দাউদ)।

\* অতঃপর তিনি তাই করলেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন না।

\* প্রিয় মা-বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যিনি ক্ষতুবতী অবস্থায় আছেন তার জন্য পরিত্য হওয়ার পূর্বে তাওয়াফ-এ যিয়ারাত জারেয নয়। যদি আইয়াবে নহর অর্ধাং ১২ তারিখ পর্যন্তও আপনার শরীর ধারণ থাকে এবং পরিত্য না হল তাহুলি তাওয়াফে যিয়ারাতকে বিলব করে দেবেন এবং বিলহের জন্য তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। মনে রাখবেন, তাওয়াফে যিয়ারাত ছাড়া দেশে ফিরে আসলে আজীবন এ ক্ষয় থাকী থাকবে। এরপর আবার যেরে তাওয়াফ করতে হবে। সে কারণে ক্ষতুবতী অবস্থা থাকলে পরিত্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

\* তবে আপনার ফ্লাইটের নির্ধারিত সময় যদি এসে গতে এবং আপনি পরিত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে তাল তাবে আট সাঁট করে রক্ষণাত্মকের হাতে কাপড় বা প্যান্ড বেঁধে নিয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। কারণ নির্ধারিত দিনে ফ্লাইট না হবলে আপনার পরবর্তী সিডিটিল পেতে মারাত্মক ধরনের সমস্যা হতে পারে। আবার ঐ অবস্থায় তাওয়াফ না করে দেশে ফিরে এলেও পরবর্তীকালে আপনার পুনরায় হজের জন্য থাওয়া না-ও হতে পারে। সেকেরে আপনি গুহাহার হবেন।

\* কোন মহিলা ক্ষয় তাওয়াফ শেষ করে সাঁই করার পূর্বে যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সে ঐ অবস্থাতেই সাঁই করে ফেলবে। কারণ সাঁই করতে পরিষ্কারতা অর্জন করা শর্ত নয়, বরং মুক্তাহাব।

\* হ্যুরত ইবনে আকবাস (রা) বলেন, লোকদের (হজ থেকে ফেরার সময়) শেষ বাজের মত (বিদায়ী তাওয়াফ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষতুবতী মহিলাদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সহীহ মুসলিম ৩০৯৩)।

\* প্রিয় মা-বোন, বর্তমানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতীর ফলে এ বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়েছে। কাজেই আপনাদের ক্ষতুবতী হওয়ার আশংকা থাকলে হজে থাওয়ার পূর্বে একজন তাল গাইনী ভাঙ্গারের পরামর্শ প্রদণ করতে পারেন।

\* প্রিয় মা-বোনেরা উপরের আলোচনা হতে সুপ্তি বে, মহিলাদের ক্ষতুবতী অবস্থায় ইহরাম বাঁধা যাবে তবে গোসল করে পরিষ্কৃত হতে হবে। হজের নিয়তে গোসল করে তালবিয়াহ পাঠ করা যাবে। হজের সকল

কার্যক্রম সমাপ্তি করা যাবে, সাঁজ করা যাবে তথ্যাত্মক নামায আদায় করা যাবে না এবং তাওয়াফ করা যাবে না ।

প্রশ্ন : হজের পর আরেশা (রা) এর উমরা পাশন সম্পর্কে জানতে চাই ।

উত্তর : প্রিয় মা-বোন, আপনাদের সুবিধার্থে হজের পর আরেশা (রা) যে উমরা পাশন করলেন সে বিষয়েও একই বর্ণনার উত্তৃত্বাত্মক অখনে আলোচনা করা হলো । জাবের (রা) বলেন, আরেশা (রা) বায়ুবর্তী হলেন । তখন বায়ুত্ত্বাত্মক ছাড়া তিনি হজের আর সব আমল সম্পন্ন করলেন (বুখারী, মুসলাদে আহমদ) ।\* জাবের (রা) বলেন, যখন তিনি পবিত্র হলেন, তখন কাৰ্বা ঘৰ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারগের সাঁজ করলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

فَدْ حَلَّتْ مِنْ حَجَّ وَعُسْرَةَ كَجْمِيعًا  
(কুদাদ হালালতি মিন হাজিকি ওয়া উমরাতিকি জারিয়ান) । অর্থ : তুমি তোমার হজ ও উমরা উভয়টি থেকে হালাল হয়ে পিয়েছ (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই) ।

আরেশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা সবাই হজ ও উমরা করে থাবেন আর আমি কি তখ্য হজ করে থাব? (বুখারী, মুসলাদে আহমদ) তিনি বললেন, **إِنْ لَكَ مُثْلَ مَا لَهُمْ**! (ইন্না লাকি যিসলা মা লাহম) অর্থ : তোমারও তাদের মতই হজ ও উমরা হয়ে পিয়েছে (মুসলাদে আহমদ) । আরেশা (রা) বলেন, আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি, কেননা, আমি তো তখ্য হজের পরে বায়ুত্ত্বাত্মক তাওয়াফ করেছি (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, মুসলাদে আহমদ) । জাবের (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ(সা) নরম হতাবের ছিলেন । যখন আরেশা (রা) কিন্তু কামনা করতেন, তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন (মুসলিম) । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

قَاتَفُبْ بِهَا دَأْبُ الرُّحْنِ فَأَعْبَرُهَا مِنَ التَّعْبِيرِ  
(ফায়হাব বিহা ইয়া আদার রাহমান ফা আ-মির হা-মিনাত তানসুব) । অর্থ : হে আব্দুর রহমান, তুমি তাকে নিয়ে থাও এবং তাকে তানসুব থেকে উমরা করাও । অতঃপর আরেশা (রা) হজের পরে উমরা করলেন (বুখারী, মুসলাদে আহমদ) তারপর ফিরে এলেন (মুসলাদে আহমদ) ।

সোতি:

\* জাবের (রা) উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত একজন সাহারী । হজ সম্পর্কিত সরচেতো বড় হাদিসটির বর্ণনাকীর্তি

✓ রুলহলাইস- বসজিদে নবী হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি হান ।

১. হবরত আব্দুর রহমান (রা) ছিলেন হবরত আরেশা (রা)-এর সহেদর ছান্ন ।

প্রশ্ন : ছেটি বাচ্চা নিয়ে হজ করা যাবে কি-না?

উত্তর : জাবের (রা) এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজের নিজের বাহনে আরোহণ করে লোকজনের জিঞ্জাসার জবাব দিচ্ছিলেন । সে সময় এক মহিলা তার একটি বাচ্চা তাঁর সামনে উঠু করে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি হজ হবে? নবী করিম (সা) জবাবে বললেন,

نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ  
(না'আম ওয়ালাকা আধুরুন) ।

অর্থ : "হ্যা, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব" (তিরিমিয়ী, ইবনে মাজা) ।

প্রশ্ন : মহিলারা কি অন্যের পক্ষে হজ বা বদলি হজ করতে পারেন ? যদি পারেন সেক্ষেত্রে বদলি হজের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিন ।

উত্তর : হ্যা, কোন সাধারণক মহিলা অন্যের পক্ষে বদলি হজ করতে পারবেন । এ ব্যাপারে হাদিসে সুল্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ।

হবরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । জুহুইনা গোত্রের একজন মহিলা এসে নবী করিম (সা)-কে বললো, আমার মাতা হজ করার মানত করেছিলেন; কিন্তু হজ না করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন । আমি কি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করতে পারি? নবী করিম (সা) বললেন, হ্যা, তার পক্ষ হতে হজ কর । তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, তোমার মাতা ঘণ্টাত্ত্ব হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও; কেননা, আল্লাহর হকই সর্বাধিক আদায়যোগ্য । (বুখারী) ।

হবরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । বিদায় হজের বছর খাসআম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ আদার করা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্ধার ওপর ফরয । আমার পিতার ওপর এমন সময় হজ ফরয হয়েছে, যখন তিনি বার্ধক্যে উগ্নীত হয়েছেন এবং বাহনে বসে থাকতে সামর্থ্য নন । আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ করি তবে কি তার হজ আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যা । (বুখারী, সহীহ মুসলিম, ৩১২৫)

বদলি হজের নিয়ম : হজ যার উপর ফরয হয়েছে, অথচ সে নিজে হজ আদার করতে অক্ষম । তার জন্য অন্যের মাধ্যমে হজ আদায় করানো জারী । কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি যদি হজ আদায় করতে সক্ষম হন এবং হে ওজের অসুবিধার কারণে এভদ্বিন হজ আদায়ে বিরত ছিলেন তা দূরীভূত হয়, তবে তাঁর জন্য হজ আদায় করা শুরীজিব । আর যদি তিনি ওজের-অসুবিধা অবসান হবার অপেক্ষায় থেকে অবশেষে মৃত্যুর সময় ওলিয়ত করে যান তবে তাঁর পরিত্যজ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা ওলিয়তকৃত হজ আদায় করানো উত্তরাধিকারীদের

উপর উল্লিখিত। যদি ওসমাত করে না যান এবং উত্তরাধিকারীরা বেছায় তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করায়, তবে হজের ফরয আদায় হয়ে যাবে ইনশাঅল্লাহ।

বদলি হজের প্রেরিত ব্যক্তির জন্য ইহরামের সময় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজের নিয়ত আবশ্যক, যুখে তাঁর নাম উচ্চারণ করা সর্বোত্তম, মনে মনেও যদি প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজের নিয়ত না করে তাহলে প্রেরণকারীর হজ আদায় হবে না।

**প্রশ্ন :** নারীদের জন্য উভয় জিহাদ হলো মাকবুল হজ - এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

**উত্তর :** এ সম্পর্কে হানীসতি হ্যব্রাত উপর মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নারীরা কি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হব না! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উভয় জিহাদ হলো মাকবুল (মাবরুর) হজ। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুখে একথা শোনার পর হতে আমি আর কথনও হজ করা বাদ দেইনি। (যুখুরী, মুসলিম, মেশকাত)

**প্রশ্ন :** রমল করা বলতে কি বুঝাব? রমল করার কথা ভুলে গেলে কি করতে হবে? মহিলাদের রমল করার প্রয়োজন আছে কি?

**উত্তর :** রমল হলো তাওয়াফের মধ্যে কাঁধ বাঁকিয়ে স্ফুর্ত কিছু ছেট পদক্ষেপে বীর দর্পে হেঁটে চলা। তাওয়াফ এর প্রথম তিন চক্রে রমল করা পূর্বদের জন্য সুব্রত। পরের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে ইঁটিতে হবে।

তাওয়াফ করার প্রথম তিন চক্রে রমল করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি প্রথম তিন চক্রে রমল করতে ভুলে যায়। তাহলে তাকে পরবর্তী ৪ চক্রে বাদ পড়া রমল করতে হবে না এবং এ ভুলের জন্য কোন দমও দিতে হবে না।

কারো যদি ১ম চক্রের পর রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে পরের ২ চক্রের রমল করবেন।

আর যদি ২য় চক্রের পরে রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে পৃথু ওয় ৩য় চক্রে রমল করবেন।

- মোটকথা রমলের কোন কায়া নাই।

- নফল তাওয়াফে রমল করতে হবে না।

- প্রিয় মা-বোনেরা, মহিলাদের রমল করতে হয় না।

**প্রশ্ন :** হজের ৫-৬ দিন, মীনা, আরাফাত এবং মুয়দালিকাত্র অবস্থানকালে ৪ রাকায়াতের ফরয নামায আদায়ের ব্যাপারে নিয়ম কি?

**প্রশ্ন :** কসর কি? কসর নামাযের বিধান কি?

**উত্তর :** বিভিন্ন মায়হাব, নালা ধরনের প্রশিক্ষণ/ভালিম এবং অজ্ঞতার কারণে মুকাশীকে অবস্থানকালে এবং হজের ৫-৬ দিন মীনা, আরাফাত ও মুয়দালিকায় অবস্থানকালে হাজীরা ৪ রাকায়াতের ফরয নামায আদায়ের ব্যাপারে এবং যোহর ও আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে বীতিমত বিড়বনায় পড়ে যান। এ কারণে হাজীগণ এক কুমে ও এক তাঁবুতে অবস্থান করেও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে নামায আদায় করেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, তীব্র তর্ক-বিতর্ক এমনকি অবাস্তু ঝাগড়া-বিবাদেও তারা জড়িয়ে পড়েন, যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। পরিত্র হজের সফরে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গুরুতর অপরাধ ও কৰীরা জনাহের কাজ। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেরই সঙ্গে ধারণা থাকা অপরিহার্য। এ বিষয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা পরম দয়া করে পরিত্র কুরআন শরীকের সূরা নিসাৰ ১০১ আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় ‘কসর’ বলা হয়। আয়াতটি হলো:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصُّلُوةِ إِنْ خَفَقْتُمْ أَنْ يَنْتَكِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .

**অর্থ :** যখন তোমরা দেশ-বিদেশ সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন গোনাহ নাই। (সূরা নিসা, আয়াত : ১০১)।

এ বিধান নাযিল ইত্তাফ পর নবী করীম (সা) কসর নামায আদায়ের বিস্তারিত নিয়ম কানুন উন্নতদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

### সফর ও কসরের বিধান

- হস্তরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি হ্যব্রাত ওমর ইবনুল খাত্বাব (রা)-কে বললাম, (ব্যাপার কি?) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “যদি তোমরা এ আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে কোন বিপদে ফেলবে, তাহলে

তোমরা 'কসর' করতে পার।" আর এখন তো যানুব (অর্থাৎ মুসলমানগণ) সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা 'কসর' করব কেন?)। ওমর (রা) বলেন, আপনি কেবল আশ্চর্যবোধ করেছেন আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা জিজেস করলাম। উভরে তিনি বলেন, এটি একটি দান, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি দান করেছেন। অতএব তোমরা তার দান প্রত্যক্ষ করবে। (মুসলিম, মেশকাত)

২. হানাফী বিধানযতে কোন বয়কি ৪৮ মাইলের বা ৭৭ কি.মি. এর অধিক দূরত্বের হালে সফর করলে এবং ১৪ দিন বা তার চেয়ে কম সময় সে হালে অবস্থান করলে তাকে মুসাফির বলে গণ্য করা হয়। আর মুসাফির হিসেবে তাকে ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায এর কসর পড়তে হবে। অন্যদিকে একই দূরত্বের হালে একাধারে ১৫ দিন বা তার অধিক সময় অবস্থান করলে তাকে মুকীম (হায়ী) বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

৩. অন্য কথায় সফর করে গত্বাস্তুলে পৌছার পর যদি সেখানে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে ১৫ দিন অথবা তদুর্বল সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা 'সাময়িক বাসস্থান' হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় স্থায়ী বাসস্থানের মতই হবে। সেখানে কসর পড়তে হবে না পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

৪. কসর শুধু তিন ঘৱানের ফরয নামাযে হবে; যোহর, আসর ও ধশা। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও নফল নামাযে কসর নেই।

৫. নিজ বাসস্থান থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কা শরীফ পৌছে হজ্জের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধাৎ ৭ই খিলহজ্জ তারিখ পর্যন্ত যদি কারো সেখানে অবস্থান একাধারে ১৪ দিন বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে সে ব্যক্তিকে ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযকে কসর করে দুরাকয়াত আদায় করতে হবে। অতঃপর ৮ই খিলহজ্জ তারিখে মক্কা থেকে মীনার তাঁবুতে পৌছে মীনা, আরাফাত, মুয়দালিফায় অবস্থানকালে (অর্থাৎ হজ্জের ৫-৬ দিন) কসরের নিয়মেই তাকে নামায আদায় করতে হবে। নিজ বাসস্থান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই এ নিয়মে নামায আদায় করতে হবে। এখনে উল্লেখ্য, আমায়াতে নামায আদায় করলে ইমামকে অনুসরণ করতে হবে।

৬. অন্যদিকে মক্কা থেকে মীনা যাত্রা করার পূর্ব পর্যন্ত যদি মক্কায় অবস্থান ১৫ দিন বা তার অধিক সময় হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ নামায আদায় করতে

হবে। এ অবস্থায় মুসাফির ইমামের পেছনে নামায আদায় না করাই উত্তম। এ ক্ষেত্রে মীনা, আরাফাত ও মুয়দালিফায়ও (অর্থাৎ হজ্জের ৫-৬ দিন) পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

৭. বে ব্যক্তি যে মাযহাবই অনুসরণ করেন না কেন, নিজ নিজ মাযহাবের সঠিক নিয়ম পঞ্জি জেনে নামায আদায় করবেন। অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না।

**প্রশ্ন :** হজ্জের কুরবানী এবং ঈদুল আযহার কুরবানী কি একই বিষয়? না হলে দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কি?

**উত্তর :** না, দু'টো একই বিষয় নয়। হজ্জের কুরবানীকে অন্য কথায় দমে শুকর বলা হয়। সাধারণত তামাত ও কুরান হজ্জ পালনকারীদের কুরবানী তথা দমে শুকর করা শুয়াজিব। কিন্তু ইফতার হজ্জ পালনকারীর কুরবানী ঐচ্ছিক।

হজ্জে মুসাফির থাকা অবস্থায় একজন হাজীকে শুধুমাত্র হজ্জের কুরবানী বা দমে শুকর দিতে হয়। তার জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী শুয়াজিব নয়। তবে মিনায় রাওয়ানা হওয়ার আগে যদ্বাতেই ১৪ দিনের বেশী অবস্থান করলে তারা আর মুসাফির নয় তারা মুকিম হবে। তাদের ক্ষেত্রে হজ্জের দমে শুকর/হজ্জের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার ভিন্ন কুরবানী করা শুয়াজিব। হজ্জের কোন শুয়াজিব বাদ পড়লেও কুরবানী/দম দিতে হয়।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করার ফিদিয়া হিসেবে কুরবানী করার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। ইহরাম অবস্থায় কোন প্রাণী শিকার করলে ঔ প্রাণীর সমপরিমাণ একটা প্রাণী কুরবানী/দম দিতে হবে; একজন হাজী ইচ্ছা করলে যত্থুলি নকল কুরবানী করতে পারবেন;

তামাত ও কুরান হজ্জ সম্পাদনকারীকে কুরবানীর দিন অবশ্যই হাদী (হজ্জের শুয়াজিব দম) যবেহ করতে হবে। এ হাদী হতে পারে পূর্ণ একটি ছাগল বা দুঃ অথবা উট, কিংবা গরুর সাত তাগের একভাগ। যদি কোন প্রকার কুরবানীর পশ যবেহ করা সম্ভব না হয়, তবে তাকে ১০ (দশ) দিন রোখা রাখতে হবে। তারমধ্যে ০৩ (তিনি) দিন হজ্জ চলাকালীন সময় এবং ০৭ (সাত) দিন হজ্জ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর রাখতে হবে। (মুসলিম)

**প্রশ্ন :** মসজিদে প্রবেশের জন্য কোন দু'আ? বা নামায আছে কি-না?

**উত্তর :** হ্যাঁ, মসজিদে প্রবেশের জন্য দু'আ বা নামায আছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য নিচের দু'আ পাঠ করতে পারেন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَكْرَمِ إِنَّمَا يُنْهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ  
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

**উকারণ :** বিসমিত্রাহি শাসনালাভ শুয়াসনালাভ আলা রাসুলিজ্জাহি।  
আল্লাহর ফিরালী কুন্ডী শুয়াকভাহী আবওয়াবা রাহমতিকা।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) রাসুলিজ্জাহ (সা)-এর প্রতি দণ্ড ও  
সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত গুলাহ মাফ করে দিন এবং আমার  
জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

মসজিদে প্রবেশ করেই তাহিয়াতুল মসজিদ বা দুর্বুলুল মসজিদ নামে  
দুই রাকায়াত নামায পড়তে হবে। এ সংক্ষেপ হাদীসটি হবরত আবু কাতানাহ  
সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলিজ্জাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে  
প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দু'রাকায়াত নামায পড়ে (বুখারি, মুসলিম)।

এ দুই রাকায়াত নামাযের প্রথম রাকায়াতে কুল ইয়া আইনুহাল কাফিজ্জল  
এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে কুল শুয়াল্লাহ আহাদ সূরা দিয়ে দুই রাকায়াত নামায  
পড়ে দিন। মসজিদে বসার পূর্বেই তা করতে হবে।

**প্রশ্ন :** জানাবার নামায কি? মহিলারা জানাবার নামায পড়তে পারবেন  
কি-সা?

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে কাফল পরাবার পর তার জন্য দু'আ-প্রার্থনা  
করে দে নামায পড়া হয়, স্টোকে জানাবার নামায বলে। মক্কা-মদিনার প্রতি  
ওয়াক্ত নামাযের পরে জানাবার নামায হয়। সেক্ষেত্রে জানাবার নামাযে শরীক  
হতেই হয়। জানাবার নামায হচ্ছে ফরবে কিফায়া। মহিলারা মক্কা মদিনায়  
জানাবার নামায পড়তে পারবেন। জানাবার নামায চার তাকবীরের সাথে আদায়  
করতে হয় এবং দাঁড়িরে নামায পড়তে হয়। এ পৃষ্ঠিকার সালাত (নামায)  
অধ্যায়ে জানাবার নামায বিশেষ অঙ্গোচার করা হয়েছে।

**প্রশ্ন :** মহিলাদের কি পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ঠিক হবে?

**উত্তর :** কোন মুসলিম পুরুষের জন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন,  
কোন মহিলার পাশে অথবা তার পেছনে দাঁড়িয়ে মসজিদ-উল হারাম বা অন্য যে  
কোন মসজিদে নামায আদায় করা উচিত নয়। অবশ্য এ অবস্থা হতে বেঁচে  
থাকার সামর্থ্য না থাকলে অন্য কথা। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষের পেছনে  
নামায আদায় করা অপরিহার্য।

হবরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, রাসুলিজ্জাহ  
(সা) বলেছেন, পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার উভয় এবং শেষের কাতার নিকৃষ্ট।  
মহিলাদের জন্য শেষের কাতার উভয় এবং প্রথম কাতার নিকৃষ্ট (মুসলিম)

**ত্রিয় মা-বোন, মক্কা-মদিনা অবস্থানকালে অবশ্যই মহিলাদের জন্য নির্ধারিত  
হৃনে নামায আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া  
এড়িয়ে চলুন।**

**প্রশ্ন :** হজের পরে ৪০ দিন আমল করতে হয় বা মানজে হয়-এর অর্থ  
কি?

**উত্তর :** হজের পরে আমল বা মানজে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ৪০ দিনের বিষয়ে  
পবিত্র কুরআন বা হাদীসে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুরআনের  
তাফসীর হতে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনে হজ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া  
হয়েছে, একই সাথে হজের পরেও আল্লাহর সামনে সমবেত হওয়া অর্থাৎ  
আয়ত্য আল্লাহকে তর করার নির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ আমলসমূহ ৪০দিন ময়  
বরং তা আয়ত্য চালিয়ে যাওয়ার-ই ইঙ্গিত বহন করে।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা এর ১৯৬ হতে ২০৩ আয়াতে হজ ও উমরা  
সম্পর্কে আহকাম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০৩ নং আয়াতের শেষাংশে বলা  
হয়েছে যে, “আর তোমরা আল্লাহকে তর করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ,  
তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।” হজের নির্দেশনাবলীর সাথে এ  
বর্ণনার অর্থ হচ্ছে যে, হজের দিনে যখন হজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যতীত থাকতে  
হয়, তখনও আল্লাহকে তর কর এবং পরে হজ করেছ বলে অহংকার করো না,  
তখনও আল্লাহকে তর কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের  
শেষ অংশে হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেয়গারী অবস্থান করতে  
বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, হজ একটি বড়  
ও উন্নতপূর্ণ ইবাদত। এত বড় উন্নতপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শরতান  
সাধারণত মানুষের মনে বড়ত্ব ও বৃদ্ধির ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয়  
আমলকে নষ্ট করে দের। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে যে,  
যেতাবে হজের পূর্বে ও হজের মধ্যে আল্লাহকে তর করা এবং পাপ কাজ থেকে  
বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজের পরে আরো বেশী করে আল্লাহকে তর করা  
এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে হবে, যাতে করে ইবাদত  
বিনষ্ট হয় না যায়।

শ্রিয় মা-বোনেরা, আসুন আমরা হজ্জের পূর্বে ও পরে সব সময়েই আল্লাহকে তরু করে ইমামের সাথে থেকে ইবাদত করতে থাকি। হজ্জ সম্পর্কে হানীস রয়েছে যে, মানুষ অখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্বৰূপ পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাজেই এ নিষ্পাপ অবস্থাকে ধরে রাখার জন্য আমরা পূর্বেও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের আমল কাজ চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : হজ্জে হেতু হলে প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে বা কেনা কাটা করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : হজ্জের প্রায় এক মাস আগে থেকে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলু কেনা-কাটা শুরু করা ভাল, না হলে শেষ মুহূর্তে তাড়াচড়ো হতে পারে। হলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলু বাদ পড়তে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর একটি ফর্ম নিচে দেয়া হলো :

- \* ছোট স্যুটকেস ১টি (ট্রেলিসহ হলে ভাল হয়)
- \* ছোট ব্যাগ ১টি, স্যান্ডেলের ব্যাগ ১টি
- \* ছোট কাপড়ের ব্যাগ ১টি (মিনা, আরাফার জন্য)
- \* কঢ়কর (শয়তানকে মারার ছেট পাথর) রাখার ব্যাগ ১টি
- \* মহিলাদের সুবিধাজনক ছেট হ্যাণ্ড ব্যাগ ১টি (প্রয়োজনে)
- \* টাকা, পাসপোর্ট ইত্যাদি রাখার জন্য গলার ঝুলানো ব্যাগ ১টি
- \* ছেট ভালা ২/৩টি
- \* পাতলা জায়নামায় ১টি। তবে মস্কা-মদিনা গিয়েও সেটি কিনতে পারেন।
- \* বেড শীট ১টি, তোরালে বা গামছা ১টি
- \* পারজামা (ইলাটিক ওয়ালা) ৪টি, পাঞ্জাবী ৪টি
- \* ফুতুয়া ২টি, মুংগী ৪টি (যারা ব্যবহার করেন)
- \* স্লিপের স্যান্ডেল ২/১ শোভা
- \* মহিলাদের জন্য ফুলহাতা ম্যাক্টী ৩/৪টি (সামনে জিপারসহ বড় পকেট থাকবে যাতে বাইরে ট্যালেট যাবার সময় চশমা, ঘড়ি ইত্যাদি রাখা যাব) বা বোরখ
- \* ঘরে পোরার জন্য সাধারণ ম্যাক্টী/কারিজ ২টি (যে যা পরে স্বাচ্ছ্য বৈধ করেন)

\* পেটিকোট ৪টি (কর্যেকটি অতিরিক্ত ফিতাসহ)/সালোয়ার ৪টি (ইলাটিক ওয়ালা)

\* গুড়না ২টি

\* বড় ঝুলওয়ালা হিজাব ২টি (যা আমরা সাধারণত নামায়ের সময় পড়ে থাকি, এটি সাদা-কালো ঝুপার হলে ভাল হয়, এতে দূর থেকে চোখে পড়ে বলে সঙ্গী থেকে হারানোর ভয় থাকে না )

\* সাবান+সাবানদানী, ব্রাশ-পেট, মিসওয়াক (ইহরাম অবস্থায় সাবান, পেট ব্যবহার করা যাবে না)

\* চিরন্তনী, রাখার ব্যাক, নারিকেল তৈল (ইহরাম অবস্থায় চিরন্তনী ব্যবহার না করাই ভাল)

\* লাইলনের মোটা সূতা/দড়ি (কাপড় ভকানোর জন্য / স্যুটকেস বাঁধার জন্য), কাপড়ের ছিপ ৪/৫টি

\* নেইল কাটার, টুথপিস, সুই-সূতা, সেফটিপিন, পাঞ্জাবীর বোতাম, ছেট কাটি, ছেট চাকু ইত্যাদি সহ ছেট বক্তা।

\* ম্যালামাইনের প্রেট ১টি, মগ ১টি, তুরকারীর বাটি ১টি, চামুচ ছেট ১টি, বড় ১টি

\* ভ্যাসলীন (কোটি বা পা কাটলে এটা খুব কাজে লাগে)।

\* প্রয়োজনীয় ওবধু / স্যালাইনের প্যাকেট

\* পা ঘৰার জন্য ছেট ফুট ফাইল

\* ট্রলেট টিস্যু প্রয়োজন নাহি

\* Cold Cream/baby lotion (যে যা ব্যবহার করেন) (সুস্থানবিহীন)

\* কাপড় ধোয়ার জন্য (প্রয়োজনে) কড়া সাবান ৫০০ গ্রাম/এক কেজি

\* সামান্য লবণ (প্রয়োজনে)

\* অতিরিক্ত ১ সেট চশমা(যারা চশমা ব্যবহার করেন)

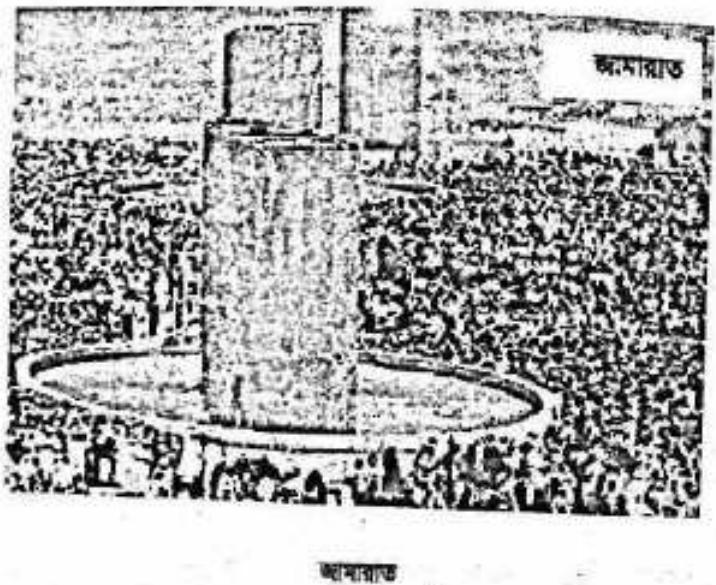
\* মোবাইল ফোন সেট সিমসহ

\* ছেট নোটবুক ও বলপেন। প্রয়োজনীয় ফোন নথুরজলো আসেই নোটবুকে লিখে নেবেন, না হলে সিম বদল করার পর অসুবিধায় পড়তে হব।

\* সামান্য পরিষেবা আদা পাতলা চাকা চাকা করে কেটে বেশী করে ধীরে বৈধ লবণ দিয়ে মেঝে রোদে তকিয়ে কোটাই ভরে নিয়ে যাবেন। হজ্জ গিয়ে বগশি

হয়নি এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। নিজের কাজে সাগবে, অন্যেরও উপকার করতে পারবেন। এটা অবশ্যই নেবেন।

\* এছাড়া প্রতিটি শানুষের নিজের ব্যবহারে অভ্যন্ত কোন জিনিস থাকলে সেটি যার ঘর মত নিতে পারেন।



## সালাত

(নামায)

### ১. মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে নামাযের ফর্মালত

\* মসজিদ-উল হারামে এক রাকায়াত নামায আদায় করলে অন্য মসজিদে এক লক্ষ রাকায়াত নামায আদায়ের সংয়াব পাওয়া যায়। (আহমাদ, ইবনে খাজাহ)

\* হ্যরত আবু হৱায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, আমার এ মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) এক রাকায়াত নামায পড়া, মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকায়াত নামায পড়া থেকেও উপর্যুক্ত (বুখারী, মুসলিম)।

\* হ্যরত আবাস (রা) থেকে আরেকটি হাদিস সুন্নানে ইবনে খাজাহ উল্লিখিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ ঘরে নামায পড়লে একগুণ, মহল্লায় নামায পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, মসজিদে আকসা ও মদিনায় আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে ১ লক্ষ গুণ সংয়াব পাওয়া যাবে।

### ২. জামায়াতে নামায

জামায়াতে নামায আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশী সংয়াব। এ সংজ্ঞাত হাদিসটি হ্যরত আবু হৱায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা) বলেছেন, জামায়াতে নামায, ঘরের ও বাজারের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশী মর্যাদাশীল। কেননা, তোমাদের যে ব্যক্তি সুস্থুরপে ওয়ু করে শুধুমাত্র নামাযের লক্ষ্যে মসজিদে আসে আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃক্ষি করেন এবং একটি গুণাহ মাফ করেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ তথার থাকে তাকে নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতার্বা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। দু'আটি হলো : "আল্লাহহ্মাগ ফিরহ আল্লাহহ্মার হামহ অর্থ : হে আল্লাহ। তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ। তার প্রতি রহম কর (বুখারী)।

### ৩. দুর্গুল মসজিদ/তাহিয়াতুল মসজিদ নামায

হয়রত আবু কাতাদাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দু'রাকায়ত নামায পড়ে (বুখারী, মুসলিম)।

এ দুই রাকায়ত নামাযের প্রথম রাকায়তে সুজ ইয়া আইয়ুবাল কাফিল এবং বিতীয় রাকায়তে কুলহ তফালাহ আহাদ সূরা দিয়ে দুই রাকায়ত নামায পড়ে নিম। মসজিদে বসার পূর্বেই তা করতে হবে। তবে নির্দিষ্ট সূরা পড়া জরুরী নয়।

### ৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও আমল

মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতে নামায আদায় দেহেন্দু অন্য যে কোন মসজিদ থেকে অনেক বেশী ফরাতপূর্ণ, কাজেই মক্কা মদিনায় অবস্থানকালে প্রতি ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করার চেষ্টা করুন। ধৈর্য মা-বোনেরা, যত্কা ও মদিনায় মসজিদ উল হারাম ও মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। সে স্থানে নামায আদায় করায় সচেষ্ট ধারুন। অপ্রয়োজনে পুরুষদের হাতে গিয়ে ধাকা-ধাকি করা থেকে বিরত ধারুন।

\* প্রতি ওয়াক্ত নামায এর পর অবশ্যই কিছু আমল করুবেন। যেমন : ৫ ওয়াক্ত নামাযের ফরয় বাদ ১০০ বার লিঙ্গের দু'আওলি আমলে যথেষ্ট ফরাতপূর্ণ রয়েছে।

(১) ফজর বাদ : হয়াল হাইয়ুল কাইউম অর্থ : তিনি জীবিত ও চিরজীব।

(২) যোহর বাদ : হয়াল আলিয়ুল আজীম অর্থ : তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব ও অতি মহান।

(৩) আহর বাদ : হয়ার রাহমানুর রাহীম অর্থ : তিনি দয়ালু ও মেহেরবান।

(৪) মাগরিব বাদ : হয়াল গাফুরুর রাহীম অর্থ : তিনিই পাপ মার্জনাকারী ও করুণাময়।

(৫) এশা বাদ : হয়াল সাতীফুল খাবীর অর্থ : তিনি বিচক্ষণ ও সতর্কদীর্ঘ।

\* পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর প্রতি ওয়াক্তে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহ আকবার ৩৩ বার এবং লা-ইলাহা ইয়াল্লাহ

ওয়াহদাহ লা-শরীকা লাহ লাহল মুলকু- ওয়া লাহল হামদু ওয়া হুরা আলা রুলি শাইখিন কাদির-১ বার। ফজর ও মাগরিবের পর ১০ বার।

\* অন্যদিকে নবী করিম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর একবার করে আয়াতুল কুরসী পড়বে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাম্বাতবাসী হবে। (মিলকাত)

\* মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর জায়নামায়ে বসে কথা বলার পূর্বেই ০৭ বার "আল্লাহ-হয়া আজিজুন্নী মিনানু না-র পড়বে সে ব্যক্তি ঐ দিন যারা পেলে জাহানাম থেকে মৃত্যু পাকবে। আর সংক্ষিপ্ত আকারে নামাযাতে জাহান জাতের দু'আ দেবেন

"আল্লাহহয়া আ'তিনিল জাহান" (তিনবার)।

\* সহীহ মুসলিমে হয়রত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলে করিম (সা) ঘরখন নামাযের সালাম ফিরাবেন তখন আল্লাহ আকবার ১ বার ও আওগফিরক্ষাহ ৩ বার পড়তেন, এরপর বলতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا إِلَهَ الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

"আল্লাহহয়া আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাৰারাকতা ওয়া তা'আলাইতা ইয়া যালুজালালি ওয়াল ইকরাম।"

\* হয়রত আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নামাযে সালাম ফিরাবের পরে সে যেন ৪টি বিহু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই :

اللَّهُمَّ ائْسُ اغْرِيْدِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا  
وَالْمَمْتَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسْبِعِ الدَّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহহয়া ইন্নী আউয়ুবিকা মিন আযাবি জাহানামা ওয়া মিন আযাবিল ক্লাৰি ওয়া মিন ফিত্নাতিল মাহুইয়া হয়াল মাযাতি ওয়া মিন শাৱুরি ফিত্নাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহানামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের মত ফেতনা থেকে (সহীহ বুখারী ১৮৬, মুসলিম, মাসাই)।

\* নবী করিম (সা) প্রত্যেক ফরয় নামাযের পর পড়তেন 'লা ইলাহা ইয়াল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ লাহল মুলকু ওয়াল্লাহল হামদু ইউহুয়ী ওয়া

ইটমিতু ওয়াহ্যা আলা কৃতি শাইখিন কাদীর। আল্লাহ-হ্মা ল্যামানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা-মানা'তা ওয়ালা ইয়ান ফাউ যালজাদি মিনকাল জানু'। (সহীহ বুখারী, ৭৯৬)

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া আর কেন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। বাজতু একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। তিনি সকল ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তার প্রতিবেদকারী কেউ নেই। যা আপনি রোখ করেন, তা প্রদানকারী কেউ নেই। আর আপনার ইচ্ছার বিকালে চেষ্টাকারীর চেষ্টাও কোম কাজে আসে না।

এছাড়া প্রতি ওয়াজ নামায শেষে ষতবার সঁজব হয়, দু'আ মাঝুরা পড়া যায়। যেমন—আল্লাহহ্য ইনি আলামতু নাফসি জুলমান কাহিনোও—ওয়ালা ইয়াগ ফিরজ জুনুবা ইয়া আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওআর হ্যমনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক অভ্যাচার করেছি। আর গুনাহসমূহ আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিচ্য আপনি ক্ষমাশীল পরম দ্যরাত্ম।

পাঁচ ওয়াজ নামায ছাড়াও ফর্মাতের মুকা ও মদিনায থাকাকালে আরও কিছু নামায আদায় করার জন্য সচেষ্ট থাকুন। খিয় মা-বোন, আপনাদের সুবিধার্থে সেবকম কিছু নামায সম্পর্কে এখানে তুলে ধরা হলো—

#### কায়া নামায

কোন কারণবশত নামায পড়তে না পারলে অন্য সবচেয়ে ঐ নামায পড়া হলে, একে কায়া নামায বলে। ফরয ও ওয়াজিব নামাযের কায়া পড়তে হয়। সুন্নত, নমুন, জুমআ ও জিদের নামাযের কায়া নেই। তবে জুমআর নামায পড়তে না পারলে যোহরের নামায পড়তে হয়।

কায়া নামাযের নিয়ত কায়া নামায ও ওয়াজিয়া নামাযের নিয়ত প্রায় একই রকম। কেবল 'উসাত্তিয়া' শব্দের স্থানে 'আকয়িয়া' এবং বেই নামায পড়তে হবে তার নাম উচ্চারণ করার পর 'ফাইতাতি' শব্দটি অতিরিক্ত বলতে হয়।  
উদাহরণবর্ণনা :

**ফরযের দু'রাকায়াত কায়া নামাযের নিয়ত :** আমি কা'বার নিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিগত ফজরের দু'রাকায়াত ফরয নামাযের কায়া আদায় করার নিয়ত করলাম-আল্লাহ আকবার।

কায়া নামাযসমূহ ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে। ইহরত জাবের (রা) হেতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলক মুজ্ফের সময় (একদা সক্ষ্যাত) ওমর (রা) কুরাইশ কাফিরদেরকে গালমুক করতে লাগলেন। তিনি বললেন, তাদের জন্য সূর্যস্তের আগে আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি। জাবের (রা) বলেন, পরে আমরা বুতহ্যন নামক স্থানে গেলাম এবং রাস্তুল্লাহ (সা) তথায় সূর্য অত যাওয়ার পর আসরের নামায পড়লেন এবং তারপর মাগরিবের নামায পড়লেন। (সহীহ বুখারী ৫৬৩)

#### কসর নামায

মুসাফির ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রয় দয়া করে পরিষ্কৃত কুরআন শরীফের সূরা নিম্নর ১০১ আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাযের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ ৪ রাকায়াত ফরয নামায সংক্ষেপ করে দুই রাকায়াত করে আদায় করা ফরয করে নিয়েছেন। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। যোহর, আসর ও এশা এই তিনি শুয়াতের ব্যবহার নামাযে তথু কসর হবে কিন্তু মাগরিব, ফজর বিতর, সুন্নত ও নমুন নামাযে কসর নেই।

**কসর নামাযের নিয়ত :** কসর নামাযের 'উসাত্তিয়া', শব্দের স্থানে 'আকয়িয়া', এবং 'আরবাতা', শব্দের স্থানে 'রাকআতাই' বলতে হবে।

#### যোহরের কসর নামাযের নিয়ত

*نَوْمٌ أَنْ أَفْصِرَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةً الظَّهِيرَةِ فَرِضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَوجَّهًا  
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .*

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আল আকয়িরা লিমাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিয মুহরি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজিয়ান ইসা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহ আকবার।

**অর্থ :** আমি কা'বায়ুর্বী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যোহরের ফরয দুই রাকায়াত কসর নামায আদায় করার নিয়ত করলাম-আল্লাহ আকবার।

#### বিতরের নামায

এশার নামাযের পর বিতরের নামায পড়তে হয়। এটি ওয়াজিব।

বিতরের নামাযের নিয়ত

تَوَسِّتُ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ صَلَاةُ الْوَيْرِ وَاجِبُ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাভয়াইতু আন উসাটিয়া শিয়াহি তা'আলা ছালাহ রাক'আতি সালাতিল বিতরি ওয়াজিজুল্লাহি তা'আলা মুভাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিল শারীফাতি আল্লাহ' আকবার।

**অর্থ :** আল্লাহ' তা'আলার উদ্দেশ্যে আমি কা'বার দিকে মুখ করে বিতরের তিন রাকায়াত ওয়াজিব নামায পড়ার নিয়ত করলাম-আল্লাহ' আকবার।

বিতরের নামাযের প্রথম দু'রাকায়াত সুন্নত নামাযের নিয়মে পড়তে হবে। অতপৰ বৈঠকে বসে আল্লাহয়াতু পড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর তৃতীয় রাকায়াতে "বিসমিল্লাহসহ" সূরা ফাতেহ গড়ে সূরা ইব্লাস বা কোনো একটি সূরা পড়ে তাকবীর (আল্লাহ' আকবার) বলতে বলতে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পুনঃ হাত বেঁধে "দু'আ কুনূত" পড়তে হবে এবং ঘৰানিয়মে বাকী নামায শেষ করতে হবে।

দু'আ কুনূত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَتَسْعَى عَلَيْكَ  
الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا تَكْفُرْكَ وَنَخْلُمْ وَنَتَرْكُ مَنْ يَنْجُونَكَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ  
نُصْلِي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعُلِي وَنَحْمِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْسِي عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ  
بِالْكَثَارِ مُلْعِنُ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহয়া ইন্না নাসতাইনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিক ওয়া নাতাওয়াকাতু আলাইকা ওয়া নুসন্নী আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশুব্দুকা ওয়া নাকফুল্লকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতকুনু মাইয়াকভুলুলগা। আল্লাহয়া ইয়্যাকা না'হু ওয়া লাকা নুসান্নি ওয়া নাসজুনু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহফুনু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া সাখশা আয়াবাকা ইয়া আয়াবাকা বিল কুফফারি মূলহিক।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনারই সাহায্য চাই এবং আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্বনা করি। আপনাকেই বিশ্বাস করি এবং আপনার উপর ভরসা করি, এবং আপনার উত্তম প্রশংসা করি। আপনার শোকন করি, আমরা অকৃতজ্ঞ

নই। যারা আপনার অবাধ্য আমরা তাদের সংশ্রব ত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি। অধু আপনারই জন্য নামায পড়ি এবং আপনাকেই সিজামা করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই। আমরা সব সময় আপনার রহমতের আশা এবং আপনার আয়াবের জন্য অস্তরে পোষণ করি। নিশ্চয় আপনার আয়াব কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট।

৫. হালকী মফল : বিতরের নামাযের পর দুই রাকায়াত মফল নামায পড়া মুস্তাহাব। এ নামাযকে হালকী মফল বলা হয়। এটি যে কোন সূরা দিয়ে নামাযের নিয়মে পড়া যায়।

৬. ইশ্রাকের নামায : এ নামায সুরোদয়ের বিশ মিনিট পরে পড়তে হয়। এ নামাযের সময় সুরোদয় হতে দুই ফণ্টা পর্যন্ত থাকে। মসজিদ-উল হারামের ঘড়িতে এ নামাযের সময়সূচী প্রদর্শন করা হয়। এ নামায দুই রাকায়াত করে চার রাকায়াত পড়তে হয়। নিজের জনামতে বা সুবিধায়ত যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায পড়া যায়।

ইশ্রাকের নামাযের নিয়ত

تَوَسِّتُ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْوَيْرِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাভয়াইতু আন উসাটিয়া শিয়াহি তা'আলা রাক্যাতাই সালাতিল ইশ্রাকি সুন্নাতু রাসূলিয়াহু তা'আলা মুভাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিল শারীফাতে আল্লাহ' আকবার!

**অর্থ :** আল্লাহয় উদ্দেশ্যে আমি কা'বাসুন্নী হয়ে ইশ্রাকের দু'রাকায়াত সুন্নত নামায পড়ার নিয়ত করছি। আল্লাহ' আকবার।

৭. দোহা বা চাশতের নামায : এই নামায সুরোদয়ের আড়াই ঘণ্টা পরে হতে সূর্য দ্বির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। এ নামাযকে ফারসী ভাষায় চাশতের নামায বলে। নিজের সুবিধায়ত যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায আদায় করা যায়।

এ নামাযের নিয়ত

تَوَسِّتُ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকায়াতাই ছালাতিদোহু সুন্নাতু রাসুলিয়াহি তা'আলা মুত্তাওয়াজিহানু ইলা জিহাতিলু কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহ আকবর।

দোহার নামাযের সালাম ফিরায়ে একবার আয়াতুল কুরআন এবং একবার সূরা বাকায়ার শেষ দুই আয়াত (আমানার রাসুলু হতে—ফানসুরলা আলালু কাওমিল কাফিরীন) পর্যন্ত পড়া যায়। তারপর সূরা আলে ইমরান আয়াত ২৬-২৭ (কুলিয়াত্ত্বা মালিকাল মুলকি হতে উয়াতারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিছব) পর্যন্ত তিনবার পড়া যায়। তারপর তিনবার পড়া যায়—

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَلَالًا طَيِّبًا وَأَسْعِنَا

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্মৃতিনা হ্যালাল ভাইয়িবা ও খয়াছিআন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদেরকে হ্যালাল পবিত্র ঘূচুর রিজিক দান করুণ, তারপর দু'আ করা যাব।

লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ, মুহায়াতুর রাসুলুল্লাহ এই কলেমা পড়ে মুনাজাত শেষ করা ভাল।

উক্তবার দিনে ইশ্রাক ও দোহার নামাযের ফর্মালত অন্যান্য দিন হতে বেশী।

#### আওয়াবীন নামায

এটি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সালাত। এ নামায দুই দুই রাকায়াত করে ৬ (ছয়) রাকায়াত পড়া ভাল। কমপক্ষে ৪ (চার) রাকায়াত ও পড়া যায়।

#### আওয়াবীন নামাযের নিয়ত—

تَوَكَّلْتُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةِ الْأَرْبَيْنِ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকায়াতাই সালাতিতাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসুলিয়াহি তা'আলা মুত্তাওয়াজিহানু ইলা জিহাতিলু কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহ আকবর।

**অর্থ :** আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি কা'বায়ুকী হয়ে আওয়াবীনের দু'রাকায়াত সুন্নত নামায পড়ার নিয়ত করছি—আল্লাহ আকবর!

৮. তাহাজ্জুদ নামায : পবিত্র হাদীস শরীফে মরী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন “অর্থের রাজির দুই রাকায়াত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে হত সম্পদ আছে, তার চেয়ে অধিক মূল্যবান।”

পবিত্র মৰা ও মদিনা শরিয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য আবান দেরা হয়। তবে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য কোন জামায়াত হয় না। তাহাজ্জুদ নামায বড়ই ফর্মালতের নামায। যে ব্যক্তি এই নামায রীতিমত পড়ে, তার মত ভাগ্যবান পোক পুরুষীতে বিরল। পবিত্র হাদীস শরীফ হতে আনা যাব যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি শেষ রাত্রে প্রথম আসমানে আগমন করে বান্দাকে ভার নিকট কিন্তু চান্দার জন্য আহবান জানান। সুতরাং নামায পাঠকারী প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভে সহজ হয় জীবিকা প্রাণ হয় এবং পার্থিব বাঙা-মুছীবত হতে রক্ষা পাব।

#### এ নামায পড়ার নিয়ম

তাহাজ্জুদের নামায বেশীর পক্ষে বার রাকায়াত এবং কমপক্ষে দুই রাকায়াত পর্যন্ত পড়া যাব। তবে ১৮ (আট) রাকায়াত পড়া ভাল। এর সময় রাত বারটার পর হতে আরম্ভ হয়ে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এ নামায দুই রাকায়াত করে পড়তে হয়। প্রথম দুই রাকায়াতে সূরা কাফিলুন ও সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। পরের রাকায়াতগুলোতে বড় বড় সূরা পড়া ভাল। তবে নিচের সুবিধামত যে কোন সূরা বা আয়াত দিয়েও পড়া যায়।

تَوَكَّلْتُ أَنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةِ الْأَرْبَيْنِ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আন উসাত্তিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকায়াতাই সালাতিতাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসুলিয়াহি তা'আলা মুত্তাওয়াজিহানু ইলা জিহাতিলু কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহ আকবর।

নবী করিম (সা) বলেছেন—করুণ নামাযের পর নকল নামাযের মধ্যে সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)। নবী করিম (সা) বাতে ঘুম থেকে ঝেগে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।

এ নামায শেষ করে যিকর, ইশ্রিগহার, কালিমায়ে শাহাদাত এবং দক্ষল শরীফ পড়ে ইচ্ছান্ত্যায়ী মুনাজাত করা ভাল।

৯. জানায়ার নামায : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে কাফল পরাবার পর তার জন্য দু'আ-প্রার্থনা করে যে নামায পড়া হয়, সেটাকে জানায়ার নামায বলে। সেক্ষেত্রে জানায়ার মকা-মদিনায় প্রতি ওয়াক নামাযের পরে জানায়ার নামায হয়। সেক্ষেত্রে জানায়ার

নামাযে শরীক হতেই হয়। জানায়ার নামায হচ্ছে ফরযে কিফায়া। মহিলারাও  
মৃক্ষ মদিনায় জানায়ার নামায পড়তে পারেন।

জানায়ার নামাযের নিয়ম : জানায়ার নামায চার তাকবীরের সাথে আদায়  
করতে হয় এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হয়।

জানায়ার নামাযের নিয়ত

نَوَّبْتُ أَنْ أُؤْدِي لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَوةُ الْجَنَّازَةِ قُرْضٌ الْكَعَابَةِ  
الثَّنَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهُدَى النَّبِيِّ إِقْنَادِيْتُ بِهِدَايَةِ الْأَمَامِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعَبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আল উগ্যান্দিয়া আরবা'আ তাকবীরাতি সালাতিল  
জানায়াতি ফারদিল কিফায়াতি আজছানাট লিপ্তাই তা'আলা ওয়াল্লাহু আলাম্বাবিয়ি ওয়াকোয়াট লি-হায়াল মাইয়িতি ইকভাদাইতু বি-হায়াল ইমামি  
মুতাওজিজ্বান ইগা হিজাতিল কা'বাতিল শারীফাতি আল্লাহু আকবৰ।

**অর্থ :** আমি আল্লাহর ওয়াতে আল্লাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দরদ ও এই  
মৃতের জন্য দু'আবিশ্বিট চার তাকবীরের সাথে জানায়ার নামায ফরযে কিফায়া  
আদায় করার নিয়ত করলাম।

মৃত বাস্তি, প্রীলোক হলে 'পিহায়াল মাইয়োতি' এর পরিবর্তে 'পিহায়িহিল  
মাইয়েতি' বলতে হবে।

নিয়ত বাল্লাহও বলা বেতে পারে

আমি আল্লাহর প্রশংসা, বাসুক্লাহ (সা)-এর প্রতি দরদ এবং এই মৃত  
বাতিল জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে কা'বামুরী হয়ে এই ইমামের পিছনে চার  
তাকবীরের সাথে জানায়ার ফরযে কিফায়া নামায পড়ার নিয়ত করলাম-আল্লাহ  
আকবৰ।

অতঃপর শানা পড়তে হবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَانُكَ وَلَا إِلَهَ  
غَيْرُكَ .

**উচ্চারণ :** সুবহন্নাকা আল্লাহু ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকছমুকা ওয়া  
তা'আলা আদুকা ওয়া জাল্লা ছনাতিকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা  
করছি এবং আপনার নাম অভ্যন্তর বরকতময় এবং আপনার মহত্ব অতি উচ্চ এবং  
আপনার প্রশংসা মর্যাদাপূর্ণ এবং আপনি ছাড়া অন্য কেন মাঝুদ নাই।

শানা পড়ে হিতীয় তাকবীর বলতে হবে।

এরপর নামাযের শেষ বৈঠকে যে দরদ শরীফ পড়া হয় সেই দরদ বলতে  
হবে-

দরদে ইত্রাহীম

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَيْهِ  
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহু ছাতি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন  
কামা সাল্লাইতা আলা ইত্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইত্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম  
শারীদ। ওয়াল্লাহ বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা  
বারাক্তা আলা ইত্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইত্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম শারীদ  
(বুখারী)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! হ্যরত মোহাম্মদ সাল্লাইতু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর  
এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধরগণের উপর  
বহুমত বর্ণ করুণ, দেরুণ বহুমত বর্ণ করেছেন হ্যরত ইত্রাহীম আলাইহিজ্বালামের  
উপর এবং হ্যরত ইত্রাহীম আলাইহিজ্বালামের বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় আপনি  
প্রশংসিত ও সমানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাবিল করুণ মুহাম্মাদ (সা)  
ও মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাবিল করেছেন ইত্রাহীম  
(আ) ও ইত্রাহীম (আ) এর পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও  
সমানিত।

তারপর তৃতীয় তাকবীর বলে মীচের দু'আ পড়তে হবে

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَبْتَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا وَصَفِيرَنَا وَكَبِيرَنَا وَذَكْرَنَا  
وَأَنْشَأَنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْبَبْتَ مِنْ قَاتِبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَ مِنْ فَتْرَقَ عَلَى  
الْإِيمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَنِ .

**উচারণ :** আল্লাহস্মারিলি হাইয়িদ্রা ওয়া মাইছিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া পারিবিনা, ওয়া হাসীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহস্মা মান আহ ইয়াইতাহ মিন্না ফা আহয়ী আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াকফাইতাহ মিন্না ফাতাওয়াকফাহ আলাল ঈয়ান, বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন (তিয়মিয়ী)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপহিত, অনুপহিত, ছেট ও বড়, গুরুত্ব ও নারী সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের যথ্য হতে যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলাম ধর্মের উপর জীবিত রাখুন, আর আমাদের যথ্য হতে যাকে মৃত্যু দান করবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুণ আপনার রহমতের দ্বারা। হে সর্বশেষ রহমবারী!

এরপর চতুর্থ তাকবীর বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে নামায শেষ করতে হবে।

**শুটব্য :** প্রথম তাকবীর বলে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না।

মূর্দী নাবালেগ হলে তৃতীয় তাকবীরের পর উপরের দু'আর পরিবার্তে এই দু'আ পড়তে হবে।

**اللَّهُمَّ اجْعِلْنَا لَنَا فِرْطًا وَاجْعِلْنَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعِلْنَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشْفِعَةً .**

**উচারণ :** আল্লাহস্মাজআলহ্য লানা ফারতৌও ওয়াজআলহ্য লানা আজর্বাও ওয়া মুখর্বাও ওয়াজআলহ্য লানা শাফিয়াতৌও ওয়া মুশাফকফাইতাহ।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তাকে (মেয়েটিকে) অহন্ত করে নিন এবং তাকে আমাদের জন্য প্রতিদানের উচ্চিলা ও সঞ্চিত ধন করে নিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও প্রহণযোগ্য সুপারিশকারী করে নিন।

মূর্দী নাবালেগ হলে এই দু'আ পড়তে হবে।

**اللَّهُمَّ اجْعِلْنَا لَنَا فِرْطًا وَاجْعِلْنَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعِلْنَا لَنَا شَافِعًا وَمُشْفِعًا .**

**উচারণ :** আল্লাহস্মাজ আলহ্য লানা ফারতৌও ওয়াজআলহ্য লানা আজর্বাও ওয়া মুখর্বাও ওয়াজআলহ্য লানা শাফিয়াও ওয়া মুশাফকফাও।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তাকে (ছেলেটিকে) অহন্ত করে নিন এবং তাকে আমাদের জন্য প্রতিদানের উচ্চিলা ও সঞ্চিত ধন করে নিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও প্রহণযোগ্য সুপারিশকারী করে নিন।

#### ১০. সালাতুত-তাসবীহের নামায

রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-কে এই নামায শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যে এ নামায দিনে বা রাতে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে অথবা জীবনে একবার পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গীরা, করীবা, জাহৈরী, বাতেনী গুলাহ সবই মাফ করে দিবেন। এ নামায পড়ার কোম নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোম সময় পড়া যায়। কিন্তু যে সময় নামায পড়া শরীরতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সে সময় পড়া যাবে না। এ নামায চার রাক্কায়ত। এ নামাযের বিশেষ নিয়ম হলো চার রাক্কায়ত নামাযের যথে একটি তাসবীহ অর্থাৎ

سَبَحَ اللَّهُ وَانْحَمَدَ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ .

“সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার” ৩০০ (তিনশত) বার পড়তে হয়। প্রতি রাক্কায়তে ৭৫ বার হিসেবে চার রাক্কায়ত নামাযে মৌট ( $75 \times 8$ ) = ৬০০ বার ঐ একই তাসবীহ পড়তে হবে। এ নামাযের চার রাক্কায়ত একই দিয়তে পড়তে হয়। নিচে এ নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো :

#### • সালাতুত-তাসবীহ নামাযের নির্বাট

تَوَبَّتْ أَنْ أَصْلِيَ اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ دَعْفَاتٍ صَلَةَ التَّسْبِيْحِ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

**উচারণ :** নাওয়াইতু আন উহাত্তিলা লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাক্কায়তি সালাতুত-তাসবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজিহান ইলা জিয়তিলু কা'বাতিশ শারিফকাতি আল্লাহ আকবার!

#### • এ নামায পড়ার নিয়ম

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার পর অর্থাৎ “আল্লাহ আকবার” বলে নিয়ত

বাধার পর সুবহনাকা, আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য একটি সূরা পড়ে দাঁড়নো অবস্থায় নীচের দু'আটি পনর (১৫) বার পড়তে হবে :

سَبَّحَنَ اللَّهُ وَإِنْ حَمْدًا لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : সুবহনাল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার ।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ।

\* ঝন্কুর তাসবীহ শেষ করে ঝন্কুতে ধাকন অবস্থায় ঐ একই দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে ।

\* "ছামিয়াল্লাহ লিমান হামিদাহ" বলে কওয়া করতে হবে অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে । কওয়ার তসবীহ অর্থাৎ "রাকানা লাকান হামদ" পড়ে দাঁড়িয়ে যেকেই ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে ।

\* তৎপর "আল্লাহ আকবর" বলে প্রথম সিজদায় যেতে হবে । প্রথম সিজদার তাসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ দশ (১০) বার পড়তে হবে ।

\* প্রথম সিজদা হতে "আল্লাহ আকবর" বলে উঠে সোজা হয়ে বসে ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে ।

\* তৎপর "আল্লাহ আকবর" বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে । দ্বিতীয় সিজদার তাসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ পুনঃ দশ (১০) বার পড়তে হবে ।

তারপর আল্লাহ আকবার বলে উঠে দাঁড়নোর পূর্বে বলে ঐ দু'আ ১০ বার পড়তে হবে ।

এভাবে এক রাকায়াতে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা পাঠের পর দাঁড়নো অবস্থায় ১৫+ ঝন্কুতে ১০+ কওয়ার ১০+ ১ম সিজদায় ১০+ ১ম সিজদা হতে বসে ১০+ ২য় সিজদায় ১০ বার + ২য় সিজদা হতে বসে ১০ বার = ৭৫ বার ঐ দু'আ পড়তে হবে ।

\* এরপর "আল্লাহ আকবর" বলে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াতে হবে । দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা শেষ করে একই নিয়মে ঐ দু'আ ১৫ (পনের) বার পড়তে হবে । এইভাবে প্রথম রাকায়াতের ন্যায় ঐ দু'আ ঝন্কুতে ১০ (দশ) বার, কওয়ায় ১০ (দশ) বার (অর্থাৎ ঝন্কুর পর দাঁড়িয়ে ১০ (দশ) বার) প্রথম সিজদায় ১০ (দশ) বার, প্রথম সিজদার পর বসে ১০ (দশ) বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০ (দশ) বার এবং দ্বিতীয় সিজদা হতে বসে ১০ (দশ) বার দোট ৭৫ বার পড়তে হবে । তারপর আগাহিয়াতু পড়তে হবে ।

\* আগাহিয়াতু পড়ার পর তৃতীয় রাকায়াত পড়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে । তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াত টিক প্রথম দুই রাকায়াতের ন্যায়ই পড়তে হবে । উক্ত চার রাকায়াত নামায়ের প্রত্যেক রাকায়ে উপরোক্ত দু'আটি ৭৫ (পেচাত্তর) বার করে পড়া হয়েছে । অর্থাৎ চার রাকায়াতে মোট ( $75 \times 4$ ) = ৩০০ (তিনশত) বার উক্ত দু'আ পড়া হবে । (বায়হাকী, ইবনে মারাহ)

অন্য কয়েকটি হাদিসের আলোকে সালাতু-তাসবীহ মাসায়টি নিম্নরূপভাবেও পড়া যায় । দু'টো মিয়াম-ই হাদিসের আলোকে সহীহ ।

#### • এ নামায পড়ার নিয়ম

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার পর অর্থাৎ "আল্লাহ আকবর" বলে নিয়ত বাধার পর সুবহনাকা, আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ১৫ বার দু'আটি পড়তে হবে, অতঃপর সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পড়ে দাঁড়নো অবস্থায় দু'আটি ১০ (দশ) বার পড়তে হবে :

سَبَّحَنَ اللَّهُ وَإِنْ حَمْدًا لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا مَنْ يَأْتِي بِالْحَمْدِ .

"সুবহনাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার" ।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ।

\* তারপর "আল্লাহ আকবর" বলে ঝন্কুতে যেতে হবে । ঝন্কুর তসবীহ শেষ করে ঝন্কুতে ধাকা অবস্থায় আবার ঐ দু'আ "সুবহনাল্লাহে ওয়াল হামদু

লিপ্তাই ওয়া লা-ইলাহা ইলাহ্বাহ শুয়াত্তাহ আকবর' দশ (১০) বার পড়তে হবে।

- তৎপর 'সামিয়াত্তাহ সিমান হামিদাহ' বলে কওয়া করতে হবে অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কওয়ার তসবীহ অর্থাৎ 'রাবীনা লাকাল হাযদ' পড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

- তৎপর 'আল্লাহ আকবর' বলে প্রথম সিজদায় যেতে হবে। প্রথম সিজদায় তসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ দশ (১০) বার পড়তে হবে।

- প্রথম সিজদা হতে 'আল্লাহ আকবর' বলে উঠে সোজা হয়ে বসে ঐ দু'আ আবার দশ (১০) বার পড়তে হবে।

- তৎপর 'আল্লাহ আকবর' বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে। দ্বিতীয় সিজদায় তসবীহ শেষ করে সিজদারত অবস্থায় ঐ দু'আ পুনঃ দশ (১০) বার পড়তে হবে।

- তারপর 'আল্লাহ আকবর' বলে উঠে দাঁড়াতে হবে।

- এভাবে এক রাকায়াতে (সূরা ফাতিহাস অন্য সূরা পাঠের পূর্বে ১৫+ সূরা শেষে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০+রকুতে ১০+কওয়ায় ১০+১ম সিজদায় ১০+ ১ম সিজদা হতে বসে ১০+২য় সিজদায় ১০ বার =৭৫ বার ঐ দু'আ পড়তে হবে।

- এরপর 'আল্লাহ আকবর' বলে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াতে হবে। পরে পূর্বের নিয়মে পড়তে হবে। অর্থাৎ চার রাকায়াতে মোট  $(75 \times 4) = 300$  (তিনিশত) বার উক্ত দু'আ পড়া হবে। (বায়বাকী, ইবনে মাজাহ, তিরমিয়ী)

#### ১৬. তাওবার নামায়

এ নামাযের কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগ্য নেই। যে কোন সময় পড়া যায়। যখন কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করে বসে, তখনই অবু করে সুই রাকায়াত তাওবার নফল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চাওয়া দরকার। তওবা ও ইত্তিগফার মানব জাতির মিরাহ; যা হ্যারত আদম আলাইহিসসালাম হতে পাওয়া গিয়াছে। সুতারং মানুষের কর্তব্য, সবসময় আল্লাহ

তা'আলার নিকট তওবা করা অর্থাৎ শুনাই মাফ চাওয়া। যতশীঘ্ৰ সম্ভব আমাদের তওবা করা কর্তব্য।

- আমরা প্রায় সময়ই জেনে না জেনে অনেক পাপ কাজ করে থাকি। কাজেই তওবার নামায পড়ে সে সকল পাপ কাজের জন্য আল্লাহর দরগায় মাফ চাইতে পারি। যেহেতু ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মুক্তা-মদিনা যাওয়া হয়, কাজেই সেখানে অবস্থানকালে তওবার নামায পড়ার চোটা করুন।

- পরিত্র হানীস শরীরে আছে, নবী করীম সাম্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাম্মান দৈনিক সম্ভূত বার ইত্তিগফার করতেন, আর এক বর্ণনা মতে একশত বার ক্ষমা চাইতেন।

#### তাওবার নামাযের নিয়ম

**نَوْبَتُ أَنْ أَصْلِيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَاةً التُّوْبَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .**

**উচ্চারণ :** নাওয়াইতু আন উসান্নিয়া 'লিপ্তাই তা'আলা রাকায়াতাই সালাতিস্তাওবাতি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

- তাওবার নামাযের নিয়ম : প্রথমে যে কোন সূরা দিয়ে সুই রাকায়াত তাওবার নামায পড়তে হবে। নামায শেষে করেক্ষণের দরদ শরীফ পড়ে অনুনয়-বিলয় করে করজোড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তাওবা করুল হওয়ার জন্য ৩ (তিনি) টি শর্ত বরেছে, (১) শুনাই করার জন্য অনুস্তুত হওয়া; (২) শুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়া এবং (৩) তবিখ্যাতে শুনাই মা করার দৃঢ় সংকলন করা।

- তারপর পরবর্তী ইত্তিগফারগুলি প্রত্যেকটি ০১ (এক) বার করে পড়তে পারেন :

**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .**

**উচ্চারণ :** আল্লাগফিরুল্লাহ রাবী মিন কুলি যামবিও ওয়া আত্তু ইলাইহি।

- অর্থ : আমি আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্ভত শুনাই (বড় শুনাই, ছেট শুনাই, জেনে করা শুনাই, না জেনে করা শুনাই) হতে মাফ চাইছি এবং

(পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে অনুত্তম হৃদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

**إسْتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ وَأَنْتَبِ الْبَدْ.**

উচ্চারণ : আল্লাগফিরস্তাহাস্ত্রায় লা-ইলাহা ইল্লা হয়াল হাইয়ুল কাইয়্যামু ওয়া আত্তুর ইলাইহি।

অর্থ : আমি সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা তিক্ষ্ণা করছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরঙ্গীব, চিরস্থায়ী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে অনুত্তম হৃদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

এই ইতিগফার পড়লে করীরা তনাহের কাফকারা হয়।

**إسْتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ غَفَارُ الذُّنُوبِ سَنَّارُ الْعَيْوَبِ وَأَنْتَبِ الْبَدْ.**

উচ্চারণ : আল্লাগফিরস্তাহাস্ত্রায় লা-ইলাহা ইল্লা হয়াল হাইয়ুল কাইয়্যামু গাফকারুম্য মুন্বি ছাত্তারুল উম্বি ওয়া আত্তুর ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইছি; যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরঙ্গীব, চিরস্থায়ী, শুণাহসম্ভবের অসীম ক্ষমাকারী, দোষ-ক্রিতিসমূহের অতীব গোপনকারী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে অনুত্তম হৃদয়ে) তাঁর-ই (আল্লাহ তা'আলার) নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

**رَبُّ اغْفِرْكِيْ وَتَبْ عَلَىْ إِنْكَ أَنْتَ التَّرَابُ الْغَفُورُ.**

উচ্চারণ : রাবিগফিরলী ওয়াতুর আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত-তাওয়াবুল গাফুর।

অর্থ : হে আমার প্রতু! আমাকে ক্ষমা করুণ এবং আমার তওবা করুল করুণ। নিশ্চয় আপনি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, অন্যত্যন্ত ক্ষমাশীল।

**سَبِّحَاتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْكِيْ إِنْكَ أَنْتَ التَّرَابُ الرَّحِيمُ.**

উচ্চারণ : সুবহনাকা আল্লাহস্ত্রা ওয়া বি-হামদিকা আল্লাহস্ত্রাগফিরলী ইন্নাকা আনতাত-তাওয়াবুর রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনারই প্রশংসনের সাথে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। বন্ধুত্ব আপনি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

**اللَّهُمَّ إِنِّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْرَ فَاغْفِفْ عَنِّيْ بِاَعْفُورْ بِاَعْفُورْ بِاَعْفُورْ.**

উচ্চারণ : আল্লাহস্ত্রা ইন্নাকা আফুন্ড ভুহিকুল আকওয়া ফাঁফু আন্না ইয়া গাফুর, ইয়া গাফুর, ইয়া গাফুর।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। আমাকে আপনি তালবাদেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন, হে অতিশয় ক্ষমাকারী। হে অন্যত্যন্ত ক্ষমাকারী! হে অতিশয় ক্ষমাকারী!

**اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجِيْ عِنْدَيْ مِنْ عَمَلِيْ.**

উচ্চারণ : আল্লাহস্ত্রা মাগফিরাতুকা আওছাউ যিন যুনুবী ওয়া রাহমাতুকা আরজা ইন্দী যিন আমালী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা আমার পাপসমূহ হতে সীমাহীন প্রশংসন, আর আপনার রহমত আমার আমল হতে অধিক আশাপ্রদ।

**اللَّهُمَّ اتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ لَهْنِيْ الْخَطِيبَةِ لَا [رَجَعَ إِلَيْهَا] أَبْدَ.**

উচ্চারণ : আল্লাহস্ত্রা ইন্নী আত্তুর ইলাইকা যিন হায়িহিল খাতীআতি লা-আরজাউ ইলাইহা আবাদান।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এই তনাহ হতে আপনার নিকট তওবা করছি। আমি আর কখনও এর দিকে ফিরে যাব না।

• অতৎপর কলিমাত্রে শাহাদাত এক বার পড়া যায়

**اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.**

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না সাইরিদানা মুহায়াদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ দিছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই, আমি সংশয়হীন খালেছ

অভরে আরও সাথ্য দিছি যে, নিচর সাইয়িদিনা হযরত মুহাম্মদ সান্দাগ্রাহ  
আলাইহি ওয়াসল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

- তারপর তিনবার অথবা এগার বার দরব শরীফ পড়ে মুনাজাত করা  
তাল।
- উল্লিখিত নিয়মে তাওবার নামায যে কোন মোবারক দিনে অথবা রাতে  
পড়া প্রয়োজন।

### ১৭. তকরিয়া আদায়ের নামায

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতের তকরিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করা  
মানুষের একান্ত কর্তব্য। যে কোন নিয়ামত প্রাণ হলে বা বিপদ-আপদ হতে  
উক্তার পেলে, বিদেশ হতে বাড়ি ফিরে আসলে অথবা সহীহ হজ পালন করলে  
আল্লাহর কাছে তকরিয়া আদায় করা দরকার। সমস্ত নিয়ামতের জন্য দুই রাকায়াত  
নমফল নামায যে কোন সূরা দিয়ে পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তকরিয়া আদায়  
করা উচিত। এ নামায যে কোন দিনে বা রাত্রিতে পড়া যায়।

### তকরিয়া নামাযের নিয়ত

تَوَسَّلْتُ إِنْ أَصْلَى لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِيْ صَلَوةِ الشُّكْرِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

উক্তারথ : নাওয়াইতু আন উসালিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়াতাই সালাতিশ  
তকরি মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহ আকবার।

সালাম ফিরিয়ে 'আলহামদুল্লিল্লাহ'সহ নিচের আয়ত দু'টি ১ বার করে পড়ুন:  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّونَ .

উক্তারথ : বিসমিল্লাহির রাহমানির মাহীম। ওয়া ইন তাউদ্দ নিমাতাল্লাহি লা  
তুহসুহ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে আরঝ করছি, যিনি পরম করুণাময় মহান  
দয়ালু এবং তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে গণনা করতে বাক তবে  
তা (গণনা করে) শেষ করতে পারবে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَذَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ .

উক্তারথ : আলহামদুল্লিল্লাহিল্লাহী আন'আমা আলাইনা ওয়া হাদানা ইলা  
নিনিল ইসলাম।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের ওপর  
নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং আমাদিগকে দীন ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান  
করেছেন।

তারপর ১১ বার দরব পড়ে ইচ্ছনুয়ায়ী মুনাজাত করবেন। আল্লাহ তা'আলার  
নিয়ামতের তকরিয়া আদায় করলে তা বর্ধিত হয়।

لِئِنْ شَكْرَتِمْ لَازِيدَنَّكُمْ .

অর্থ : 'যদি তোমরা তকরি (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ কর তবে নিষ্ঠারই তোমাদের  
নিয়ামত বর্ধিত করে দিব।'

আরাফাতের ময়দানে পড়ার মত কিছু দু'আ  
হজের অন্য সময়ও এসব পড়া উচ্চম

- আকবীর-**الله أَكْبَرُ** আল্লাহ আকবার অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
- তাস্বীহ-**سُبْحَانَ اللَّهِ** সুবহানাল্লাহ অর্থ : আল্লাহ মহাপবিত্ত।
- তাহ্মীস-**تَهْمِيْس** আলহামদুল্লাহ অর্থ : সকল প্রশংসনে আল্লাহ তা'আলার।
- তাহলীল-**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** লা-ইলাহ ইলাহাতু অর্থ : আল্লাহর কোন শরীক নাই।
- আত্মাগফিরাল্লাহ-**أَسْغَفْنَاهُ اللَّهُ** অর্থ : আদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
- রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সকল দু'আর মধ্যে প্রাপ্ত দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ। এবং সে সকল যিকিং যা আমি করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার সর্বোচ্চমতি হলো :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُحِبِّيْنَ وَيُحِبَّنَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- উচ্চারণ : “লা-ইলা-হ ইলাহাতু আল্লাহ দাহ-লা শারীরা দাহ, লাহল মুগকু  
ওয়া লাহল হামদু ইউবীতু ওয়া ইউবীতু প্রয়াহয়া আলা কৃষি শাইয়িনে কৃদীর।  
অর্থ : আল্লাহ ব্যক্তিত ইবাদতের মোগা কোন মাধ্যম নেই, তিনি এক। তার  
কোন শরীক নাই, সমগ্র বাজতু ও প্রশংসন তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং  
মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সমস্ত ভিন্নিসের উপর সমতাশীল। (ভিলমিয়া, মিশকাত,  
আলবানি-৪/৬)।
- ইয়রত আবু হুবায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা)  
বলেছেন, এমন দু'টি বাক্য আছে যা দয়ামূল আল্লাহর নিকট অধিক হিসেব  
জিহ্বার উচ্চারণে অতি সহজ কিন্তু পরিমাপে অধিক তারী। তাহলো—

**سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আরীয়। (বুখারীর  
শেষ হন্দীস)

অর্থ : মহাপবিত্ত আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসন তাঁর জন্য। মহাপবিত্ত আল্লাহ,  
তিনি সহ মহিমবিত্ত।

**اللَّهُمَّ اجْزِنْ لِي مِنَ النَّارِ**

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা আজিরুনী মিনান না-ব।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহানাবের আওন থেকে রক্ত করল।

**اللَّهُمَّ اتْسِلِّمْ بِنِعْمَتِكَ وَتَعَالَيْتِكَ يَا ذَا الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ**

উচ্চারণ : আল্লাহমা আনতাস সালা-মু ওয়া খিমকাস সালা-মু তা'বারাকতা  
ওয়া তা'আলাইতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকবাব।

অর্থ : হে আল্লাহ! আগনিই সালাম (শাস্তি), আপনার থেকেই শাস্তি আসে,  
আপনি বরকতময় ও মহিমবিত্ত। হে মহাস্থান ও মর্মাদার অধিকারী ও মর্মাদা  
প্রদানের অধিকারী।

**لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ**

উচ্চারণ : লা- হাওলা ওয়া লা-কুভুরাতা ইয়া-বিল্লাহিল আলিমিয়াল আরীয়।

অর্থ : কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর  
সাহায্য ছাড়া, যিনি সর্বোচ্চ-সুব্রহ্মানময়।

• আকবীরে তাশরীক

**اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

উচ্চারণ : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলাহ ইলাহাতু আল্লাহ, আল্লাহ  
আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামল।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা  
হাত্তা আন্য কোন মাধ্যম নেই। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা  
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বস্ত প্রশংসন আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

এই আকবিরটিকে ‘আকবীরে তাশরীক’ বলা হচ্ছে। (শারকিউন ফালাহ  
মিছুরী)

আরাফাতের যরদানে পড়ার মত কিছু দু'আ  
হজ্জের অন্য সময়ও এসব পড়া উত্তম

- তাকবীর-**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** আল্লাহ আকবার অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
- তাসবীহ-**سُبْحٰنَ اللّٰهِ** সুবহান্লাহ অর্থ : আল্লাহ মহাপবিত্র।
- তাহ্মীদ-**الْحَمْدُ لِلّٰهِ** আলহামদুল্লাহ অর্থ : সকল প্রশংসন আল্লাহ তা'আলার।
- তাহ্লীল-**لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** শা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ : আল্লাহর কোন শরীক নাই।
- আতাগফিরুল্লাহ-**إِسْتغْفِرُ اللّٰهِ** অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

• রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সকল দু'আর যথে শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ এবং সে সকল যিকির যা আমি করেছি এবং আমার পূর্বতী নবীগণ করেছেন, তার সর্বোত্তমতি হলো :

**لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرٌ .**

উকারণ : "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াই দাহ-লা শারীকা নাহ, লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ইউহী ওয়া ইউমীতু ওয়াহ্যা আলা কুণ্ডি শাইয়্যিন কুদীর।"

অর্থ : আল্লাহ ব্যক্তিত ইবাদতের যোগ্য কোন যাত্রুদ নেই, তিনি এক। তার কোন শরীক নাই, সময় রাখতু ও প্রশংসন তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ধৰান করেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতালীল। (তিরিয়া, মিশকাত, আলবানি-৪/৬)।

• হযরত আবু ছরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, এমন দু'টি বাক্য আছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যা জিহ্বার উকারণে অতি সহজ কিন্তু পরিমাপে অধিক ভাবী। তাহলো—

**سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ .**

উকারণ : সুবহান্লাহী ওয়া বিহামদী সুবহান্লাহীল আয়োম। (রুখারীর শেষ হাদীস)

অর্থ : মহাপবিত্র আল্লাহ। যাবতীয় ঔশৎসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহা মহিমাবিত।

**اللّٰهُمَّ اجْرِنِنِي مِنَ النَّارِ .**

উকারণ : আল্লাহ-হ্যাম আজিরিনী মিনান না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে আহন্নামের আগন থেকে বক্ষা করুন।

**اللّٰهُمَّ انْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذِي الْجَلَالِ وَالْأَنْعَمِ .**

উকারণ : আল্লাহমা আনতাস সালা-হু ওয়া মিলকাস সালা-হু তা'বারাকতা ওয়া তা'আলাইতা ইয়া যাল জালালি শুয়াল ইবরাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময় ও মহিমাবিত। হে মহাসশান ও মর্যাদার অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী।

**لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .**

উকারণ : লা- হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিশ্বাহিল আলিয়েল আয়োম।

অর্থ : কোনো অবগতি নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, যিনি সরোচ-সূর্যবাদাময়।

• তাকবীরে তাশরীক

**اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَهُ الْحَمْدُ .**

উকারণ : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা হাড়া অন্য কোন যাত্রুদ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ঔশৎসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

এই তাকবীরটিকে 'তাকবীরে তাশরীক' বলা হয়। (যারাকিউল ফালাহ মিল্লী)

## তাকবীরে তাশরীকের নিয়ম

৯ খিলহজ বছর নামায থেকে ১৩ খিলহজ আসর পর্যন্ত আপনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, মোট ২৩ ঘণ্টাক এতি ফরাস নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করুন। এ সময় তাকবীরে তাশরীক ১ বার পাঠ করা গফ্যাজিব। আর ৩ বার পাঠ করা সুন্নত।

**رَبِّ اغْفِرْنِيْ وَتُبْ عَلَىْ إِنْذِنِ أَنْتَ السُّوَّابُ الرَّحِيمُ (الغفور)**

উচ্চারণ : রাকিবগুরুলী, ওয়াতুর আলাইয়া, ইলাকা আনতাত তাওরা-বুর রাহীম (তাওয়া-বুল পাহুর)।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তত্ত্ব কবুল করুন। নিচের আপনি মহান তওরা করুলকারী করুণাময় (ক্ষমাকারী)।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ دَازِرِنِيْ.**

উচ্চারণ : আল্লা-হ্যাগ ফিলুলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া আ-ফিনী ওয়ার শুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে প্রতিচালিত করুন, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে যিথিক দান করুন।

**اسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.**

উচ্চারণ : আসতাগফিলুল-হাল আবীমাল সাধী লা-ইলা-হা ইল্লা-হ্যাল হাইউল কাইউল ওয়া আভুরু ইলাইহি।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সৎসন্দেশক এবং আমি তাঁর কাছে তাওরা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ.**

উচ্চারণ : সুবহানগ্রাহি ওয়া বিহামানিশী সুবহানগ্রাহিল আবীমি ওয়া বিহামানিশী আতাগফিলুলুত্তু।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসার সাথে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসার সাথে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ.**

উচ্চারণ : সুবহানগ্রাহি ওয়াল হামদু সিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইলাহাতু ওয়াল্লাহ আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসন আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেন মাঝুদ নাই, এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

**حَسْنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.**

উচ্চারণ : হাসবিইয়াল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হ্যাত আলহিহি তাপ্যাককালতু ওয়া হ্যাত রাকুল 'আলামিল আবীম (৭ বার)। (ইবনে মুন্তি, আবু দাউদ উল্লম সন্দেশ)।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কেন মাঝুদ নেই। তাঁরই ওপর ভরসা করছি এবং তিনি মহ আরশের অধিপতি।

• হযরত ইবনে ইয়াম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) বা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে দু'আ করেছিলেন,

**رَسَّا تَقْبِيلَ مَا أَنْذَنَ أَنْتَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ.**

উচ্চারণ : রাববানা আলকাবাল মিল্লা ইলাকা আনতাস শামীউল আবীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ প্রাপ্ত করুন। আপনি নিচ্যই সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২১)

**رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي عَذَابِ النَّارِ .**

উচ্চারণ : রাববানা আতিনা ফিল মুনইয়া হাছানাত্তাও ওয়াফিল অহিবাতি হাছানাত্তাও ওয়াকিল আবা-বানলার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আবিদাতে কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দেবতারে আশুন থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

**رَبَّنَا أَنْفَسْتَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَسْتَ لِتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .**

উচ্চারণ : রাববান জুলামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাস তাগফির মানা প্রয়াতির হামনা লানা কুন্নাল মিলাল বাহিনীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি মূলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে তো আমরা প্রতিগ্রন্থদের অঙ্গৰ্জুত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাক, আয়াত : ২৩)

## তাকবীরে তাশরীকের নিয়ম

৯ বিলহজ্জ ফরয নামায থেকে ১০ বিলহজ্জ আসর পর্যন্ত আপনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, বেটি ২০ ওয়াক্ত প্রতি ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করুন। এ সময় তাকবীরে তাশরীক ১ বার পাঠ করা ওয়াজিব। আর ৩ বার পাঠ করা সুন্নত।

**رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَىِ إِنْكَ أَنْتَ التَّرَابُ الرَّحِيمُ (الْغَفُورُ)**

উচ্চারণ : রাকিবগফিলী, ওয়াতুর আলাইয়া, ইন্দ্রাকা আনতাত তাওয়া-বুর আলীম (তাওয়া-বুর গাফুর)।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তৎস্বর করুণ করুন। নিচ্ছ আপনি মহান তওবা করুণকারী করণাময় (ক্ষমাকারী)।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاغْفِسْ وَانْزِقْنِيْ**

উচ্চারণ : আল্লা-হ্যাগ ফিলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহ্যদিনী, ওয়া আ-ফিনী ওয়ার ফুরনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে বিধিক দান করুন।

**اسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ**

উচ্চারণ : আসতাগফিলু-হাল আফিয়াল লায়ি লা-ইলা-হা ইন্দ্রা-হ্যাল হাইউল কাহউচু ওয়া আক্তুর ইলাইহি।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মারুদ নেই, তিনি চিরঝীব ও সর্ব সংবৰ্ধক এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ**

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আফিমি ওয়া বিহামদিহি আক্তাগফিলুচ্চাহ।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিত্রাতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসন সাথে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার পরিত্রাতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসন সাথে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .**

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইন্দ্রাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার পরিত্রাতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসন আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মারুদ নাই এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

**حَسْبِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .**

উচ্চারণ : হাসবিল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইন্দ্রা হয়া আলাইহি তা'ওয়াকবালতু ওয়া

হয়া রাকুল 'আলালিল আলীম (৭ বার)। (ইবনে সুন্নী, আবু দাউদ উত্তম সনদ)।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্ত্বকারের কোন মারুদ নেই। তাঁরই ওপর ভরসা করছি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

• হ্যারত ইবরাহিম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে দু'আ করেছিলেন,

**رَبَّنَا تَقْبِلْ مَا أَنْتَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .**

উচ্চারণ : রাকবানা তাকাক্বাল মিল্লা ইন্দ্রাকা আন্তাস সার্মাইল আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ প্রশংস করুন। আপনি নিচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞা। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৭)

**رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَمَا عَذَابُ النَّارِ .**

উচ্চারণ : বাকবানা আতিনা ফিল দুনইয়া হাছানাত্তাও ওয়াকিল আখিলাতি হাছানাত্তাও ওয়াকিল আয়া-বানমার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আবিরাতে কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দোয়াপের আঙ্গন থেকে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১১)

**رَبَّنَا أَنْصَتْ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْتْ لِنَكْرَئِنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ .**

উচ্চারণ : রাকবানা জুলামলা আলফুজ্জানা ওয়া ইলাম তাগফির লানা ওয়াত্তের হামনা লানা কুন্নানা মিলাল খাছীরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুগ্ম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে তো আমর ক্ষতিগ্রস্তদের অক্তর্কৃত হয়ে যাব। (সুরা আ'রাফ, আয়াত : ২৩)

## তাকবীরে তাশরীকের নিয়ম

৯ ধিলহজ্জ ফাযর নামায থেকে ১৩ ধিলহজ্জ আসর পর্যন্ত আপনি বেখানই অবস্থান করুন না কেন, মোট ২৩ ঘণ্টাক এতি ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করুন। এ সময় তাকবীরে তাশরীক ১ বার পাঠ করা ওয়াজিব। আর ৩ বার পাঠ করা সুন্নত।

**رَبُّ اغْفِرْكَىٰ وَتَبَعَّدْ عَنِّيٰ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (الْعَقْدَرُ)**

উচ্চারণ : বাবিগফিরলী, ওয়াকুৰ আলাইয়া, ইলাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম (তাওয়া-বুল গাফুর)।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা করুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তওবা করুলকারী করগাময় (ক্ষমাকারী)।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْجِعْنِي وَاهْدِنِي وَاعْفِنِي وَازْفِنِيٌّ**

উচ্চারণ : আল্লা-হুমাগ ফিরুলী, ওয়ার হামনী, ওয়াতুন্দিমী, ওয়া আ-ফিনী ওয়ার মুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে রিয়িক দান করুন।

**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**

উচ্চারণ : আমতাগফিরবন্দা-হাল আবীমাল শারী লা-ইলা-হ্য ইল্লা-হুয়াল হাইউল কাইউ ওয়া আতুরু ইলাইহি।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ তাঁ'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাতৃদ নেই, তিনি চিরজীব ও সর্ব সৎক্ষক এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ**

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আবীমি ওয়া বিহামদিহী আতাগফিরবন্দাতু।

অর্থ : আমি আল্লাহ তাঁ'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসন সাথে আমি মহান আল্লাহ তাঁ'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসন সাথে আমি আল্লাহ তাঁ'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার।

অর্থ : আমি আল্লাহ তাঁ'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত প্রশংসন আল্লাহ তাঁ'আলার জন্য এবং আল্লাহ তাঁ'আলা ব্যক্তিত অন্য কোন মাতৃদ নাই এবং আল্লাহ তাঁ'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

**حَسْبِنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**

উচ্চারণ : হাসবিইয়াল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হয়া আলাইহি তাওয়াককালতু ওয়া ছ্যা রাকুল 'আরশিল আবীম (৭ বার)। (ইবনে সুন্না, আবু দাউদ উত্তম সনদ)।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাতৃদ নেই। তাঁরই প্রেরণ করছি এবং তিনি মহে আরশের অধিপতি।

• হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে মু'আ করেছিলেন,

**رَبَّنَا تَقْبِلْ مَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

উচ্চারণ : রাববানা তাকাবুল মিল্ল ইলাকা আন্তাস সাহীউল আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ প্রহণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞতা। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৭)

**رَبَّنَا أَتَيْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفَتَنَّا عَذَابَ النَّارِ**

উচ্চারণ : রাববানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাত্তানাতাও ওয়াফিল আবিরাতি হাত্তানাতাও ওয়াকিল আব্যা-বানানার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আবিরাতে কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দোষবের আঙ্গন থেকে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

**رَبَّنَا ظَلَّتْ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفَرْنَا وَتَرْحَسَنَا لَتَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ**

উচ্চারণ : রাববানা জুলামনা আনমুহানা ওয়া ইল্লাম তাগফির শানা ওয়াতার হামনা লানা কুনাল্লা মিলাল খালিলীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি মূল্য করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অকর্তৃত্ব হতে যাব। (সুরা আ'রাফ, আয়াত : ২৩)

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذنَا إِنْ سُيِّنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَعْنِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنْنَا وَاغْفِرْنَا  
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিশৃঙ্খ হই অথবা ভুলে যাই, তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেহেন গুরু দারিদ্র্য অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দারিদ্র্য অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভাব আমাদের উপর অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জনস্বৃত করুন। (সূরা বাকারা, শেষ আয়াত নং ২৮৬)

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ .

**উচ্চারণ :** রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা ফুনুবানা শুয়া কি-না আযাবন্নার।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬)

رَبَّنَا اغْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرْ وَتَرْفَنَا مُسْلِمِينَ .

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরীও শাহাতওয়াফফানা মুসলিমীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দিন। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১২৬)

رَبَّ زِدْنِيْ عَلَيْ .

**উচ্চারণ :** রাব্বির জিন্নী ইলমান।

**অর্থ :** হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃক্ষ করে দিন। (সূরা জ-হা, ১১৪ আয়াত)

رَبَّنَا نَثْبِلْ مِنْ أَنْتَ السَّبْعَ الْعَلِيمَ وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ  
الرَّجِيمُ .

**উচ্চারণ :** রাব্বানা তাকাব্বাল সিন্না, ইন্নাকা আনতাছ ছবিটিল আলিয়, ওয়াতুর আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাউজ্যাবুর রাহীয়।

**অর্থ :** হে আমাদের রব, আমাদের এই কাজ করুন করুন, নিষ্ঠা আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞতা। আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন, নিচিতভাবে আপনি তত্ত্ব করুলকারী এবং পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, ১২৭-১২৮)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَنَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ .

**উচ্চারণ :** আলহামদুলিল্লাহিন্নায়ি আন'আমা আলাইনা শুয়া হাদানা ইলা দীমিল ইসলাম।

**অর্থ :** সমস্ত প্রশংসন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের উপর নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে দীন ইসলামের প্রতি হেসাহেত দান করেছেন।

رَبَّنَا إِنَّا سَعَيْنَا مُتَادِيْ بِلَبْسَانِ أَنْ أَمْرَزَا بِرِيشْكَمْ قَائِمَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْنَا  
ذُنُوبَنَا وَكَفَرْنَا سَيِّنَاتَنَا وَتَوْقَنَّا مَعَ الْأَبْرَارِ .

**উচ্চারণ :** রাব্বানা ইন্নানা ছামি'ইনা মুনাদিই আই ইউনাদি লিল ঈমানি আম অমিনু বিরাবিকুম কা আমান্না, রাব্বানা ফাগফির লানা ফুনুবানা শুয়া কাফ্ফির আন্না হায়ি আতিনা শুয়াতা ত্যাহফনা মাআল আবরার।

**অর্থ :** হে আমাদের রব! এক আহবানকারীর ডাক আমরা শনেছি, যিনি ঈমান আনার জন্যে আহবান করেছেন যে 'তোমরা হীর রবের প্রতি ঈমান আন' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন, আমাদের দোষ-ক্ষতিগ্রস্তি মোচন করে দিন এবং নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন। (সূরা আলে ইমরান, ১৯৩ আয়াত)।

رَبَّنَا لَا تُرْغِبْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الرَّفَّابُ .

**উচ্চারণ :** রাব্বানা লা তুজিগ কুলবানা বা'আদা ইজ হাদাইতানা শুয়া হাবলানা মিল্লাদুন্নকা বহমাতান, ইন্নাকা আনতাল শাহাহহুব।

**অর্থ :** হে আমাদের রব! আমাদেরকে স্তুতি পথ প্রদর্শনের পর আমাদের দুদয়কে বজ্র করবেন না। আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে বিশেষ করুণা দান করুন, আপনি তো মহান দাতা।

رَبُّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرْقِنِي رَبِّنَا وَتَقْبِلَ دُعَاءَهُ .

**উকারণ :** রাবিগ্রহ আলন্নী মুক্তীমাস সালাতী ওয়ামিন যুরিয়াতী রাবণা ওয়া তাকাবোল দূয়া-আ। (সুরা ইত্রাহীম, আয়াত: ৪০)।

**অর্থ :** হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন। এবং আমার সপ্তানদেরকেও নামায়ী বানিয়ে দিন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা করুল বক্রম।

• কঠিন কাজ উচ্চারের জন্য শিচের দু'আটি করা যাব

اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَعْمًا وَلَا مُوتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَلَا  
أَسْتَطِيعُ إِنْ أَخْذَ إِلَّا مَا أَغْطِبْتِنِي وَلَا إِنْ أَنْتَ فِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي: اللَّهُمَّ وَقْتِنِي لِمَا  
تُحِبُّ وَتَرْضِي مِنَ الْقُوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَافِيَتِنِي .

**উকারণ :** আল্লাহমা ইন্নী লা-আম্বিলু লিনাফছী দারহাঁও ওয়ালা নাহয়ও ওয়ালা মাউত্তাঁও ওয়ালা হায়াত্তাঁও ওয়ালা নুজুর্রাঁও ওয়ালা আহত্তাঁটি আন আক্ষুয়া ইন্না যা আতাইতানী ওয়ালা-আন আতাকী ইন্না যা ওয়াকাইতানী। আল্লাহমা ওয়াকফিক্সী লিমা ভৃহিবু ওয়া আবুন্দা মিনাল কাউলি ওয়ালু আমালি কী আফিয়াতী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! বস্তুত আমি আমার নিজের জন্য কোন ক্ষতি বা লাভের এবং মৃত্যু ও জীবনের এবং কিম্বাতের দিন পুনঃ জীবন লাভের মালিক নই। আপনি যা দান করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করার শক্তি আমার নেই। আপনি যা হতে আমাকে বাঁচিয়েছেন তা ছাড়া আমি নিজে বাঁচার কোন সাধ্য নেই। হে আল্লাহ! আপনি যে সব বাক্য ও কর্ম আমার সুখ শান্তির ব্যাপারে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তা করার জন্য আমাকে তৌফিক দান করুন।

رَبُّ اغْفِرْيَيْ وَلِوَالدَّيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

**উকারণ :** রাবিগ্রহ ফিরলী ওয়াগিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওয়া ইয়াকুমুল হিসাব।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা করুন। (সুরা ইত্রাহীম, ৪১ আয়াত)।

• বাবা ও মায়ের জন্য শুনাই মাফ এবং দু'আ

رَبُّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا .

**উকারণ :** রাবিগ্রহ হামছমা কামা রাকবাইয়ানী ছাগীরা।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (পিতা-মাতার) প্রতি রহমত দান করুন। যেমনিভাবে তারা আমাদেরকে বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন। (সুরা বনী ইসরাইল, ২৪ আয়াত)।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِّ وَعَلَى أَبِيهِ وَصَاحِبِيهِ وَتَارِكِهِ وَسَلِّمْ .

**উকারণ :** আল্লাহমা সাতি আলা মুহম্মদিনিন নাবিয়্যিল উমিয়ি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাতিম।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! উণি নবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাহার বংশধর ও সাহাবিগণের ওপর রহমত, বরকত ও শান্তি নায়িল করুন।

اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ حَجَّا مُبَرُّورًا وَذَبَابًا مَغْفِرًا وَسَعْيًا شَكُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تُبُورَ .

**উকারণ :** আল্লাহমা আল্লাহ হাজাম মাবকুরান ওয়া যাসুর মাগফুরান ওয়া সাল্লান মাশকুরান ওয়া তিখারাতান দান তাবুরা।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার হজকে মকবুল হজ বানিয়ে দিন। আমার উগাহরাশ মাফ করে দিন, আমার প্রচেষ্টাকে করুল করে দিন।

اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ النَّفْرَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايِ وَآخِرَةَ وَلِلْمَوْزِ بِالْجَنَّةِ  
وَالْجُنَاحَ مِنَ النَّارِ .

**উকারণ :** আল্লাহমা ইন্নী আস্জালুকাল আফওয়া ওয়াল আকীয়াতা কী দীনি ওয়া-দুনইয়াআ ওয়াল আবিরাতা ওয়াল ফাওয়া বিল জাগ্রাতি ওয়ালাজাতা মিনান্নার।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দীন ও দুনিয়ার মাঝে শান্তি ও সুস্থিতা চাই এবং পরকালে জাগ্রাতের সকলতা চাই এবং দোয়ৰ থেকে নিন্দিতি চাই।

يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ تَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ .

**উকারণ :** ইয়া মুকারিবাল কুলবি ছাবিল ঝালবী আলা দীনিকা।

**অর্থ :** হে অতুর পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে দীনের উপরে অটল রাখুন।

فَاطِرُ السُّمُراتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَكَيْ فِي الدِّينِ وَالْأُخْرَةِ تَوْقِنِي مُسْلِمٌ  
وَالْجِئْنِي بِالصَّالِحِينِ .

**উচ্চারণ :** ফাতিরাজ্যমাত্রাতি ওয়াল আরদি আনতা ওয়া লিইয়ি ফী-সুনইয়া ওয়াল আহিরাতি তাওয়াকফানী হৃষিলিমাও ওয়া আলহিকনী বিসসালিহীন।

**অর্থ :** হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর শ্রষ্টা! আপনি ইহসোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্ম পরামর্শদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَحْشَاءِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহহ্যা ইন্নী আউযুবিকা মিলাল কৃষ্ণী ওয়াল ফাকরী ওয়ামিল আযাবিল কুবারি।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! কুফর, দারিদ্র্যা ও কবরের শাস্তি হতে আমি আপনার নিকট আশুর চাহি।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَبْيَانًا كَامِلًا وَبِقِبِّنَا صَادِقًا وَقَلْبًا حَافِظًا وَسَيَّانًا ذَاهِرًا  
وَكَسْتَ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً نَصْوَحةً .

**উচ্চারণ :** আল্লাহহ্যা ইন্নী আস্তানুবা ইমানান কামিলীও ওয়া ইয়্যাকীনান সাদীকান ওয়া কুলবান খাশিয়ান ওয়া লিসানান যাকিরান ওয়া কাসবান হ্যালান ত্বয়িবান ওয়া তাওবাতান নাহুহাতান।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাই পরিপূর্ণ ইমান, সত্যিকারের শক্তি, ভীত হনুর, যিকিরে লিখ জিহ্বা, উত্তম ও হ্যালান গ্রোজগার এবং সত্যিকারের তাওবা।

رَبُّنَا أَمَّا نَاغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

**উচ্চারণ :** রাববানা আমাদ্বা ফাগফিরলানা ওয়ার হামনা ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ইমান এনেছি, আপনি আমাদেরকে কুমা করুন ও দয়া করুন। আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ১০৯)।

رَبُّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

উচ্চারণ : রাবিগফির হয়ারহ্যাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন।

**অর্থ :** হে আমার প্রতিপালক! কুমা করুন ও দয়া করুন, আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ১১৮)।

سَيِّدُنَا مُوسَى رَبُّ الْمُلَكَّةِ وَالرُّوحِ .

**উচ্চারণ :** সুব্রহ্মন কৃদসুন রাববুনা ওয়া রাববুল মালা-ই-কাতি হয়ার রহ।

**অর্থ :** আমাদের প্রতু এবং ফেরেশতাগপেরেও রহ (বা জিবরাইল আ)-এর প্রতু অত্যন্ত পবিত্র ও পরাম পবিত্র।

رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذَلِكَنَا فُرْةً أَعْبَنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّنِ إِيمَانًا .

**উচ্চারণ :** রাববানা হাবলানা মিন আবওয়াজিনা ওয়া ফুররিইয়াতিনা কুবরাতা আইয়নিও ওয়ায় আলনা লিল মুস্তাকীনা ইমামা।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন জ্ঞী ও সন্তান-সন্তুতি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে করুন মুস্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)

\* কোন কবর দেখলে কবরবাসীকে সালাম জানানোর জন্য নিচের দু'আটি করা যাব :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أهْلَ الْقَوْبَرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَّمْتُ وَتَعْمَلْ بِالْأَمْرِ .

**উচ্চারণ :** আসসালামু আলহিকুম ইয়া আহুলাল বুবুরি ইয়াগফীরহ্যাত লানা ওয়ালাকুম ওয়া আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বীল আছারি।

**অর্থ :** হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে কুমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী।

رَبُّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَالْجِئْنِي بِالصَّالِحِينِ .

**উচ্চারণ :** রাবি হাবলি ছকমাও ওয়াল হিকনী বিসসালিহীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে শামিল করুন (সূরা ও'আরা, আয়াত : ৮৩)।

رَبُّنَا نَاغْفِرْ لَنَا وَكَفَرْ عَنْنَا سَبَّنَا وَتَوْقَنْ مَعَ الْأَبْرَارِ .

**উচ্চারণ :** রাববানা ফাগফির লানা মুন্বানা ওয়া কাফফির আল্লা সাইয়িতাইনা ওয়া তাওয়াকফানা মাজাল আববার।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অন্যায়সমূহ (আমাদের অমৃলনামা থেকে) মুছে দিন এবং আমাদেরকে নেককারদের সংসর্গে মৃত্যু দান করুন।

رَبِّنَا إِنْسَنٌ نُورٌ لَّا وَغَفَرْ لَنَا إِنْ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

**উচ্চারণ :** বাকবানা আত্মিম লাভ সূর্যাম ওয়াগ ফিরলাভা ইন্নাকা আলা কৃষি শাইয়িন কানীর।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিষ্ঠার আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৮)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّجْنَبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرْدِي  
إِلَى أَرْدِ الْعَمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্নী আউয়ুবিকা মিনাল কুবুনি ওয়া আউয়ুবিকা মিনাল বুখুলি ওয়া আউয়ুবিকা মিন আন উরালা ইলা আরুয়ালিল উমুরি ওয়া আউয়ুবিকা মিন ফিত্নাতিল দুনইয়া ওয়া আরাবিল কাবুরি (বুখারী)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাপুরশ্বতা হতে পানাহ চাই, ক্ষণগত হতে পানাহ চাই, বার্ধক্যতাজনিত অকর্মন্যতার পৌছা হতে পানাহ চাই এবং দুনিয়ার ফের্না ও কবরের আধাৰ হতে ক্ষমা চাই।

#### • দুর্জনে ইব্রাহীমী

নবী কারীম (সা)-কে কয়েকজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি দুর্বল কিভাবে পাঠ করব? হজ্জুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এইপ বলবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ছাপি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহর বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা

বারাক্তা আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ (বুখারী)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাহুরে উপর এবং ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাহুরে বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেকুণ রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সল্লাহুরে উপর এবং ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সল্লাহুরে বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সমানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাখিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি যেভাবে বরকত নাখিল করেছেন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সমানিত।

• সালাতে সালাম ফিরাবার আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া :

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অতেককে ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওৱা জরুরী :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ  
الْمُحْسِنَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ مَسِيحِ الدِّجَالِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্নী আউয়ুবিকা মিন আখাবি জাহানামা ওয়া মিন আখাবিল ক্ষাবুরি ওয়া মিন ফিত্নাতিল মাহুইয়া ওয়াল মাহাতি ওয়া মিন শাবুরি ফিত্নাতি মাসীহিদ দাজ্জাল।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহানামের আধাৰ, কবরের আধাৰ, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের যন্ত ফেতমা থেকে (সহীহ বুখারী ৭৮৬, মুসলিম, ২০১২ নাসাঈ)।

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسَبَحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصْبَلَأً .

**উচ্চারণ :** আল্লাহ আকবার কাবীরান, ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরান ওয়া সুবহানাল্লাহু বুকুরাতাও ওয়া আসীলা। (মুসলিম)।

**অর্থ :** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আর সকল-সক্ষয় তারই পবিত্রতা বর্ণনা করতে হবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَكِنُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্নী আসজালুকাল জারাতা ওয়া আউয়ুবিকা মিনাল্লাল।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাম্মাত চাই। আর আমি আপনার নিকট জাহাজাম থেকে আশ্রম চাই (আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدِمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَنْتَ**  
**عَلَمْ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ السَّرْخُرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.**

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্মি বিবরণী যা কান্দামতু ওয়ামা আখ্যারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আসানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আভা আলামু বিহী মিন্নী আজ্ঞাল মুকাদ্দিমু ওয়া আজ্ঞাল মুয়াখবিরু লা ইলাহা ইল্লা আত্মা।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ অভিতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সমষ্টই আপনি মাফ করে দিন, মাফ করুন সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি এবং প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করুন আমার সীমালংঘনজনিত গুনাহসমূহ এবং সেই সব গুনাহ যে গুনাহ সংস্কৰে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক আনেন, আপনিই যা চান আগে করেন এবং যা পিছে করেন, আর আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাঝুদ নাই। (মুসলিম)

• সুন্নামে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম (সা) বললেন : হে মুয়াজ! আমি তোমায় অস্বিত করছি, প্রত্যেক নামাদের পর তুমি নির্দেশ কালামসমূহ পড়বে :

**اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحْسِنْ عِبَادَتِكَ.**

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্মি আইনী আলা যিক্রিকা ওয়া গুক্রিকা ওয়া হস্নি ইবাদতিকা।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনার যিক্র, গুক্র ও সুন্দর ইবাদতের ব্যাপারে আপনি আমায় সহায়তা করুন।

**إِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ رَاجِعُونَ.**

**উচ্চারণ :** ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

**অর্থ :** নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলারই জন্য (উৎসর্গীকৃত) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

• সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ

আবু হুরারো (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিন্ধিক (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি করব ও আগরিবে পাঠ করব। তখন নবী করিম (সা) বললেন, বল :

**اللَّهُمَّ قاطِرُ السُّلُوتِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُ كُلِّ**  
**شَيْءٍ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كُلِّ**

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্মি ফাত্তিমাস সামাজিক ওয়াল আরদি আলিমাল গাইবি ওয়াল শাহাদাতি রাক্বা কুফি শাইখিয়ান ওয়া মালীকাহ। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আউয়ুবিকা যিন শাররি নাফসী ওয়া যিন শাররিশ শাইখনি ওয়া শিরকিহ। (আবু দাউদ, তিরমিয়ী সহীহ)।

**অর্থ :** হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি গোপন ও প্রকাশ, উপর্যুক্ত ও অনুগতিত সব কিছুই জানেন, সমস্ত কিছুর রূপ ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোন মাঝুদ নেই এবং আমি আপনার নিকট আশ্রম চাই, আমার নক্ষের অনিষ্টতা থেকে, শরতানের ক্ষতি থেকে এবং শয়তান যে শিরকের প্রয়োচনা দেয়, তার ক্ষতি থেকে।

**رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ .**

**উচ্চারণ :** রাকিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুল রাহিমীন। ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু এবং আপনি ক্ষমাকরীদের মধ্যে সর্বোত্তম ক্ষমাকরী।

**سَبَّعَانَ اللَّهُ وَيَحْمِلُمْ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضاً نَفْسِهِ وَزِئْنَةً عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلَّابِهِ .**

**উচ্চারণ :** সুবাহানাল্লাহি ওয়াবিহ্যমদিহি, 'আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। (মুসলিম)।

**অর্থ :** আমি আল্লাহর পরিজ্ঞা ধোধণা করছি তাঁর প্রশংসনসহ, তাঁর সৃষ্টি কর্তৃর সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সংস্কৃতের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক।

• রাসূলুল্লাহ (সা) হ্যুরত আরেশা (রা)-কে নিম্নের দু'আটি গড়তে নিদেশ দেন—

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ**  
**وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ**

مَا سَأَلْتَنِي مِنْهُ عَبْدٌكَ وَتَبَيَّنَكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا  
سَعَادَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَتَبَيَّنَكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ  
وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ  
عَمَلٍ وَإِنْ سَأَلْتَنِي أَنْ تَجْعَلَ كُلُّ قَضَائِي فَقَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্দ্রীয়া আসআলুক মিনাল খাইরি কৃতিই আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী। মা আলিম্বু মিনহ ওয়া মালাম আ-লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন  
শাররি কৃষিহী আজিলিহী ওয়া আজিলিহী, মা 'আলিম্বু মিনহ ওয়া মা লাম  
আ-লাম। ওয়া আসআলুক মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহ আবদুক ওয়া  
নাবিয়ুক মুহাম্মাদুন সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম, ওয়া আউযুবিকা মিন  
শাররি রাত্তা' আধাকা মিনহ আবদুক ওয়া নাবিয়ুক মুহাম্মাদুন সালাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সালাম। আল্লাহর ইন্দ্রীয়া আসআলুকাল জান্নাত ওয়া মা কারুরাবা ইলাইহা  
মিন কাওলিন আও আমালিন। ওয়া আউযুবিকা মিনগ্নারি ওয়ামা কারুরাবা ইলাইহা  
মিন কাওলিন আও আমালিন। ওয়া আসআলুক আম তাজ্জালা কুল্লা কাদুয়িন  
কাষাইতাহ শী খাইরান (ইবনে মাজাহ, আহমাদ)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, নিকট  
এবং দ্রবণ্টি কল্যাণ, যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি  
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে যা  
সম্ভিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত, যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি  
অবহিত নই। আর আমি আপনার নিকট সেই কল্যাণ প্রার্থী যার প্রার্থনা আনিয়েছেন  
আপনার বাস্তা এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)। আর আমি সেই অকল্যাণ  
হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই যে অকল্যাণ হতে আপনার নিকট পানাহ  
চেয়েছেন আপনার নবী মুহাম্মাদ (সা)। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জন্মাত  
চাই এবং যে কথা ও কাজ তার নিকটবর্তী করে দেয়। আর আপনার নিকট  
জাহানাম থেকে এবং যে কথা ও কাজ তার নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে  
পানাহ চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যে, আপনি আমার জন্য যে কয়সালাই  
করেন তা যেন কল্যাণময় ফয়সালা হয়।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى أَهْلِ أَصْحَابِهِ وَمَارِيِّ  
وَسَلِّمْ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর সাথি আলা সারিদিনা মুহাম্মাদিনির মারিয়েল উমরিয়ে  
ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সালিহ।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার উমি নবী হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সালামের উপর, তাঁর বৎসরদের উপর, তাঁর সাহবীদের উপর  
রহমত, করকত ও শান্তি নাযিল করুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

**উচ্চারণ :** লা ইলাহা ইন্না আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলিমান।  
(সূরা আবিয়া : ৮৭)।

**অর্থ :** আপনি জাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আপনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র।  
নিশ্চয়ই আমি জুলুমকারীদের অভর্তৃত হয়ে পিয়েছি।

فَاسْتَجْبْتَ لِهِ وَتَجْبِينَةً مِنَ الْعَمَّ وَكَذَلِكَ تَنْهِيَ السُّؤْمِنِينَ .

**উচ্চারণ :** ফাছতাজাবনাল্লাহ, ওয়া নাজজাইনাহ মিনাল গামধি, ওয়া কা  
জালিকা নূজিল মু'মিনীন (সূরা আবিয়া : ৮৮)।

**অর্থ :** অতঃপর আমি তার (ইউনুচ আ) প্রার্থনা করুল করলাম এবং তাকে  
এই দুশিত্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আর একপ্রভাবে আমি মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে  
থাকি।

• উদ্যে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ফজর ও মাগরিবে নিম্নের  
দু'আ পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقْبِلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا .

**উচ্চারণ :** আল্লাহর ইন্দ্রীয়া আসআলুক ইলমান নাফিজান, ওয়া আশলাম  
মুতাকাবলান, ওয়া রিখকান ত্বইয়িবান। (ইবনে মাজা সহীহ)

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাকে অনুগ্রহ করে উপকারী ইলম (জ্ঞান) দান করুন  
এবং করুলযোগ্য আশল করার তাত্ত্বিক দিন এবং পরিত্র রিধিক দান করুন।

• ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফজর ও মাগরিবে  
নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغَفُورَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ  
الْغَفُورَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي وَامْنِي  
رُوْعَاتِي .

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্তা ইন্দু আসআলুকাল আহ্মদ্যা ওয়াল আফিয়াতা ফিস্তুনইয়া  
ওয়াল আখিরাতি, আল্লাহস্তা ইন্দু আসআলুকাল আহ্মদ্যা ওয়াল আফিয়াতা ফী  
দীনী ওয়া দুনইয়া ইয়া ওয়া আহ্মী, ওয়া মা-জী। আল্লাহস্তা সুভূর আওরা-তী ওয়া  
আমিন রোও আ-তী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আবিরাতে আপনার কাছে ক্ষমা ও  
নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দ্বিনের ক্ষেত্রে,  
দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।  
হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোপন জিনিসকে (গুনাহ) তেকে রাখুন এবং আমার  
অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দিন।

আরাতুল কুরআনি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّحْيُ الْقَيْمُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا تُؤْمِنُ لَهُ مَا فِي السُّمُوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذِي الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا  
خَلْقُهُمْ وَلَا يُحِيطُنَّ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِسَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السُّمُوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহ স্তা ইয়া হয়াল হাইউল কাইটম, লা-তা-রুজ্জুহ  
ছিনার্টে ওয়ালা নাউম, লাহ মা ফিজ্জামাওয়াতে ওয়া-মা-কিল আরদি; মান  
জাল্লাজী ইয়াশফাউ ইন্দাহ ইয়া বিইজনিহী ইয়া লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়া-মা  
খালফাহম, ওয়ালা ইউহীজুনা বিশাইহিম মিন ইলমিহী ইয়া বেমা শা'য়া, ওয়া-হিয়া  
কুরচিহ্যা-হচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়া উদুহ হিফজুহমা ওয়া-হয়াল  
আলিয়ুল আজীম।

**অর্থ :** আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরঝীব, চিরঝাড়ী,  
তাঁকে তস্তা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না, যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, সবকিছু

তাঁরই। কে আছে যে, তাঁর হৃষুম ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে? তাঁর সামনে ও  
পিছনে যা কিছু আছে তা-তিনি অবগত। তিনি যা ইচ্ছে করেন, তাছাড়া তাঁর  
জ্ঞানের কোনো অংশ মানুষ জানতে পারে না। তাঁর আসন সারা আসমান ও  
জমিন ব্যাপী, আর এদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ঝাঁজিবোধ করেন না; এবং তিনি  
মহান শ্রেষ্ঠ।

দু'আ মাসুরা

اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي طَلَمْ كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ تَغْفِرُ  
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

**উচ্চারণ :** আল্লাহস্তা ইন্দু জুলামতু নাফহি জুলমান কাহিরাউ ওয়ালা  
ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইয়া আনতা ফাগফিরালী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি  
ইন্দুকা আনতাল গাহ্জুর রাহীম।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের (দেহ ও আস্তার) ওপর অনেক  
জুনুম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ-ই পাপসমূহ ক্ষমা করতে পারে না।  
অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে দয়া করুন। নিচ্য  
আপনিই অতি ক্ষমাকারী মহান দয়ালু।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِنَّمَا نَعْبُدُ  
إِنَّمَا نَسْتَعِنُ - إِنَّمَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ - صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ شَرِيفَ  
الْمَغْصُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُّلُ .

**উচ্চারণ :** বিসমিত্তাহির রাহমানের রাহীম। আসহামদু সিয়াহি রাখিল  
আলামিন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াও মিদীন। ইয়াকা না'বুদু ওয়া  
ইয়াকা নাস্তাইধ। ইহনিলাস সিরাতাল মুসতাকীর। সিরাতালজাজীন আন 'আমতা  
আলাইহিম। গাহিরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ দু'আজীন। আমিন!

**অর্থ :** দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। সকল প্রশংসা বিস্তারানের  
অতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আমরা  
কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

আমাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত করুণ। তাদের পথে যাদেরকে আপনি অবৃদ্ধ মান করেছেন। তাদের পথে নয়, যারা অভিষ্ঠত এবং পৰ্যবেক্ষণ।

#### • سُرَّاً تَأْوِلَارَ شَهَدَ دُنْيَى آَوَّلَاتَ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أُنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَبْلَ نَوْلَوْ تَقْلِيلٌ حَسْبِنِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ  
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

**উচ্চারণ :** লাক্ষাদ ঝা-আকুম রাসূলুম ফিল আনসুফিকুম আবীমুন আল-ইহি  
মা আনিসুম হারীজুন আলাইকুম বিল সু'লিমীনা রাউফুর রাহিম। কা-ইন তাওয়াহুও  
ফাহুল হাছবিহাপ্তাহ লা-ইলাহা ইলাহ, আলাইহি ভাওয়াকালতু শুয়া হয়া রাখুল  
আরশিল আবীম।

**অর্থ :** নিচ্য তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে একজন  
রাসূল আগমন করেছেন। তোমাদের দৃঢ়ৰ কষ্ট তাঁর নিকট কষ্টদারক; তিনি  
তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি বড়ই প্রেরণীস, পরম দয়ালু।  
অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তাহলে (হে রাসূল) আপনি বলে দিন,  
আগ্নাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুন নাই,  
আবি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

সুরা আলে ইয়ুরানের ২৬-২৭ আয়াত

فَلِلَّهِمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ شَاءَ وَتَنْعِي الْمُلْكَ مِنْ شَاءَ  
وَتَعْزِي مَنْ شَاءَ وَتَنْذِلُ مَنْ شَاءَ بِسِكِّنِ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوْلِيجُ  
اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيلِ وَتَخْرِجُ النَّهَارَ مِنَ النَّيْتِ وَتَخْرِجُ  
النَّيْتَ مِنَ النَّهَارِ وَتَرْزُقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

**উচ্চারণ :** কুলিজ্জা-হয়া মালিকাল মূলকি তু'তিল মূলকা মান তাশাউ। ওয়া  
তানহিউল মূলকা হিসান তাশাউ, ওয়া তু'ইয়ু মান তাশাউ, ওয়া তু'যিজু মান  
তাশাউ, বিইয়াদিকাল খাইর; ইন্দ্রাকা আলা কুলি শাইখিব কাদীর। তুলিজ্জুল  
হাইলা ফিল নাহরি ওয়া তুলিজ্জুন নাহরা ফিল-লাইলি। ওয়া তু'যিজুল হাইয়া

মিনাল মাইয়িতি ওয়া তু'যিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি, ওয়া তারযুক্ত মান  
তা-শাউ বিগাইরি হিসাব।

**অর্থ :** পরম দাতা ও অসীম দয়ালু আগ্নাহর নামে। বলো, হে সার্বভৌম  
শক্তির মালিক আগ্নাহ! আপনি যাকে ইজ্জ ক্ষমতা এদান করেন এবং যার কাজ  
থেকে ইজ্জ ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং যাকে ইছে আপনি সম্মান দান করেন। আর  
যাকে ইছে অপদন্ত করেন, যাবতীয় কল্যাণ আপমারই হাতে ন্যস্ত। নিচ্য  
আপনি সর্ববিহয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাজকে দিনে পরিষ্কত করেন এবং  
মিনকে রাতে পরিষ্কত করেন। আর আপনি মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন  
এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে ইছে আপনি অপরিমিত  
জীবিকা দান করে থাকেন।

رَبِّنَا أَنْرَعْ عَلَيْتَ صَبَرْأَوْ تَوْكَنْا مُسْلِمِينَ .

**উচ্চারণ :** বাক্যান আকরিগ আলাইন সাবরাও ওয়া তাওয়াফকান মুসলিমীন।

**অর্থ :** হে আমাদের পাশনকর্তা! আমাদের জন্য দৈর্ঘ্যের ঘার খুলে দিন এবং  
আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিবেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَنْ رَحِيمْ طَبِّيْ مُبَارَكِيْ فِيهِ .

**উচ্চারণ :** আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান ত্বাইরিবান মুবারাকান কীহ  
(মুসলিম)।

**অর্থ :** সব প্রশংসাই মহান আগ্নাহর জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর অনেক অনেক  
শক্তি যা পবিত্র ও কল্যাণহয়।

#### • سُرَّاً بَاكَارَارَ شَهَدَ دُنْيَى آَوَّلَاتَ

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رِّبَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَبِيرِ  
وَرَسِّلِهِ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَمْنَا غُفرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ  
الْمُصِيرُ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ ثَقَلَةً إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ رَبَّنَا  
لَا تَوَلِّنَا إِنْ تَبْيَنَّ أَوْ اخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْسِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا سَالَةً لَنَا بِمَا وَاعْفَ عَنَّا، وَأَغْفِرْنَا،  
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

**উচ্চারণ :** আমানার রাসূলু বিমা উনবিলা ইসাইহি মিন রাকিহী ওয়াল মু'মিনুন। কৃত্তুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকতিহী ওয়া কৃত্তুবিহী ওয়া রসুলিহ। লা নুকুররিকু বাইনা আহাদিম মির কুসুলিহ। ওয়া রাসূলু সামি'না ওয়া আতানা কুফরানাকা রাকবানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা ইয়ুকাট্তিযুক্তাহ নাফসান ইলা উসআহ। লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত। রাকবানা লা তুআখিয়না ইন নাসীনা আও আখতানা। রাকবানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইনরাখ কামা হামালতাহ আলাইজাজীনা মিন ক্ষাবলিন। রাকবানা ওয়ালা তুহাদিলনা মা লা ত্যা কাতা লানা বিহি। ওয়া'মু আন্না, ওয়াগফিরলানা, ওয়ারহামনা, আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কুওমিল কাকিরীন।

**অর্থ :** রাসূল ঈস্বান এনেছেন এই সবের ওপর যা তাঁরই প্রভুর নিকট হতে তাঁর প্রতি নাখিল হয়েছে, আর মুমিনগণও। তাদের সকলেই ঈস্বান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণ এবং তাঁর বিস্তাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলদের কারণ মধ্যে তারতম্য করি না এবং তারা বলে, আমরা তনলাম এবং আমরা পালন করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন আপনারই নিকট। আল্লাহ কাউকেও তাঁর সাধ্যের অতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে যা (সৎকাঞ্জ) অর্জন করেছে তার প্রতিফল তাঁরই এবং সে যা অপকর্ম করেছে তার প্রতিফল তাঁরই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা দোষলিপি করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন শুরুদায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী উপাতগণের ওপর শুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন না, যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করবেন, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন ও আমাদেরকে দয়া করবেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

• সূরা হাশর এর শেষ তিন আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

**উচ্চারণ :** আ'ত্যু বিল্লাহিস সামী'ইল আলীমি মিনাশ শায়তানির রায়ীম।

**অর্থ :** আমি বিভাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, যিনি সবকিছু উনেন এবং সবকিছু আনেন।

উপরের অংশ ও বার পড়ে সূরা হাশরের নিম্নের ৩ (তিনি) আয়াত পড়তে হবে—

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ السَّؤْمُونُ السَّهِيمُونُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْتَّكَبِيرُ سَبَّعَنَ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْإِلَاءُ الْحَسَنَى يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

**উচ্চারণ :** ইওয়াজ্জাহ্যাজী লা-ইলাহা ইল্লা হয়া 'আলিমুল গাইবি জ্ঞান শাহাদতি হ ওয়ার রাহমানুর রায়ীম। ইওয়াজ্জাহ্যাজী লা-ইলাহা ইল্লা হয়া আল মালিকুল কুন্দুসুজ্জামুল মু'মিনুল, মুহাইমিনুল, 'আবীযুল, জাকবারুল, মুতাকাবির, ছবহানজ্ঞাহি 'আব্বা ইউশুরিকুল। ইওয়াজ্জাহ্য খালিকুল বারিউল মুহাওবিকুল জাত্তুল আসমাউল হসনা ইউসাক্বিহ লাহ মা ফিসসামাওয়াতি 'ওয়াল আরদি। ওয়া ইওয়াল 'আবীযুল হায়ীম।

**অর্থ :** তিনি এই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; তিনি সোপন প্রকাশ্য (সবকিছুই) আনেন; তিনি দয়াময়, অত্যন্ত দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি সমস্ত জগতের বাদশাহ; তিনি পবিত্র, শাস্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, তিনিই অতীব মহিমাবিহৃত। তারা যে শিরক করে তিনি তা হতে পরিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সকলের সৃষ্টিকর্তা, (সমস্ত বস্তুর) অঙ্গিত দানকারী, (সকল বস্তুর) আকৃতি দানকারী, তাঁরই জন্য সকল উত্তম নাম। সমগ্র আসমানে এবং যদীনে যা কিছু আছে, সে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, অজ্ঞাময়।

• রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দু'আ পড়েছিলেন। কাজেই হজ্জ থেকে ফিরে এসে বলতে হবে—

أَنْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ • لَرِبِّنَا حَامِدُونَ .

**উচ্চারণ :** আরিবুনা ঝায়িবুনা 'আবিদুনা লিবাকিনা হামিদুনা। (হুসলিম)

**অর্থ :** আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী, প্রশংসকারী।

## • মৌনাজাত

رَبِّنَا تَبَّعْلُ مَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ  
وَتَبَرُّ عَرْضَمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سَبَّحَنَ رَبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَنِّ  
بَصْفَوْنَ وَسَلَّمَ عَلَى التَّمَرِيلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَعْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ .

**উকারণ :** ব্রাহ্মণ তাকাববাল মিন্দু ইন্দ্রাকা আনতাহ সামিউল আলীম। ওয়া সাল্লাহাহ তা'আলা আলা খাইরি খালিলুই ওয়া নূরি আরশিহী সাইয়িদিনা মুহাম্মদিও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। সুবহানা রাকিবিকা রাকিবল ইযথাতি আস্তা ইয়াছিফুন। ওয়া সালামুন 'আলাল মুরসালীন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাকিবল আলামীন। বি-হাকি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বেকে (আমাদের দেক আমলসমূহ) কৃতুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞনী। আর আল্লাহহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সেবা এবং তাঁর আরশের নূর সাইয়েদিনা হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীর উপর রহমত করুন। (হে রাসূল): তারা (কাফিররা) যা বলে ঐ সকল দোষ হতে তোমার প্রতিপালক মর্যাদাশীল, পবিত্র। রাসূলগণের প্রতি সাধারণ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহহ তা'আলারই অন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক!" এই বাক্য সমূহের বরকতে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ"।

• যদি কেউ আপনার উপকার করে তাকে বলুন—

جزَّانَ اللَّهُ خَيْرُمْ

**উকারণ :** জায়াকাল্লাহ খাইরা।

**অর্থ :** যদান আল্লাহপাক আপনাকে ভাল প্রতিফল দান করুন।

## কালিমা তৈরীর

لَا إِلَهَ إِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

**উকারণ :** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।

**অর্থ :** আল্লাহহ ছাড়া ইবাদতের ঘোগ্য আর কোন মা'বুদ নেই, হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাহাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহহ তা'আলার রাসূল,

## কালিমা শাহাদাত

إِنْهُدْ إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَهُ شَرِيكٌ لَهُ وَأَشْهَدُ إِنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ .

**উকারণ :** আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকালাহ ওয়া  
আশহাদু আরা সাইয়িদিনা মুহাম্মদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ।

**অর্থ :** আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহহ বাস্তীত অন্য  
কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি সংশয়হীন খালেছ  
অন্তরে আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে, নিশ্চয় সায়িদিনা হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাহাহ  
আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আল্লাহহ তা'আলার বাস্তা এবং তাঁর রাসূল।

## কালিমা তাওহীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْجِدُ لَا تَأْنِي لَكَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ إِمامُ الْمُتَّقِينَ رَسُولُ رَبِّ  
الْمُلْمِنِ .

**উকারণ :** লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহিদাল লা সামিয়া লাকা মুহাম্মদুর  
রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুভারাকীনা রাসূল রাকিবল 'আলামীন।

**অর্থ :** (হে প্রতিপালক)! আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, আপনি এক,  
আপনার কোন দিতীয় নাই, আল্লাহহ তা'আলার রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাহাহ আলাইহে  
ওয়া সাল্লাম) পরহেজগরদের ইমাম, জগতসমূহের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল।

## কালিমা তামজীদ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نُورٌ يُهْدِي اللَّهُ نِئُومٌ مِّنْ يُشَاءُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِمامُ  
الْمُرْسَلِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ .

**উকারণ :** লা-ইলাহা ইল্লা আনতা স্লাই ইয়াহদিআল্লাহ লি-নূরিহী মাইয়াশা-  
উ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালীন খাতেমুন নাবিরায়ীন।

**অর্থ :** (হে আল্লাহ)! আপনি বাস্তীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কোন মা'বুদ  
নেই। আপনি নূর, আল্লাহহ তা'আলা যাকে তাঁকে নূরের দিকে হেদায়েত দান  
করেন। হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তকা সাল্লাহাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহহ তা'আলার  
রাসূল, রাসূলগণের ইমাম এবং নবীগণের সর্বশেষ।

সূরা কাফিল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لَا يَهُوَ الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا إِنْ شَاءَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلَا  
عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ - وَلَا إِنْ شَاءَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَكِيْ دِينُ -

**উকারণ :** বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম। কুল ইয়া আইন্যুহাল কাফিল।  
যা আ'-বুদু মা-তা'বুদু। ওয়া-লা-আনতুম আ-বিদুনা মা আ'-বুদু। ওয়া-লা-আন  
আ-বিদুন মা-আবাদতুম। ওয়া-লা-আনতুম আ-বিদুনা মা-আ'-বুদু। লাবুন দীনতুম  
ওয়ালিয়া নীন।

**অর্থ :** দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বলে দিন,  
হে কাফিল! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত করছো। আর  
তোমরাও তার ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি। আর আমি (কখনও)  
তার ইবাদতকারী নই, তোমরা যার ইবাদত করে আসছো। আর তোমরাও তার  
ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করছি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর  
আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُورٌ أَحَدٌ .

**উকারণ :** বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। কুল হওয়াল্লাহ আহাদ। আল্লাহহ  
ছান্দাদ। লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহ কুফুওয়াল আহাদ।

**অর্থ :** দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বশুন,  
তিনিই আল্লাহ। তিনি এক ও অবিতীয়। আল্লাহ কারোও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই  
তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তিনি কারোও থেকে জন্ম  
গ্রহণ করেন নাই এবং কেট-ই তাঁর সমকক্ষ নয়।

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَ - وَمِنْ  
شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

**উকারণ :** বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম। কুল আউয়ু বি-রাবিল ফালাক।  
মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গাছিক্কিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন  
শাররিন নাফকাছাতি ফিল উকাদ। ওয়া মিন শাররি হাছিদিন ইয়া হাছাদ।

**অর্থ :** দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বশুন, আমি  
প্রভাতের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাঁছি। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে  
এবং অক্ষকার রাতের অঙ্ককারের অনিষ্ট হতে, যখন তা গভীর হয় এবং পিরাসম্বৰে  
ফু-দানকারীদের অনিষ্ট হতে এবং হিসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিস্ত করে।

সূরা নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسَاسِ  
الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسِّعُ فِي صَدْرِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

**উকারণ :** বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। কুল আউয়ু বি-রাবিন নাস।  
মালিকিন নাস। ইলাহিন নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খালাছ। আল্লাহই ইউ  
ওয়াছবিছু ফী সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

**অর্থ :** দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (হে নবী!) আপনি বশুন, আমি  
মানব জাতির প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাঁছি, যিনি সমগ্র মানবের অধিপতি,  
মানব গোষ্ঠীর মা'-বুদু, আল্লাগোপনকারী কুমজ্জ্বালাতার অনিষ্ট হতে, যে মানুষের  
অঙ্গরসম্বৰে কুমজ্জ্বা দিয়ে থাকে, জীব ও মানবের মধ্য হতে।

## আল্লাহ তা'আলার শৃণবাচক নামসমূহ (আসমাইল হসনা)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তিনি আল্লাহ, যিনি বাজীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি

|     |                       |             |                 |     |                      |           |                |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------|-----|----------------------|-----------|----------------|
| ১.  | <b>الْحَسْنُ</b>      | আল জাহান    | পরম কর্মসূচী    | ৪৪. | <b>الْمُعْزٌ</b>     | আল হাসিদু | সর্বসামাজ      |
| ২.  | <b>الْجَيْمُ</b>      | আল জাহান    | পরম কর্মসূচী    | ৪৫. | <b>الْمَلِكُ</b>     | আল হুসৈনু | সর্বসম্মতী     |
| ৩.  | <b>الْمَلِكُ</b>      | আল মালিকু   | যত্ন কর্মসূচী   | ৪৬. | <b>الْمُسْتَعِنُ</b> | আল মালিকু | হৃষিকে         |
| ৪.  | <b>الْفَتَرْسُ</b>    | আল জুনু     | কঠি পথি         | ৪৭. | <b>الْبَصِيرُ</b>    | আল মালিকু | সর্বসম্মতী     |
| ৫.  | <b>السَّلَامُ</b>     | আল মুলাম    | শান্তিপথ        | ৪৮. | <b>الْحَكِيمُ</b>    | আল মালিকু | সহ জিজ্ঞাস     |
| ৬.  | <b>الْمُؤْمِنُ</b>    | আল জুনিলু   | বিহুনী          | ৪৯. | <b>الْعَدْلُ</b>     | আল মালু   | সর্বসম্মত      |
| ৭.  | <b>الْمُهَبِّ</b>     | আল জুনিলু   | কর্মসূচীসমূহী   | ৫০. | <b>الْأَطْمَانُ</b>  | আল মালু   | দৃঢ়কী         |
| ৮.  | <b>الْغَرِيزُ</b>     | আল জুনী     | প্রাণী          | ৫১. | <b>الْأَطْمَانُ</b>  | আল মালু   | সর্বসম্মত      |
| ৯.  | <b>الْجَبَرُ</b>      | আল জাকার    | সহকর্মসূচী      | ৫২. | <b>الْحَلِيمُ</b>    | আল জুনী   | বিহুনী         |
| ১০. | <b>الْمُتَكَبِّرُ</b> | আল জুনালিলু | বহু গীর্জি      | ৫৩. | <b>الْمُظْلِمُ</b>   | আল জুনী   | বিহুনী         |
| ১১. | <b>الْخَالِقُ</b>     | আল জুনু     | সৃষ্টিকী        | ৫৪. | <b>الْغَورُ</b>      | আল জুনু   | পরম কর্মসূচী   |
| ১২. | <b>الْبَارِيُ</b>     | আল জুনু     | সৃষ্টিকী        | ৫৫. | <b>الْكَوْكَرُ</b>   | আল জুনু   | বৃত্তকর্ত্তব্য |
| ১৩. | <b>الْمُفْسِرُ</b>    | আল জুনালিলু | বাকুতি গঠনসমূহী | ৫৬. | <b>الْعَلِيُّ</b>    | আল জুনী   | বহু পথ         |
| ১৪. | <b>الْفَنَارُ</b>     | আল জুনু     | প্রথম কর্মসূচী  | ৫৭. | <b>الْكَبِيرُ</b>    | আল জুনী   | সর্বসম্মত      |
| ১৫. | <b>الْقَهَّارُ</b>    | আল জুনু     | সহকর্মসূচী      | ৫৮. | <b>الْحَفَظُ</b>     | আল জুনী   | কর্মসূচীসমূহী  |
| ১৬. | <b>الْرَّعَابُ</b>    | আল জুনু     | সহকর্মসূচী      | ৫৯. | <b>الْمُفْتَتُ</b>   | আল জুনী   | দৃঢ়কী         |
| ১৭. | <b>الْرَّفِيقُ</b>    | আল জুনু     | কৈরিকানালী      | ৬০. | <b>الْحَسِيبُ</b>    | আল জুনী   | বিহুনী         |
| ১৮. | <b>الْتَّاجُ</b>      | আল জাহান    | কৈরিকানালী      | ৬১. | <b>الْجَلِيلُ</b>    | আল জুনী   | সর্বসম্মত      |
| ১৯. | <b>الْعَالِيمُ</b>    | আল জানী     | সহকর্মসূচী      | ৬২. | <b>الْكَبِيرُ</b>    | আল জুনী   | সহকর্মসূচী     |
| ২০. | <b>الْقَابِضُ</b>     | আল জানী     | সহকর্মসূচী      | ৬৩. | <b>الْرَّقِيبُ</b>   | আল জুনী   | বৃত্তকর্ত্তব্য |
| ২১. | <b>الْبَاسِطُ</b>     | আল জুনী     | কৈরিকানালী      | ৬৪. | <b>الْمُفْتَتُ</b>   | আল জুনী   | বৃত্তকর্ত্তব্য |
| ২২. | <b>الْخَافِضُ</b>     | আল জুনী     | নৈজুনী          | ৬৫. | <b>الْرَّاعِيُ</b>   | আল জানিডু | বিহুনী         |
| ২৩. | <b>الْرَّافِعُ</b>    | আল জুনী     | উজুনী           | ৬৬. | <b>الْحَكِيمُ</b>    | আল জুনী   | সহ কর্মসূচী    |

|     |                     |          |                |      |                        |           |                |
|-----|---------------------|----------|----------------|------|------------------------|-----------|----------------|
| ৬৭. | <b>الْأَزْدَادُ</b> | আল জাহান | প্রথম স্থা     | ৭৪.  | <b>الْأَنْجَرُ</b>     | আল জানিডু | সন্তু          |
| ৬৮. | <b>الْسَّاجِدُ</b>  | আল জাহান | বিহুনী         | ৭৫.  | <b>الْأَطْمَرُ</b>     | আল জানিডু | বিহুনী         |
| ৬৯. | <b>الْأَبْرَعُ</b>  | আল জাহান | গুরুত্বপূর্ণতা | ৭৬.  | <b>الْأَبْلَانُ</b>    | আল জানিডু | অবস্থা         |
| ৭০. | <b>الْسَّاجِدُ</b>  | আল জাহান | সর্বসম্মতী     | ৭৭.  | <b>الْوَرْكَنُ</b>     | আল জানী   | বিহুনী         |
| ৭১. | <b>الْمَنْ</b>      | আল জাহান | সজ স্থান       | ৭৮.  | <b>الْمَعْتَالُ</b>    | আল জুনিলু | বৃত্তকর্ত্তব্য |
| ৭২. | <b>الْوَكِيلُ</b>   | আল জাহান | কর্মসূচক       | ৭৯.  | <b>الْبَرُ</b>         | আল জাহান  | সর্বসম্মত      |
| ৭৩. | <b>الْتَّرْبِي</b>  | আল জাহান | ব্যক্তিগত      | ৮০.  | <b>الْتَّرَابُ</b>     | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৭৪. | <b>الْتَّسْنِ</b>   | আল জাহান | প্রযোগ স্থা    | ৮১.  | <b>الْمُسْتَكْبِرُ</b> | আল জুনিলু | বিহুনী বৃত্তকী |
| ৭৫. | <b>الْوَرْكَنُ</b>  | আল জাহান | প্রযোগক        | ৮২.  | <b>الْغَلُونُ</b>      | আল জুনী   | কর্মসূচী       |
| ৭৬. | <b>الْمَعْتَدِ</b>  | আল জাহান | সর্বসম্মতী     | ৮৩.  | <b>الْরَّوْبُ</b>      | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৭৭. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | সর্বসম্মতী     | ৮৪.  | <b>الْمَسْنِ</b>       | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৭৮. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | সর্বসম্মতী     | ৮৫.  | <b>بَلِّكَل</b>        | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৭৯. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | সুবিধা         | ৮৬.  | <b>ذَوَالْجَلَلُ</b>   | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮০. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | সুবিধা         | ৮৭.  | <b>وَالْأَكْرَمُ</b>   | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮১. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | জীবনস্থান      | ৮৮.  | <b>الْشَّفَطُ</b>      | আল জুনী   | বৃত্তকী        |
| ৮২. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বৃহান          | ৮৯.  | <b>الْجَامِعُ</b>      | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৩. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯০.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৪. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯১.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৫. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯২.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৬. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৩.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৭. | <b>الْوَاجِدُ</b>   | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৪.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৮. | <b>الْمَاجِدُ</b>   | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৫.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৮৯. | <b>الْأَوَادُ</b>   | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৬.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৯০. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৭.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৯১. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৮.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৯২. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ৯৯.  | <b>الْمَنْ</b>         | আল জাহান  | বৃত্তকী        |
| ৯৩. | <b>الْمَسْنِ</b>    | আল জাহান | বিহুনী         | ১০০. | <b>الْمَسْنِ</b>       | আল জাহান  | বৃত্তকী        |

### হজ্জের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

আবদুর্রাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবানবী (সা) জিহাদ অভিযান, হজ্জ অথবা উমরাহ করে প্রত্যাবর্তন করে যখন কোন উচ্চ টিলা বা পাথরপূর্ণ উচ্চভূমিতে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহ আকবর' (আল্লাহ মহান) ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। এরপর এই দু'আ পাঠ করতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ أَنْبِئْنَا تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدِقُ اللَّهِ وَعْدُهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ  
وَهُمْ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ

উচ্চারণ : শা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু শা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া  
লাহুল হামদু ওয়া হ্যায়া আলা কৃত্তি শাইখিয়ন কাদীর। আবিদুন্না তারিখুন্না 'আবিদুন্না  
সাজিদুন্না লিরাবিনা-হামিদুন্না। সাদাকতুহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া  
হ্যামাল আহারা ওয়াহনাহু।

প্রিয় ছাজীগণ, দেশে পৌছে যখন নিজ মহান্না দৃষ্টিগোচর হবে তখন এ  
দু'আ পড়বেন—

• রাসূলুর্রাহ (সা) হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দু'আ পড়েছিলেন।  
কাজেই হজ্জ থেকে ফিরে এসে বলতে পারেন—

أَنْبِئْنَا تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ :

আবিদুন্না দ্বারিবুন্না আবিদুন্না লিরাবিনা হামিদুন্না। (ফুসলিয়া)

অর্থ : আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রতুর ইবাদতকারী,  
প্রশংসকারী।

অতঃপর মহত্ত্বার মসজিদে দু'রাকায়াত নবশ নামায পড়বেন, তা মুস্তাহব।

تَبَارَكَ رَبُّنَا أَرِّي لَا يُفَادُرُ عَلَيْنَا حَرَبًا .

উচ্চারণ : তাউবান তাউবান লিরাবিনা আউবাল সাইহুগান্দিক আলাইনা  
হাউবান।

শিয় মা-বোনেরা, আপনারা ঘরে প্রবেশ করার পর আল্লাহপাক যে শান্তি ও  
নিরাপত্তার সাথে আপনাকে হজ্জের এই মুবারক সফর সম্পন্ন করিয়েছেন তার  
তকরিয়াহরূগ দু'রাকায়াত নামায পড়ে দর্জন পাঠ করে রাবুল 'আলামীনের  
দরবারে মুনাজাত করবেন।

### হজ্জের প্রবর্তী জীবন

হজ্জ করে আসার পর খুবই সাধারণের সাথে তাকওয়া ও পরহেয়গারী  
অবলম্বন করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর  
সন্তুষ্টি লাভের আশায় কূরআন হাদীসের নির্ধারিত পথে জীবন-যাপন করা কর্তব্য।  
নিজের জীবনকে দীনের দিকে হজ্জের পূর্বের তুলনায় উন্নত রাখবেন এবং  
সম্পূর্ণভাবে আবিরাতমুখী করে নিবেন। অথবা হজ্জের পরে থাকবেন না এবং হজ্জ  
পালনকালে মক্কা-মদীনায় কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে এর জন্য আরববাসীদের  
কোন সমালোচনাও করবেন না। সাংসারিক জীবন যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন  
সেভাবেই করবেন। অর্থাৎ চাকরি, ব্যবসা, সাংসারিক কাজ, কৃষি কাজ, যাই  
করছিলেন সেভাবেই তা করতে থাকবেন, তবে কোনো অবস্থাতেই লোভ, পাপ,  
হ্যারাম ও অবৈধ কাজে জড়িত হবেন না। অহংকার, ক্রোধ, হিংসা, পরনিদ্রা,  
সুস, মুষ, রিয়া ইত্যাদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। সব সময় অত্যন্ত  
সহজ-সরলভাবে চলবেন এবং যহুন আল্লাহর ইকুম-আহকাম যেনে ইবাদত  
বদ্দেগী করতে থাকবেন। এটা হজ্জ করুল হওয়ার আলাদাত। মনে রাখবেন,  
হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আপনার আমল যে অবস্থায় ছিল হজ্জের পরে যদি তার  
থেকে উন্নতি হয় তাহলে আল্লাহর রহমতে আপনার হজ্জ করুল হওয়ার সম্ভাবনাই  
বেশী। হে আল্লাহ! আমাদেরকে নেক আমল করার তাওফিক দান করুন এবং  
আমাদের হজ্জ করুল করুন। আমিন! ছুখ্য আমিন!

رَسَّا أَغْفَرِيْ وَلِرَبِّ الدَّىْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَبِّنَا  
تَقْبِلُ مِنْ أَنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

এছাড়া পরিষ্ঠ কূরআনের সূরা বাকারা এর ১৯৬ হতে ২০৩ আয়াতে হজ্জ ও  
উমরা সম্পর্কে আহকাম ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০৩ আয়াতের শেষাংশে  
বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে  
রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেক্ত হবে।" হজ্জের নির্দেশনাবলীর সাথে এ  
বর্ণনার অর্থ হজ্জ বে, হজ্জের দিনে যখন হজ্জের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যক্ত থাকতে  
হয়, তখনও আল্লাহকে ভয় কর এবং পরে হজ্জ করেছ বলে অহংকার করো না,  
তখনও আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের  
শেষ অংশে ছাজীগণকে প্রবর্তী জীবনের জন্য পরহেয়গারী অবলম্বন করতে  
বিশেষভাবে তাঁগীদ দেয়া হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, হজ্জ একটি বড় ও

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শহীদান সাধারণত মানুষের মনে বড়ু ও বৃহৎ ভাব আপিরে তোলে, যা তার খাবতীয় আহলকে নষ্ট করে দেয়। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেভাবে হজের পূর্বে ও হজের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজের পরে আরো বেশী করে আল্লাহকে ভয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে হবে, যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হচ্ছে না যায়।

প্রিয় মা-বোনেরা, আসুন আমরা হজের পূর্বে ও পরে সব সময়েই আল্লাহকে ভয় করে ইমানের সাথে থেকে ইবাদত করতে থাকি। হজ সম্পর্কে হাদীস রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্বকৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্ম প্রাপ্ত করেছে। কাজেই এ নিষ্পাপ অবস্থাকে ধরে রাখার জন্য আমরা পূর্বের চেয়েও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের আহল কাজ চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

### সহায়ক গ্রন্থ, তথ্য খণ্ড এবং কৃতজ্ঞতা বীকার

- আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ, ৪৯তম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাদশ সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১।
- বুখারী শরীফ, তৃতীয় অধ্যায় হজ; আরু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী আশ-জু'ফী (রা), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- সহীহ বুখারী শরীফ (১ থেকে ১০ খণ্ড একত্রে), ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র), অনুবাদ : হযরত মাওলানা শামছুল হক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ৯ম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।
- সহীহ মুসলিম শরীফ (সকল খণ্ড একত্রে), ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজাজ (র), অনুবাদ : হাকেজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জাকারিয়া, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, ৫ম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
- বিশ্বকাত শরীফ (১ থেকে ১১ খণ্ড একত্রে), শায়খ উয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতির আততাবরিয়া (র), অনুবাদ : আলহাজ্র মাওলানা ফজলুর রহমান, সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মদ উয়ারেদ ইবনে সালেহ, প্রথম প্রকাশকাল ২০০৭।
- নবী (সা) যেভাবে হজ করেছেন (জাবের রা যেমন বর্ণনা করেছেন), সংস্করণ : শাইখ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-আলবানী রাহিমাহ্রাহ, অনুবাদ : মুফতী নুমান আবুল বাশার ও ড. এটিএম ফখরুদ্দীন, সম্পাদনা : ড. মাওলানা আবুল জলিল ও ড. আরু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার।
- সীয়াত এলবাম, মদিনা পাবলিকেশন, গ্রন্থালয় ও সম্পাদনা, আহমদ বদরুল্লাহ খান (সহকারী সম্পাদক : মাসিক মদীনা), ১৫তম বর্ধিত সংস্করণ : সফর ১৪৩৪ হিজরী, পৌষ ১৪১৯ বাংলা, ডিসেম্বর ২০১২ ইংরেজি।
- ঐতিহাসিক মসজিদ এলবাম, মদিনা পাবলিকেশন, আলহাজ্র সৈয়দ মুহাম্মদ সালিমুর রহমান, প্রথম প্রকাশ : রিবিউল-আউয়াল ১৪৩৪ হিজরী, মাঘ ১৪১৯ বাংলা, জানুয়ারি ২০১৩ ইংরেজি।

- হজ্জ : উমরা : যিয়ারত, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০০৬।
- হজ্জ ও উমরা—স্টেপ বাই স্টেপ, রূপকার ইউসুফ মোহাম্মদ ২০০৬, ই উ আ র এ ল [http://www.hajjumrahguide.com/hajj\\_stepbystep.html](http://www.hajjumrahguide.com/hajj_stepbystep.html) পরিদর্শন জানুয়ারী ২০১৫।
- আমলে-নাজাত, মনিরিয়া তরীকত কমিটি, উনবিংশ প্রকাশকাল : শাবান ১৪২০ হি., অক্টোবর ২০০৩ ইং।
- নামায হজ্জ অজিফা ও মাসয়ালা-মাসায়েল, হাজী গোলাম রসূল সওদাগর ওয়াকফ এষ্টেট, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪।
- পবিত্র উমরাহ হজ্জ ও যিয়ারত নির্দেশিকা, কর্ণেল মোঃ হারুনুর রশীদ, পিএসসি (অবঃ), ষষ্ঠ প্রকাশ : ১৫ সাবান ১৪৩৩ হিজরী, ৬ জুলাই ২০১২ ইংরেজী।
- হজ্জ নির্দেশিকা, পবিত্র হজ্জের পালনে করণীয় ক্রিয়াকলাপ নির্দেশনা, সকলনে আলহাজ্জ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পবিত্র হজ্জের পালনকারী-২০১২, কর্ম-জেলা রেজিস্টার (জেলা কর্মকূর্তা), আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।
- হজ্জ গাইড, সম্মাধিকারী মোঃ হেদায়েত আহমেদ।
- ফাজায়েলে হজ্জ বা হজ্জের ক্ষেত্রে মূল লেখক : শায়খুল হাদীস হ্যারত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (র), অনুবাদক : মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ, সংশোধিত সংকরণ : অক্টোবর ২০০৫ ইংরেজি।
- নামায শিক্ষা সহায়িকা, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২।
- ছহীহ নূরানী পূর্ণাঙ্গ অজিফা শরীফ, সম্পাদনায় হাফেজ মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রকাশক আলহাজ্জ আবু জাফর, ৭ম মুদ্রণ জুন ২০১৩।
- সহীহ মাসনূন ওয়ীফা, ফুরফুরা পীর আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী (র)-এর নির্দেশিত, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহান্সীর, পি.এইচ.ডি. (রিয়াদ), এম.এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা), অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, আল-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, বিনাইদহ, বাংলাদেশ।